জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির কার্যাবলীর প্রতিবেদন

প্রথম সংখ্যা

১ম থেকে ৩০তম সভা পর্যন্ত

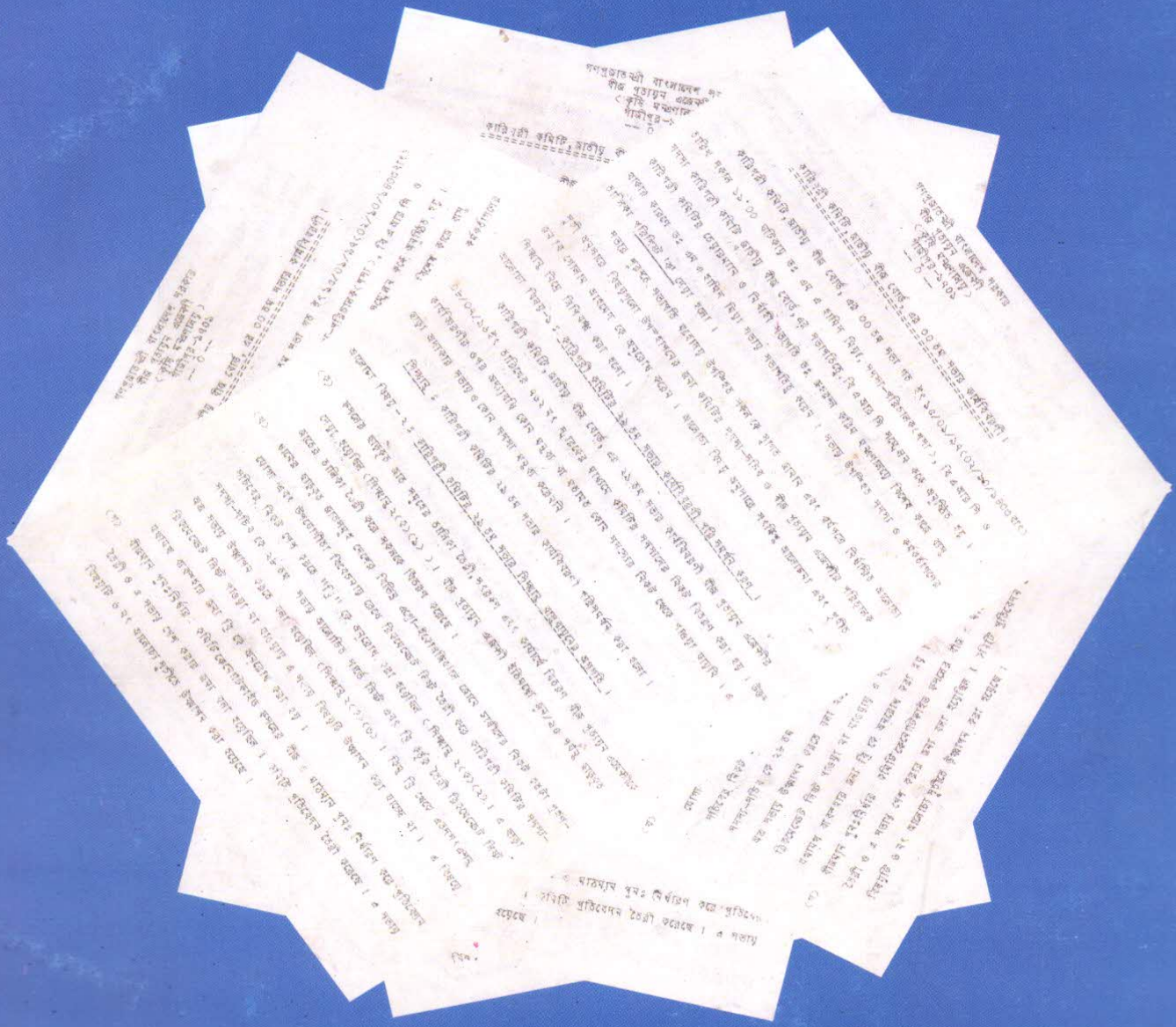

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী

গাজীপুর-১৭০১

www.sca.gov.bd

এপ্রিল ২০১৩
মুদ্রণ ও প্রকাশনায়
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর-১৭০১
www.sca.gov.bd

জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির কার্যাবলীর প্রতিবেদন

প্রথম সংখ্যা

১ম থেকে ৩০তম সভা পর্যন্ত

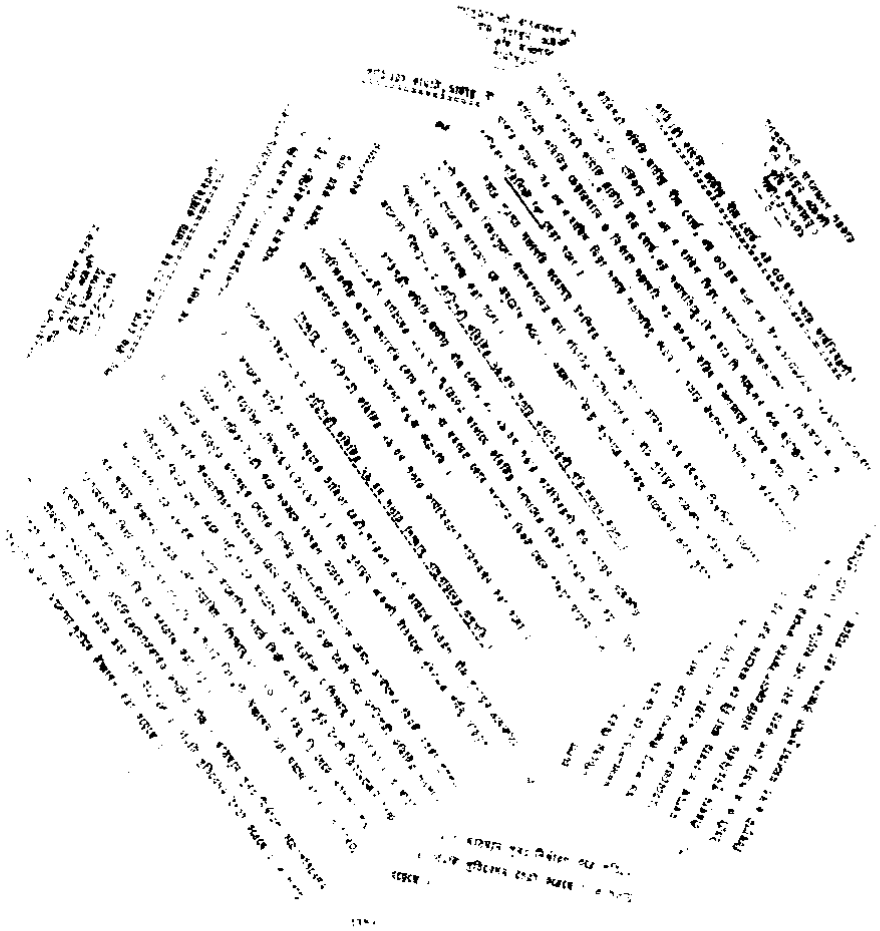

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর-১৭০১
www.sca.gov.bd

জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির কার্যাবলীর প্রতিবেদন

প্রথম সংখ্যা
১ম থেকে ৩০তম সভা পর্যন্ত

প্রকাশকাল
এপ্রিল ২০১৩

আর্থিক সহযোগিতায়
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী

সম্পাদনায় ঃ

- **কৃষিবিদ এ এইচ ইকবাল আহমেদ** পরিচালক
- **কৃষিবিদ মো আবদুল মালেক** প্রিন্সিপাল সিড সার্টিফিকেশন অফিসার
- **কৃষিবিদ মো শাহজাহান আলী** উপদেষ্টা, পেট্রোকেম (বা.) লিমিটেড
- **কৃষিবিদ এস এম রশিদ** চিফ সিড টেকনোলজিস্ট
- **কৃষিবিদ মো আবু ইউসুফ মিয়া** প্রিন্সিপাল ফিল্ড কন্ট্রোল অফিসার
- **কৃষিবিদ মো খায়রুল বাসার** উপপরিচালক ভ্যারাইটি টেস্টিং
- **কৃষিবিদ ড. মু শরীফুল ইসলাম** ফিল্ড অফিসার
- **কৃষিবিদ মুহাম্মদ হাসান কবীর** সিনিয়র ট্রেনিং অফিসার
- **কৃষিবিদ মো রাকিবুজ্জামান খান** পাবলিকেশন অফিসার

প্রকাশনায়
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর-১৭০১
ফোন ঃ ৮৮-০২-৯২৫২০৩৩
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৯২৫৭১৩৪
ই-মেইল ঃ dir@sca.gov.bd
ওয়েবসাইট ঃ www.sca.gov.bd

মুদ্রণ সংখ্যা
৩০০ কপি

মুদ্রণে
বি-বাড়িয়া প্রিন্টিং প্রেস
মুন্সিপাড়া রোড, জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০০
ফোন ঃ ৯২৫৬১৬৩, ০১৯১৪-৭৪৩৪৩৩

কম্পোজ
মো নাহীদ পারভেজ সুমন

অবতরণিকা

জাতীয় বীজ বোর্ড ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে বীজ অধ্যাদেশ, ১৯৭৭ এর বিধি ৩ (১০) অনুযায়ী সেপ্টেম্বর ২২, ১৯৭৯ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের বিশেষ সভায় নতুন জাত অনুমোদনের নিমিত্তে জাতীয় বীজ বোর্ডকে সুপারিশ করার জন্য ০৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট একটি কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়। এপ্রিল ২১, ১৯৮০ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রথম সভার মাধ্যমে জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু। প্রথম দিকে শুধুমাত্র নতুন জাত অনুমোদনের সুপারিশের মধ্যে বর্ণিত কমিটির কার্যপরিধি সীমাবদ্ধ থাকলেও প্রয়োজনের তাগিদে বর্তমানে সুপারিশমালা প্রণয়নের পাশাপাশি এ কমিটি জাতীয় বীজ বোর্ডকে বীজ সংক্রান্ত বিভিন্ন কারিগরি বিষয়ে সুপারিশ ও পরামর্শ প্রদান করে থাকে। এ কমিটির বিভিন্ন সভার সিদ্ধান্ত কৃষিক্ষেত্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দলিল। তাই এর সংরক্ষণ একান্ত প্রয়োজন।

এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে **জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির কার্যাবলীর প্রতিবেদন** এর ১ম হতে ৩০তম সভার কার্যবিবরণী সম্বলিত প্রতিবেদন প্রথম সংখ্যা হিসেবে প্রকাশ করা হলো। আমাদের প্রত্যাশা এ সংখ্যাটি কৃষি গবেষণা, সম্প্রসারণ, বীজ উৎপাদন, প্রত্যয়ন ও মান নিয়ন্ত্রণকারী বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার নিকট গ্রহণীয় হবে।

এ প্রকাশনাটি সম্পাদনকালে যথাসম্ভব মূল লিখন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কর্মকর্তাবৃন্দসহ যে সকল ব্যক্তিবর্গ প্রকাশনাটির সম্পাদনা কাজে সহায়তা করেছেন তাদের এ প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানাই। যথেষ্ট আন্তরিকতা ও সতর্কতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিবেদনটির প্রকাশনায় মুদ্রণজনিত ত্রুটি থাকতে পারে। এ বিষয়ে মতামত পেলে যথাযথ সম্মানের সাথে তা দূর করার প্রত্যাশা থাকল। জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির কার্যাবলীর প্রতিবেদন এর পরবর্তী সংখ্যাগুলোও ক্রমান্বয়ে প্রকাশনার আশা করছি।

২২ এপ্রিল ২০১৩

কৃষিবিদ এ এইচ ইকবাল আহমেদ
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
এপ্রিল ২১, ১৯৮০ এ অনুষ্ঠিত প্রথম/১ম সভার কার্যবিবরণী	০১
মার্চ ১১, ১৯৮১ এ অনুষ্ঠিত দ্বিতীয়/২য় সভার কার্যবিবরণী	০৪
জুলাই ০৪, ১৯৮১ এ অনুষ্ঠিত তৃতীয়/৩য় সভার কার্যবিবরণী	০৬
সেপ্টেম্বর ১১, ১৯৮১ এ অনুষ্ঠিত চতুর্থ/৪র্থ সভার কার্যবিবরণী	০৮
ডিসেম্বর ০৫, ১৯৮১ এ অনুষ্ঠিত পঞ্চম/৫ম সভার কার্যবিবরণী	১২
আগষ্ট ২১, ১৯৮২ এ অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ/৬ষ্ঠ সভার কার্যবিবরণী	১৪
জানুয়ারি ০৩, ১৯৮৩ এ অনুষ্ঠিত সপ্তম/৭ম সভার কার্যবিবরণী	১৮
মার্চ ১৫, ১৯৮৩ এ অনুষ্ঠিত অষ্টম/৮ম সভার কার্যবিবরণী	২০
জুন ৩০, ১৯৮৩ এ অনুষ্ঠিত নবম/৯ম সভার কার্যবিবরণী	২৩
অক্টোবর ১২, ১৯৮৩ এ অনুষ্ঠিত দশম/১০ম সভার কার্যবিবরণী	২৫
নভেম্বর ১২, ১৯৮৪ এ অনুষ্ঠিত একাদশ/১১তম সভার কার্যবিবরণী	২৮
জুলাই ২১, ১৯৮৫ এ অনুষ্ঠিত দ্বাদশ/১২তম সভার কার্যবিবরণী	৩১
আগষ্ট ১১, ১৯৮৫ এ অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ/১৩তম সভার কার্যবিবরণী	৩৪
নভেম্বর ১৬, ১৯৮৫ এ অনুষ্ঠিত চতুর্দশ/১৪তম সভার কার্যবিবরণী	৩৯
অক্টোবর ০২, ১৯৮৬ এ অনুষ্ঠিত পঞ্চদশ/১৫তম সভার কার্যবিবরণী	৪৫
মার্চ ১৭, ১৯৮৮ এ অনুষ্ঠিত ষোড়শ/১৬তম সভার কার্যবিবরণী	৫০
আগষ্ট ১৪, ১৯৮৮ এ অনুষ্ঠিত সপ্তদশ/১৭তম সভার কার্যবিবরণী	৫৩
আগষ্ট ০৫, ১৯৮৯ এ অনুষ্ঠিত অষ্টাদশ/১৮তম সভার কার্যবিবরণী	৫৬
ফেব্রুয়ারি ০৭, ১৯৯০ এ অনুষ্ঠিত ঊনবিংশ/১৯তম সভার কার্যবিবরণী	৫৮
জুন ৩০, ১৯৯০ এ অনুষ্ঠিত বিংশ/২০তম সভার কার্যবিবরণী	৬০
ডিসেম্বর ২২, ১৯৯০ এ অনুষ্ঠিত একবিংশ/২১তম সভার কার্যবিবরণী	৬২
নভেম্বর ১৩, ১৯৯১ এ অনুষ্ঠিত দ্বাবিংশ/২২তম সভার কার্যবিবরণী	৬৪
জানুয়ারি ১২, ১৯৯২ এ অনুষ্ঠিত বিশেষ সভার কার্যবিবরণী	৭০
অক্টোবর ০৪, ১৯৯২ এ অনুষ্ঠিত ত্রয়োবিংশ/২৩তম সভার কার্যবিবরণী	৭২
আগষ্ট ২৫, ১৯৯৩ এ অনুষ্ঠিত চতুর্বিংশ/২৪তম সভার কার্যবিবরণী	৭৬
জুন ১২, ১৯৯৪ এ অনুষ্ঠিত পঞ্চবিংশ/২৫তম সভার কার্যবিবরণী	৭৯
আগষ্ট ২২, ১৯৯৪ এ অনুষ্ঠিত বিশেষ সভার কার্যবিবরণী	৮৪
জানুয়ারি ১২, ১৯৯৫ এ অনুষ্ঠিত ষড়বিংশ/২৬তম সভার কার্যবিবরণী	৮৬
মে ০৮, ১৯৯৫ এ অনুষ্ঠিত সপ্তবিংশ/২৭তম সভার কার্যবিবরণী	৮৮
ডিসেম্বর ০৪, ১৯৯৫ এ অনুষ্ঠিত অষ্টাবিংশ/২৮তম সভার কার্যবিবরণী	১০০
জুন ০৯, ১৯৯৬ এ অনুষ্ঠিত ঊনত্রিংশ/২৯তম সভার কার্যবিবরণী	১০৪
জানুয়ারি ১৫, ১৯৯৭ এ অনুষ্ঠিত ত্রিংশ/৩০তম সভার কার্যবিবরণী	১০৯

জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির প্রথম/১ম সভার কার্যবিবরণী

Proceeding of the first meeting of the Technical Committee, to consider the release of new varieties, held on 21st April, 1980 at 4.30 P.M under the Chairmanship of Dr. Kazi M. Badruddoza, Executive Vice-Chairman, Bangladesh Agriculture Research Council in his chamber.

Members Present :-

Sl. No.	Name and Designation	Member/Special Invitee/ Representative/Observer
1.	Mr. A. Hashem General Manager (Field) Bangladesh Agri. Dev. Corporation.	Member
2.	Dr. Lutfur Rahman Associate Professor Bangladesh Agricultural University, Mymensingh	Special Invitee
3.	Mr. Nur Mohammad Mia Principal Scientific Officer Bangladesh Rice Research Institute.	Representative
4.	Mr. Shamsul Alam Head, Entomology Division Bangladesh Rice Research Institute.	Representative
5.	Mr. M. Fazlur Rahman Addl. Director of Agriculture (E&M), Dacca.	Representative
6.	Dr. M.M. Mia Director, INA, Mymensingh.	Special Invitee
7.	Mr. Azizur Rahman Deputy Director, Jute Seed Division Bangladesh Jute Research Institute.	Representative
8.	Mr. M.A. Khaleque Project Director (Oil Seed) Bangladesh Agri. Research Institute.	Representative
9.	Mr. K.A.M.M Farhaduddin Principal Field Control Officer Seed Certification Agency.	Representative
10.	Mr. Mohammad Abu Isa Quality Control Officer Seed Certification Agency.	Observer

The Chairman in opening the discussion appraised others the background of the formation of the Technical Committee to consider the release of new varieties to be ultimately approved by the National Seed Board on the recommendation of the Committee. He then pointed out that the varieties to be considered by the Committee in this meeting was submitted to the Member-Secretary, National Seed Board well ahead of the formation of the Evaluation Committee and its terms of reference. So, the reports of the Evaluation Committee in respect of these varieties can't be provided. However, the performances of these varieties for release of new varieties submitted by the concerned organization. He, however, felt that a variety which might be released by this Committee, might have to be withdrawn if it could not receive favourable report from the Evaluation Committee on the spot observation.

Agendum – I : Release of new variety of Sunflower Dwarf Sunflower I (D.D.I) BASU-I by the Agriculture Research Institute.

The Project Director (oil seed) of BARI described that the above variety is dwarf and early in maturity with very negligible sterility. Oil can easily be extracted by using the local ghani. He also pointed out that the sunflower oil is better than the mustard oil from health view point. As the crop is new in Bangladesh and as there is no other standard varieties in use, the Committee recommaned for release of the variety with suggestion that BARI should go for large scale production of this variety, only if the evaluation report in the next season is favourable.

Agendum –II : Release of new varieties of Soybean Davis and Bragg by the Agriculture Research Council.

Considering the different aspects of Soybean as a now crop in Bangladesh, the Committee recommended the release of the above two varieties, having regional adaptability. The variety 'Davis' has been recommended for production in Dacca, Mymensingh and Barisal districts, while the variety "Bragg" for the northern part of the country.

Agendum-III : Release of new variety of mustard BAU-M/12 by Agricultural University, Mymensingh.

The Principal Investigator Brassica Breeding Project. Agri. Varsity, Mymensingh briefly described the salient features of the variety to the members. He stated that the variety is perfectly balanced and no off-type plants were found in the crop field for several years. Per acre yield and oil content are almost nearest to the previously released varieties. On consideration of limited numbers of modern mustard varieties now under cultivation, the Committee agreed to release the variety for limited seed production. The Committee suggested the principal investigator to grow the verity in demonstration fields of the Seed Multiplication Farms of BADC, situated in Tebnia and Madhupur and also in farmers plots next season for observation by the Evaluation Committee, before large scale introduction.

Agendum- IV : Release of new variety of Fram-Hyprosola (Ch) by Atomic Energy commission.

Mr. M. M. Mia, Director, INA, appraised the members about the above mentioned variety which has been developed through mutation breeding using nuclear techniques. The members raised various points in favour and against on this radiated variety. The balance of the points was in favor of releasing the variety, subject to the condition that INA will grow the variety in observational trail plots within the premises of BRRI (Preferably in Barisal), BARI, BJRI, SRI and in S.M. Farms of BADC in different regions of the country for Evaluation of the performances by the Committee in the next season.

Agendum- V : Release of new variety of paddy BR-10 (Progoti) and BR-11 (Mukta) by Bangladesh Rice Research Institute.

It has been described that the variety BR-10 gives taller seedlings for which the seedlings are suitable for transplanting in standing water and can be transplanted till 15th of September as a late variety but with high yield potential, The character of the variety, BR-11 is stated to be similar to that of BR-10 but natures one week earlier than BR-10. The Committee felt the necessity of late transplanting variety for growing in the flood affected soils after recoding of flood waters and as such, recommended the above two varieties for release.

Agendum VI: Misc. (Modification of the Evaluation Team already formed by the National Seed Board).

The Evaluation Team (to observe and recommend the performance of varieties before their release) was formed by the Director, Seed Certification Agency in pursuance of the decision of NSB. The Evaluation Team was formed with only 4 members, one from E&M, BADC, IJCS and SCA each. The General Manager (Field), BADC proposed that the above Team should also be represented by at least two farmers representatives preferably by the Chairman, contract growers association and the Chairman, Bangladesh Pat Chashi Samity. The other members also felt that the Evaluation Team should be broad based on the inclusion of more members

from concerned research organization for wide participation in Evaluation. The Committee also felt that the variety releasing organizations should grow the concerned variety for Evaluation on at least one bigha trial plot in a particular station. The organization should also invite the Team for minimum two visits for Evaluation of a particular variety during growth stages or as considered by the breeder to have a full picture of his variety.
As the formation of Evaluation Team was originally considered by the NSB, the proposal of this Committee may therefore be placed before the NSB during its next meeting for consideration and approval.

The meeting ended with vote of thanks.

Approved:
Sd/- (Dr. Kazi M. Badruddoza)
Executive Vice- Chairman
Bangladesh Agri. Research council
and Chairman, Technical Committee.

Sd/- (Md. Abu Isa)
Quality Control Officer
Seed Certification Agency

The Chairman in opening the discussion expressed his opinion that no representative who is not a bonafide member, should participate in this sort of high level technical meeting, rather the members themselves should participate for taking decisions on vital issues like recommendation of approval of breeders varieties for release as commercial varieties.

The Chairman then began discussion agendawise. All the members present took part in the discussion.

Agendum-I : Confirmation of the minutes of the last meeting of the Technical Committee held on 21.04.80.

In the matter of confirmation of the procedings of the last meeting, the member-Secretary of the Committee appraised the members that in the last meeting, the variety, dwarf sunflower. (D.S.) BASU-1 of BARI, mustard-M/12 (sampad) of Agri. varsity and the variety Hyprosola of Atomic Energy Commission were recommended for release, subject to the condition that the concerned breeders would get their varieties evaluated by the standing Evaluation Committee during the next cropping season. The Principal Investigator of Brassica Breeding project of Bangladesh Agriculture University and the Director of INA, Mymensingh have already requested the Evaluation Team to evaluate their respective varieties. But in respect of the sunflower variety, the concerned breeder of BARI has not yet approached the Evaluation Team to evaluate the variety in question. The Chairman pointed out that, it was the responsibility of the member-secretary also to bring to the notice of the concerned breeder the content of the proceedings and advise to take action as per decision. However, he advised to follow up the proceedings of the meeting properly in future to gear up the activities of the Technical Committee, which met almost a year after since the last meeting.

Decision : Actions on the proceedings of the meeting of the Technical Committee should be followed up properly in future.

Agendum-II : Release of a new variety of sugarcane, ISD-16 by the Sugarcane Research Institute, Ishurdi, Pabna.

Application for the release of the variety as well as the report of the Evaluation Team on the performance of the variety were discussed and reviewed by the members with balance discussion in favour of release of the variety. The Chairman of the Technical Committee also expressed his satisfaction on the performance of the variety as he himself observed that in the field.

Decision : The sugarcane variety ISD-16 has been recommended for release.

Agendum-III: Approval of the seed and field standards of different crops.

The member-secretary of the Technical Committee presented before the members a proposal for modified standards of different crops i.e. Paddy, Wheat, Jute, Sunflower, Soybean, Potato and Vegetables worked out by an Internal Technical Committee (seeds).

The members present felt that before approval of the proposal, the standards worked out should be circulated to the all members of the Technical Committee and concerned agencies for their comments. After receiving the comments, if any, within seven days of receipt of the proceedings, the standards should be placed for consideration of the Technical Committee in the light of comments received from various sources.

Decision : The worked out standard of different crops should immediately be circulated to the all concerned, for their comments within seven days of receipt of the proceedings from the member-secretary, Technical Committee (the standards are enclosed vide Appendix-IA-IE).

Agendum-IV : Misc.

Mr. Aladdin siddique, Co-ordinator of the Evaluation Team pointed out that the members of the Team face various problems when the breeders approach them to evaluate their varieties, in most cases, just at the eleventh

hour of the harvest of the crop. He opined that if the Team could know the approximate sowing and harvesting time of a particular crop to be evaluated, they could do their Evaluation job more satisfactorily, through phased out programme of visits.

Decision : Any breeder intending to offer a variety for release should inform the Evaluation Team about the variety to be evaluated after its sowing with its approximate time of harvest. The Evaluation Team should also be informed of the exact dates of sowing/ planting.

The meeting ended with vote of thanks.

Approved :
Sd/ (Kazi M. Badruddoza)
Executive Vice-Chairman
Bangladesh agril. Research Council and
Chairman, Technical Committee

(M.A Quddus)
Principal Seed Certification Officer
Seed Certification Agency
and
Member-secretary
Technical Committee

জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির তৃতীয়/৩য় সভার কার্যবিবরণী

Proceeding of the 3rd metting of the technical Committee held on 4th July, 1981 at 9.30 A.M under the Chairmanship of Dr. Kazi M. Badruddoza, Executive Vice-Chairman, Bangladesh Agriculture Research Council and Chairman of the Technical Committee in his chamber.

Members present :

1.	Dr M.M Mia Director, Institute of Nuclear Agriculture	Special Invitee
2.	Mr. A. Hashem General Manager (Field) Bangladesh Agriculture Dev. Corporation	Member
3.	Mr. Md. Alam, Officer on Special Duty (Field), Bangladesh Agriculture Dev. Corporation	Observer
4.	Mr. Mohammad Abu Isa Quality Control Officer, Seed Certification Agency	Observer
5.	Mr. M.A. Quddus Principal Seed Certification Officer Seed Certification Agency	Member-Secretary

After formal introduction, the Chairman began discussion agendumvise. The members present took part in the discussion.

Agendum-I : Confirmation of the minutes of the last meeting of the Technical Committee held on 11.3.81. The Chairman referring to the minutes of the last meeting to The Technical. Committee informed that actions on all the decisions of the said meeting have been taken. The minutes were then confirmed.

Decision : Minutes of the last meeting of the Technical Committee held on 11.3.81 are confirmed.

Agendum-II : Approval of Seed and Field standards of different crops.

As per decision of the last meeting of the Technical Committee, the worked-out standards of different crops were to be circulated to all members of the National Seed Board and the Technical Committee for comments, if any, within 7 days of receipt of the standards from the member-secretary of the technical Committee. Accordingly, the standards were circulated to all concerned vide this officer memo no. NSB-III/c-8/80/454 (30) dated 24-3-81. But till to date i.e. the day of holding the meeting on 4.3.81 no comments were received from any members. The Chairman then, opined that the member- secretary should again request the members to send their written views within a specific time. If any members has no comments, he should even in that case send a written in that perspective.

Decision : All the members of the National Seed Board and The members of the Technical Committee should confirm their views in respect of the already circulated seed and field standards in writing. The member-secretary will however, follow up the matter. As this is an important matter, a clear decision is necessary.

Agendum- III : Release of a new variety of Hyprosola (Chickpea) by the Atomic Energy Commission and a variety of mustard BAU-M/12 (Sampad) by the Agricultural University, Mymensingh.

The above two varieties were released by this Committee on 21.43.80 for small scale production, subject to the condition that the concerned breeders would get their varieties evaluated by the standing Evaluation Team for large scale production. Accordingly, the concerned organizations requested the Evaluation Team to evaluate their varieties. But the Member-Secretary informed the members present with regret that the Team leader Mr. Alauddin Siddique, could not submit any reports in spite of repeated requests from his end. However, the Chairman expressed his views that he got some personal information about the good performance of the above

two varieties on the basis of which the varieties might be released with provision that those might be withdrawn, in fluttery, if found otherwise, or deteriorating. He regretted the inability of the leader, Evaluation Team to submit the reports and for causing inconvenience to many members.

Decision : The gram variety- Hyprosola (Chickpea) and the mustard variety-BAU-M/12 (Sampad) have been recommended for release.

Agendum-IV : Development of seed programme in private sector.

In discussing the development of seed program in private sector, the Chairman expressed that the subject might have to some extend already been covered in the Seeds-II Project. So, he suggested that the Seed Certification Agency should summarize the documents of Seeds-II-project and prepare a report on how far the private sector involvement had been proposed in it. The present status of the Seeds-II Project should also be brought out during preparation of the report. The Chairman also suggested that the General Manager (Field), BADC would assist the Seed Certification Agency in preparing the report.

Decision : Seed Certification Agency will summarize the seeds-II-Project in respect of proposal for involvement of the private sector in seed production and also bring out the present status of the project with the assistance of General Manager (Field), BADC.

Agendum-V : Misc. (Frequency of the Technical Committee meeting)

Considering the importance of the function of the Committee and for quick disposal of the urgent and important matters, the Chairman and the members unanimously felt that the meeting of the Technical Committee should be held bi-monthly i.e. once in every two months.

Decision : The technical Committee meeting should be held once in every two months.

The meeting ended with vote of thanks.

Approved :

Sd/- (Kazi M. Badraddoza)
Executive Vice-Chairman
Bangladesh Agriculture
Res. Council and Chairman
Technical Committee

(M.A. Quddus)
Principal Seed Certification Officer
Seed Certification Agency
and Member-Secretary
Technical Committee

জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির চতুর্থ/৪র্থ সভার কার্যবিবরণী

Proceedings of the 4th meeting of the Technical Committee held on 11-9-81 at 3.30 P.M under the Chairmanship of Dr. Kazi M. Badruddoza, Executive Vice-Chairman, Bangladesh Agriculture Research Council and Chairman of the Technical Committee in his chamber.

Members present:

1.	Dr. M. Kashem Ali Director, Jute seed Division Bangladesh Jute Research Institute.	Member
2.	Mr. A. Hashem General Manager (Field) Bangladesh Agriculture Development Corporation.	Member
3.	Mr. Md. Alam Manager, Programming, Field Wing Bangladesh Agriculture Development Corporation.	Observer
4.	Mr. Nazmul Huda Manager, Seed Processing, Bangladesh Agriculture Development Corporation.	Observer
5.	Mr. Md. Abu Isa Quality Control Officer Seed Certification Agency	Observer
6.	Mr. M.A. Quddus Principal Seed Certification Officer Seed Certification Agency	Member-Secretary

Agendum-I : Confirmation of the minutes of the last meeting of the technical Committee held on 4-7-81.

The Chairman opening the discussion, confirmed that all the actions on the decision of the 3rd meeting of the Technical Committee have been taken care of.

Agendum-II : Approval of Seed and Field Standards of different crops.

Standards of different crops, fixed by an Internal Technical Committee (Seed) were discussed in the last two meetings. All the standards of different crops were circulated to the members of the National Seed Board, the members of the Technical Committee, and to the Heads of the concerned divisions of BARI, Atomic Energy Commission and Agri-Versity, Mymensingh, for their views and comments. Subsequently, most of the concerned organizations in their respective memo expressed their views with affirmative, except General Manager (Field), BADC. The comments of the General Manager (Field), BADC were therefore, thoroughly discussed by the members present and ultimately, a decision was arrived at and the standards of different crops were accepted in principle with slight modifications in the Seed Standards of paddy, wheat and jute.

Decision : Seed and Field Standards of different crops, worked out by the internal Committee is accepted with slight modification, in the Seed Standards of paddy, wheat and jute as shown in appendix-A.

Agendum-III : Modification of the Evaluation Team formed by the National Seed Board.

The members present expressed their dissatisfaction to frequent pre-occupation of some of the members of the Team and felt that the Team should be reorganised for its better functioning in future. The Chairman suggested that there should be at least 3 members from each of the concerned organization instead of one with a leader in each organization. The organization intending to release a variety would inform the Team leader of the Evaluation Team, Mr. Alauddin siddique, Asstt. Director (Extension), Directorate of Agriculture (E&M), with a

copy to the leader of the member-organisations for Evaluation purpose. In case job inability, the leader of the member-organizations might sent any member from the panel of other members to perform Evaluation work on his behalf. The Member-Secretary then proposed that plant breeders might be included in the Evaluation Team. The Chairman and other members agreed with the proposal.

The members also felt that there should be framers' representative/s in the Evaluation Team whose services can be utilized during Evaluation to know the farmer's reaction for a particular crop variety to be released. The Member-Secretary also disclosed that this issue of inclusion of farmers' representative in the Evaluation Team was discussed in the last (14th) meeting of the National Seed Board. However, the members pointed that the farmers' representative/s should be selected from amongst the contract growers of BADC, and the General Manager (Field), BADC will send a list of contract growers zone-wise, taking one member from each zone, to the Member-Secretary for the purpose.

Decisions :

1) The Member-Secretary will collect names of 3 persons with a leader from each organization. He will also collect names of plant breeder/s from the concerned organizations.

2) A zone-wise list of contract growers, one member from each zone will be sent to the Member-Secretary, Technical Committee by the General Manager (Field), BADC.

After receiving the names of all members, the Member-Secretary will circulate those to all concerned.

Agendum- IV : Development of Seed Programme in Private Seeds.

This agendum could not be discussed in the meeting due to shortage of time. The Chairman suggested that this item could be taken in the next meeting.

The meeting ended with vote of thanks.

Approved :
Sd/-
(Kazi M. Badruddoza)
Executive Vice-Chairman
Bangladesh Agriculture Research Council
and
Chairman, Technical Committee

Sd/-
(M.A. Quddus)
Principal Seed Certification Officer
Seed Certification Agency
and
Member-Secretary
Technical Committee

APPENDIX-A

Seed Standard of Breeder, Foundation and Certified seed of Paddy, Wheat and Jute approved by the Technical Committee.

Sl No	Factor	Paddy			Wheat			Jute			Remarks
		Breeder	Foundation	Certified	Breeder	Foundation	Certifid	Breeder	Foundation	Certified	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pure seed (Minimum) a) Infested Seed (Maximum)	99.0% 0.0	96.0% 0.5%	94.0% 0.5%	99.0% 00.0	96.0% 0.2%	94.0% 0.2	99.0% 00.0	98.0% 0.2%	96.0% 0.2%	
2	Inert Matter (Maximum)	1.0%	3.0%	4.0%	1.0%	2.0%	3.0%	1.0%	1.0%	3.0%	
3	Other Seeds (Max:) a) Weed Seed Max	00.0 (00.0)	1.0% (8/kg.)	2.0% (10/kg)	00.0 (00.0)	2.0% (8/kg.)	3.0% (10/kg)	00.0 (00.0)	1.0% (20/kg)	1.0% (0.1%)	
4	Germination (Minimum)	80.00%	80.00%	80.00%	90.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	
5	Moisture content Max	12.0%	12.0%	12.0%	12.0%	12.0%	12.0%	8.0%	10.0%	10.0%	

APPENDIX-A (Continued)

Field Standard of paddy, wheat and jute approved by the Technical Committee.

Sl. No.	Factor	Paddy		Wheat		Jute		Remarks
		Foundation	Certified	Foundation	Certified	Foundation	Certified	
1	Isolation	3 yards	3 yards	3 yards	3 yards	60 yards	3 yards	
2	Other Varieties/ Off types	0.08%	0.8%	0.1%	0.5%	0.5%	1.00%	
3	Other Crops	0.1%	0.5%	0.5%	0.1%	-	-	
4	Objectionable weeds	0.01%	0.02%	0.03%	0.05%	-	-	
5	Plants affected by seed born disease	0.1%	0.5%	0.25%	0.5%	1.0%	3.0%	

APPENDIX-A (continued)

Seed Standard of Breeder, Foundation and Certified Seeds of Sunflower and Soybean approved by the Technical Committee.

Sl. No.	Factor	Sunflower			Soybean			Remarks
		Breeder	Foundation	Certified	Breeder	Foundation	Certified	
1	Pure Seed (Min)	98.00%	96.00%	94.00%	98.00%	98.00%	94.00%	
2	Inert Matter (Max)	1.00%	2.00%	4.00%	1.00%	2.00%	4.00%	
3	Other Seed (Max)	1.00%	2.00%	2.00%	1.00%	2.00%	2.00%	
4	Germination (Min)	85.00%	82.00%	80.00%	85.00%	83.00%	80.00%	
5	Moisture (Max)	9.00%	10.00%	10.00%	9.00%	10.00%	10.00%	

APPENDIX- A (Continued)

Field and Seed Standard of Potato approved by the Technical Committee.

Field Standard

A. General Requirements :

i) Isolation : A minimum allowable isolation distance of seed potato plot should be 100 feet from degenerate and local potato plot and 50 feet from other solanacious crops.

Specific Requirements :

i) A crop of seed Potato shall conform to the following requirements at the stage mentioned against each.

Sl. No	Factor	Stage	Maximum Permitted	Remarks
1	Off types/Other Varieties	-	0.2%	
2	Leaf roll Virus	1st Inspection 2nd Inspection	5.0% 2.0%	
3	Mosaic Virus	1st Inspection 2nd Inspection	2.0% 1.0%	
4	Late blight, bacterial ring rot and wart	-	Not allowed	
5	Other disease	-	2.0%	

Potato Tuber Standard

1. Seed potato tuber injured, cut, bruised or otherwise affected having secondary growth are not acceptable.
2. Varietal mixture in tubers should not exceed 0.2 percent.
3. The following 3 grades of potato seed are acceptable.

a) Potato tubers having diameter from 28 mm to 35 mm will be marked as grade-I
b) Potato tubers having diameter from 35 mm to 45 mm will be marked as Grade-II.
c) Potato tubers having diameter from 45 mm to 55 mm will be marked as Grade-III.

N.B. : Any problem arising out of observing standards may be reviewed time to time and suggest change if any.

APPENDIX-A (Continued)

Germination standards of vegetable seeds approved by the Technical Committee.

Sl. No.	Name of vegetable crops	Germination percentage	Remarks
1	Radish, garden pea, French bean, country bean, Barbate.	70	
2	Lettuce, Tomato, Onion, Watermelon, Jhinga, Bottle Gourd, Pumpkin, Wax Gourd, Cucumber, Muskmelon, Amaranths (Lalsak and data), Kang Kong, Chilies, Brinjal.	60	
3	Cauliflower, okra	65	
4	Palong-sak	-	
5	Sweet corn	75	

জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির পঞ্চম/৫ম সভার কার্যবিবরণী

Proceeding of the 5th meeting of the Technical Committee held on 5.12.81 at 10 A.M under the championship of Dr. Kazi M. Badruddaza, Executive Vice-Chairman, Bangladesh Agriculture Research Council and Chairman of the Technical Committee.

Members Present :

1. Dr. A. Ahmed Director, Seed certification Agency.	Special Invitee
2. Dr. M. Kashem Ali Director, Jute Seed Division Bangladesh Jute research Institute.	Member
3. Dr. M.S. Ahmed Acting Director, Bangladesh Rice Research Institute.	Member
4. Mr. Md. Fazlur Rahman Addl. Director of Agriculture. Directorate of Agriculture (E&M).	Representative
5. Mr. M.A. Khaleqe Project Director (Oil Seeds) Bangladesh Agriculture Research Institute.	Special Invitee
6. Mr. M. Alam Manager (Programming), Field wing Bangladesh Agriculture Dev. Corporation.	Representative
7. Mr. Mohammad Abu Isa Quality Control Officer, Seed Certification Agency.	Observer
8. Mr. M.A. Quddus Principal Seed Certification Officer Seed certification Agency.	Member-Secretary

Agendum-I : Confirmation of the minutes of the last meeting of the Technical Committee held on 11-9-81.

The Chairman opening the discussion confirmed that all actions on the decision of the 4th meeting of the technical Committee have been taken care of.

Agendum-II: Development of seed programme in private sector,

The initial thinking on this subject was to find out ways and means to develop the private sector seed programme with major crops like paddy and wheat. After thorough discussion, the Chairman and the members present expressed their views that the initiatives of private sector's seed programme with paddy and wheat in the prevailing circumstances would not serve the purpose because most the farmers and other parties might not come forward to undertake such type of programme. However, the Chairman and the members felt that such type of programme might at the beginning, be attempted only with the vegetable Seeds like radish, onion, spinach etc. which involve less land with minimum capital and inputs but give maximum benefit and hence the following decisions were taken :

Decision :

1. Attempt for Development of seed programme in the private sector may be started with the vegetable seeds only at the initial phase.
2. Steps might be taken by the Seed Certification Agency to initiate such programme and give wide publicity in the Radio, Television and National Dailies to invite the intended parties to be only an private certified vegetable seed growers and to receive available advice and assistance.

3. A detailed out-line is to be worked out in consultation with the representatives of private vegetable seed growers already in existence in the country to find out the mode of support and assistance to be provided and the Govt. may be moved accordingly.
4. The Seed Certification Agency will take necessary steps to register the private vegetable seed growers and certify their seeds as poor existing rules.

Agendum-III : Production programme of "Australian" variety of mustard by the BADC.

The Project Director, Oil seeds, BARI apprised the members that the BADC have claimed to introduce & multiply a variety of mustard in their own style by the name "Australian" which, infact resembles very much, the Sonali sharisha (SS-75). He apprehend about this " Australian" variety might be a collection by BADC from the plot in Brahmanbaria where the BARI has been conducting farmer field trial since 1977.

The BADC representative attending the meeting when requested by the members to explain their position on this verity failed to clarify the background of the verity; he just faintly stated that they embarked upon the production of this variety at the command of a higher authority. He had no knowledge about the origin or parentage of the variety.

The Technical Committee members expressed their strong views on BADC's activity of production and multiplication of a mustard variety in the name of "Australian" without having any record of genetic validity, or source of introductory. Such introduction must be avoided by an organization whose mandate is not to develop or introduce a variety. The Chairman further expressed his views that BADC is only assigned for multiplication and distribution of seeds, have no professional competence to introduce or release any crop variety, which is the function of the research institutions.

Decision :

1. BADC have no mandate to introduce of release any verity; hence they should refrain from such attempt/activity in future.
2. The disputed mustard variety, "Australian" may be treated as the same mustard variety SS-75.

The meeting ended with vote of thanks.

Approved :
Sd/-

(Dr. Kazi M. Badruddoza)
Executive Vice-Chairman,
Bangladesh Agriculture Research Council
and Chairman, Technical Committee.

(M. A. Quddus)
Principal Seed Certification Officer
Seed Certification Agency
and
Member-Secretary,
Technical Committee

জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ষষ্ঠ/৬ষ্ঠ সভার কার্যবিবরণী

Proceeding of the 6th meeting of the Technical Committee held on 21-8-82 at 9.30 am under the Chairmanship of Dr. Kazi M. Badruddaza, Executive Vice-Chairman, Bangladesh Agriculture Research Council and Chairman of the Technical Committee, National Seed Board in his chamber.

Members Present :

1.	Dr. A. Ahmed Director, Seed Certification Agency	Special Invitee
2.	Dr. M.S. Ahmad Associate Director Bangladesh Rice Research Institute	Representative
3.	Mr. A. Hashem General Manager (Field) Bangladesh Agriculture Development corporation	Member
4.	Dr. M. Eunus Associate Professor of Agronomy, BAU, Mymensingh	Special Invitee
5.	Mr.M.A. Khaleque Project Director (Oil Seeds) Bangladesh Agriculture Research Institute	Special Invitee
6.	Mr. Anwarul Kibria Joint Director (Oil Seeds)	Representative
7.	Dr. M. A Wahab Principal Scientific Officer (Pulses) Bangladesh Agriculture Research Institute	Representative
8.	Dr. M.A Gafur Associate Professor of Agronomy Bangladesh Agricultural University, Mymensingh	Observer
9.	Mr. Md. Samiruddin Project Director (Vegetable Seeds) Bangladesh Agriculture Development corporation	Observer
10.	Mr. Md. Abu Isa Quality Control Officer Seed Certification Agency	Observer
11.	Mr. M.A. Quddus Principal Seed Certification Officer,Seed Certification Agency	Member-Secretary

Agendum-I : Confirmation of the minutes of the last (5th) meeting of the Technical Committee held on 5-12-81.

In opening the discussion, it was confirmed that all the actions on the decisions of the last (5th) meeting of the Technical Committee have been taken.

Agendum-II : Development of Seed programme (Vegetable Seeds) in Private Sector.

As per decision of the 5th meeting of the Technical Committee, the Seed Certification Agency along with representatives from the BADC, Horticulture Development Board and representative from the private seed traders developed a proforma to survey the present status of vegetable seeds in the country and placed the same before the Technical Committee for discussion. After thorough discussion, the members suggest slight modification in the proforma and approved for further action.

Decisions :

1. The proforma developed by the Seed Certification Agency to survey the present status of vegetable seeds in the country has been approved (enclosed with appendix-I) with modifications.

2. The Seed Certification Agency will invite the intended parties/persons through different news media to receive the proforma from the member-secretary, Technical Committee, National Seed Board and Principal Seed Certification Officer, Seed Certification Agency, and re-submit the same after properly filling them up, for taking necessary action.
3. After receiving the information, the Seed Certification Agency would compile them and place before the Technical Committee for further action.

Agendum–III : Release of a new variety of Sunflower, Dwarf-Sunflower (DS-I)/ BASU-I evolved by the Bangladesh Agriculture Research Institute.

The first meeting of the Technical Committee held on 21-4-80 recommended for release of the above variety in small scale, with condition that BARI would go for large scale production only if the Evaluation report is favourable. Subsequently the variety has been evaluated by the Evaluation Team and the Team members submitted report in favour of release of the variety. This Committee agreed that variety should be released as the crop was a new one in Bangladesh and there is also no other standard variety in use in the country. The Committee members, however, suggested that BARI should extend the variety at farm level through the Directorate of Agriculture (E&M) to popularise sunflower cultivation in the country. The members also suggested that BARI should not take any step to release of any new variety of sunflower until its cultivation is popularized in the country and the crop starts expanding. Then the following decisions were taken :

Decisions :-

1. The sunflower variety, Dwarf-Sunflower (DS-I)/ BASU has been recommended for release as oil seed crop.
2. BARI will demonstrate the variety at farm level through the Directorate of Agriculture (E&M) to popularize sunflower cultivation in the country.
3. BARI will take no further step for release of any more variety of sunflower until sunflower cultivation is popularized and its expansion justifies.

Agendum-IV : Release of a mung bean variety "MUBARIK" evolved by the Agriculture Research Institute.

The BARI submitted application for release of a summer pulse variety of mung bean under the name "MUBARIK". Although the above variety has not been evaluated by the Evaluation Team, yet it was placed in the Technical Committee meeting on the request of the Director, BARI as a special case as the variety has received informal recognition from various sources. The Technical Committee members thoroughly discussed the variety and agreed on point that in view of urgency of providing a suitable summer pulse variety for country wide cultivation, the variety might be released provisionally. In the meantime the Evaluation Team must evaluate it so that formal expansion activity of the crop can be geared up, if the Evaluation Committee's report appear favorable. Then the following decisions were taken :

Decisions :

1. The mung bean variety "MUBARIK" is released provisionally.
2. BARI will get the variety, "MUBARIK" evaluated by the Evaluation Team in the next season and will go for large scale cultivation if finally recommended by the Technical Committee on the basis of Evaluation report.

Agendum-V : Release of a new rice variety, BAU-63 (Bharasa) evolved by the Bangladesh Agricultural University, Mymensingh.

The application for release of a new boro rice variety, BAU-63, (Bharasa) along with the Evaluation report were discussed in the meeting by the members present. Dr. Munsi Siddique Ahmed, Associate Director, BRRI raised important questions on some characters of the variety as mentioned in the application form, specially on the pathogencity and draught tolerance habit. Dr. M. Eunus, Associate professor and representative of BAU gave his point of views on the questions. However, the Chairman and other members present opined that since the Evaluation Team recommended the variety and there are reports of its good field performance the variety BAU-63 might be released provisionally subject to condition that BAU would arrange trial of the above

variety in the next season to establish scientifically the pathocity and draught tolerance as claimed by the author against doubts raised by Dr. Munsi Siddique Ahmmed. They would also give trial of the variety for growing in Aus season too. After trial, BAU would again apply for final release of the variety through usual procedure. The following decisions were taken :

Decisions :

1. The variety, BAU-63 (Bharasa) is released provisionally.
2. The BAU will arrange trial of the variety in the next season to clearly establish pathogene city & draught tolerance. BAU will also undertake trial of the variety for growing in Aus season.
3. After completion of the above mentioned trials, BAU will apply in due course for final release of the variety through usual procedure.

Meeting ended with vote of thanks.

Approved :
Sd/

(Dr. Kazi M. Badruddoza)
Chairman
Technical Committee
and
Executive Vice-Chairman
Bangladesh Agriculture Research Council

(M.A. Quddus)
Principal Seed Certification Officer
Seed Certification Agency
and
Member-Secretary
Technical Committee.

(পরিশিষ্ট-১)

উন্নতমানের শাকসব্জী বীজ উৎপাদনকারী ও বীজ ব্যবসায়ীদের বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যতের আগ্রহ যাচাইয়ের সমীক্ষা

বাংলাদেশের খাদ্য সমস্যা সমাধান করিতে হইলে প্রধান খাদ্য শস্য ধান, গম ইত্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে শাকসব্জী উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা আবশ্যক। বর্তমানে দেশে চাহিদার তুলনায় শাক-সব্জীর উৎপাদন যথেষ্ট কম। কি কি উপায় অবলম্বন করিলে এই শস্যের উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইতে পারে এখন তাহা বিশেষভাবে চিন্তাভাবনা করিয়া দেখার সময়। বিশেষজ্ঞদের মতে এই লক্ষ্যে উন্নত চাষাবাদ প্রণালীর সাথে সাথে উন্নত মানের তথা প্রত্যায়িত বীজ ব্যবহার করা এক অন্যতম প্রধান উপায়। দেশের শাক-সব্জীর বীজ উৎপাদনকারী ও বীজ ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে এই শস্য-বীজের উৎপাদন ও সরবরাহ কতদূর বৃদ্ধি করা যায় সেই সম্বন্ধে একটি সমীক্ষা করা আশু প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে শাক-সব্জী বীজ উৎপাদনকারী ও বীজ ব্যবসায়ীদের বর্তমান অবস্থা, আগ্রহ ও প্রয়োজনীয় সাহায্য যাচাইয়ের প্রয়োজন মনে করিয়া তাহাদিগকে নিম্নবর্ণিত ছকে বিস্তারিত তথ্যাদি ..... তারিখের মধ্যে পরিচালক, বীজ অনুমোদন সংস্থা, ৪নং তেস্তরী বাজার, ঢাকা-১৫ এর দপ্তরে পৌঁছানোর জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

১। নাম, পিতার নাম ও ঠিকানা----------

২। আপনি শাক-সব্জী বীজ উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ী/উৎপাদনকারী/ব্যবসায়ী
(যেটি প্রযোজ্য তাহাতে টিক দিন।)

৩। বীজ উৎপাদনকারী হইলে ঃ

ক) প্রতি বৎসর কি কি শাক-সব্জি উৎপাদন করেন .....

খ) কত পরিমাণ জমিতে উক্ত শাক-সব্জী বীজ উৎপাদন করেন .....

গ) কত পরিমাণ শাক-সব্জী বীজ উৎপাদন করেন (ফসল ওয়ারী) .....

ঘ) আপনার উৎপাদিত বীজ কি নিজে চাষীদের মধ্যে বিক্রয় করেন অথবা বীজ ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রয় করিয়া দেন.....

ঙ) এই কর্মসূচীতে আপনাকে অন্তর্ভুক্ত করিলে আপনার কি ধরনের সাহায্য/সহযোগীতা প্রয়োজন....

৪। শুধুমাত্র শাক-সব্জী বীজ ব্যবসায়ী হইলে ঃ

ক) প্রতিষ্ঠান বা দোকানের নাম ----------

খ) দেশে উৎপাদিত শাকসব্জী বীজ ক্রয়-বিক্রয়ের বিবরণ (গত তিন বৎসরের)----------

গ) বিদেশ হতে আমদানীকৃত শাকসব্জী বীজের ক্রয়-বিক্রয়ের বিবরণ (গত তিন বৎসরের)----------

ঘ) নিজে কি আমদানী করেন অথবা অন্য আমদানীকারকের নিকট হতে গ্রহণ করিয়া বিক্রয় করেন ----------

ঙ) নিজে বীজ আমদানীকারক হইলে কোন দেশ হইতে প্রতি বৎসর কি পরিমাণ শাকসব্জী বীজ আমদানী করেন, ফসল ভিত্তিক তার বিববরণ নিম্ন ছকে দিন (গত তিন বৎসরের) ----------

ক্রঃ নং	সন	বীজের নাম	মোট আমদানীর পরিমাণ	যে দেশ হতে আমদানী করা হয়	মোট বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ

চ) এই কর্মসূচীর মাধ্যমে বীজ ব্যবসায়ের জন্য কি ধরনের সাহায্য ও সহযোগিতা প্রয়োজন .....

৫। আপনি নিজে বীজ উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ী হইলে উপরোক্ত ৩নং ও ৪নং অনুচ্ছেদ উভয় পূরণ করিয়া পাঠাইবেন।

দস্তখত
বীজ উৎপাদনকারী
অথবা বীজ ব্যবসায়ী
অথবা বীজ উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ী।

জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির সপ্তম/৭ম সভার কার্যবিবরণী

Proceedings of the 7th meeting of the Technical Committee held on 3.1.83 at 5 pm under the Chairmanship of Dr. Kazi M. Badruddoza, Executive Vice-Chairman, Bangladesh Agricultural Research Council and Chairman of the Technical Committee, National Seed Board in his chamber.

Members Present :

1. Dr. M. Kashem Ali Director, Jute Seed Division Bangladesh Jute Research Institute	Member
2. Mr. A.K.M Anwarul Kibria Joint Director Field Services Division Department of Agricultural Extension	Representative
3. Dr. A.J.M. Azizul Islam Head, Agronomy Division Bangladesh Rice Research Institute	Represenentative
4. Mr. M.A. Quddus Principal Seed Certification Officer Seed Certification Agency	Member-Secretary

Agendum– I : Confirmation of the minutes of the last (6th) meeting of the Technical Committee held on 21-8-82.

In opening the discussion, it was confirmed that all the actions on the decisions of the last (6th) meeting of the Technical Committee have been taken.

Agendum- II : Reconstitution of the Evaluation Team.

With the permission of the chair, the Member-Secretary initiated the discussion on this agendum. In doing so, he apprised and explained to the Committee members that the existing Evaluation Team leader, Mr.Alauddin Siddique had not been working satisfactorily, as a result of which a number of crop varieties of different research organizations could not be released. The Committee members were further apprised that the Team members were also not working well on time. Hearing the prevailing situation with the existing Evaluation Team, the house unanimously felt that the present Team should be reconstituted and reorganized. As such all the Committee members agreed that Mr. Anwarul Kibria, Joint Director, Field Services Division, Department of Agricultural Extension should act as new Team leader, Evaluation Team of the Technical Committee as already suggested by the Director, Field Services Division, Department of Agricultural Extension, vide his memo no. Ext 5-6-79/8091 (3) dt. 4.10.82.

In respect of reorganizing the Team members, the Chairman suggested that a panel, consisting as many as ten members from each of the disciplines like (i) Plant Breeding, (ii) Agronomy, (iii) Plant Pathology, (iv) Entomology, (v) Agricultural Extension and (vi) Field wing of BADC and Field Wing of SCA be formed with his approval. All the Committee members accepted this suggestion of the Chairman. It was felt that this broad list of the Team membership will ensure drawing services of the enlisted members to join the Evaluation Team as and when necessary if the notice is given by the Member-Secretary quite in advance.

Decisions : i) Mr. A.K.M Anwarul Kibria will henceforth act as leader, Evaluation Team.

ii) A panel from each of the disciplines as mentioned above with 10 (ten) members in each panel will be formed with the approval of the Chairman, Technical Committee.

Agendum III : Development of seed programme (Vegetable Seeds).

While initiation the discussion on this agendum, the Member Secretary informed the house that 33 persons procured the proforma (already developed and approved by the Committee) from the office of Seed Certification Agency out of which 15 (fifteen) persons submitted these duly filled in. Under this situation,

Member-Secretary desired to know what steps he could take on this issue. The Chairman suggested that the officer of Seed Certification Agency under the guidance of the Member-Secretary should make an analysis of the information contained in the proforma given by each of the Seed Producers/Seed Producer cum Traders etc. and put up in the next meeting. Seed Certification Agency should also make on the spot inquiry of each respondent to verify the genuineness to the facts and figures furnished in the proforma. All the Committee-members supported the views of the Chairman.

Decisions :

i) Member-Secretary will prepare an analytical report on the basis of the information furnished in the proforma submitted by 15 (fifteen) Seed Growers/Seed Growers-cum-Trader etc.

ii) Member-Secretary with the assistance and cooperation of the officers of seed Certification Agency will make on the spot inquiry and verification on the facts and figures given in the proforma submitted.

Approval :
Sd/
(Dr. Kazi M. Badruddoza)
Chairman
Technical Committee
and
Executive Vice- Chairman
Bangladesh Agricultural Research Council.

(M.A Quddus)
Member-Secretary
Technical Committee and
Principal Seed Certification Officer
Seed Certification Agency

জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির অষ্টম/৮ম সভার কার্যবিবরণী

Proceeding of the 8th meeting of the Technical Committee held on 15-3-83 at 3 P.M. under the Chairmanship of Dr. Kazi M. Badruddoza, Executive Vice-Chairman, Bangladesh Agricultural Research Council and Chairman of the Technical Committee, National Seed Board, in his chamber.

Members Present :

1.	Dr. A. Ahmed Director, Seed Certification Agency.	Special Invitee
2.	Dr. M. S. Ahmad Associate Director Bangladesh Rice Research Institute.	Representative
3.	Mr. Md. Nazmul Huda Manager, Seed Processing & Preservation Division, BADC.	Representative
4.	Mr. Md. Abdul Latif Director-in-charge, Jute Seed Division, BJRI.	Representative
5.	Mr. M. H. Mondal Associate Director Bangladesh Agriculture Research Institute.	Representative
6.	Dr. A.K.M. Amzad Hossain Principal Scientific Officer (C&V), Bangladesh Agriculture Research Institute.	Special Invitee
7.	Dr. Seiko Tasaki Vegetable Expert Citrus & Vegetable Seed Research Centre Bangladesh Agriculture Research Institute.	Special Invitee
8.	Mr. Abdur Razzaque Principal Scientific Officer (C&V), Bangladesh Agriculture Research Institute.	Special Invitee
9.	Dr. Sufi Mohiuddin Ahmed Projcet Director Wheat Research Centre Bangladesh Agriculture Research Institute.	Special Invitee
10.	Dr. L. D. Butler Wheat Expert, CIMMYT- Bangladesh.	Special Invitee
11.	Mr. A.K.M Anwarul Kibria Team Leader, Evaluation Team, and Joint Director of Agriculture (F.S.D)	Special Invitee
12.	Mr. M. A. Quddus Principal Seed Certification Officer Seed Certification Agency.	Member- Secretary

Agendum-I : Confirmation of the minutes of the last (7th) meeting of Technical Committee held on 51-83.

In opening the discussion, it was confirmed that all the actions on the decisions of the last (7th) meeting of the Technical Committee have been followed up.

Agendum-II: Release of 4 (four) new wheat varieties BAW-18, BAW-28, BAW-39, BAW-43 evolved by the Bangladesh Agricultural Research Institute.

With the permission of the chair, the Member-Secretary initiated the discussion on the agendum. He apprised the members that BARI had submitted applications for the release of 4 (four) varieties of wheat viz.

BAW-18, BAW-28, BAW-39 & BAW-45. He gave an outline on the salient features and characteristics of these varieties and also read out a paper of Dr. S. Rajan, Head, Bread wheat Breeding Programme, CIMMYT, Mexico, who very much appreciated on the performance of these wheat varieties. All members then participated in the discussion on the question of release of those varieties. During the discussion, Dr. Munsi Siddique Ahmed pointed out that the varieties were so similar that the farmers might not be able to identify each other. So the Breeder should supply some identifying characteristics of the varieties. He also raised the question that the breeder although claimed those varieties as moderately resistance to diseases, but they did nqt show any test result. The Member-Secretary pointed out that no year-wise yield result were given in the applications, due to which no comparative information on yield date against a check variety was available. The leader of the Evaluation Team informed the house, as the crop was still in the field no evaluation could be made on yield component. But he informed the house that the field performance of the 4 (our) varieties were found to be excellent showing even no sign of diseases. The Team Leader also pointed out that except BAW-39 the other 3 varieties were found in farmers fields as well as in the govt farmes. The Chairman expressed his opinion that we need to replace Sonalika as soon as possible as this variety is found susceptible to rust. These new varieties are more or less similar to Sonalika in grain color and grain size. The Chairman further suggested that the present proforma of application form should be modified to accommodate the yield data of a crop variety. The members present unanimously supported the views and suggestion of the Chairman. The house then recommended for provisional release of those 4 (four) wheat varieties with a suggestion to release those varieties finally on receipt of the required information as pointed out in the discussion.

Decisions:

1. All these 4 (four) varieties of wheat are recommended for provisional release keeping in mind to release them finally on getting the required information from the sponsoring organization.
2. The applicant should submit yield data as soon as the crop is harvested.
3. The Seed Certification Agency should supply a modified proforma for furnishing the required yield information on crop varieties.
4. Each of the members should be provided with a copy of the Evaluation report, so as to facilitate them to participate in the discussion of the meeting effectively.

Agendum – III : Release of vegetable varieties Taski San Mula-1 and Gima Kalmi developed by Citrus & Vegetable Seed Research Centre, BARI, Joydebpur, Dhaka.

A. Tasaki San Mula- 1

The BARI applied for release of a new radish variety named Tasaki San Mula-1. The members present discussed thoroughly about the performance of this variety. The Team leader of Evaluation Team visited the plots of this variety and expressed his satisfactory. But he told the house that as the seed was yet to be harvested, he could not say about the seed formation. Questions were also raised about the popular name of this variety. However, the Chairman gave his opinion that the same name may be retained and the members accepted his suggestion.

Decision : This variety is recommended for release in the given popular name.

B) Gima Kalmi

Discussions were made on the application for release of Gima Kalmi, a new variety of Kang Kong. The members expressed their satisfaction about this variety. The report of the Evaluation Team is also in favour of release of this variety.

Decision : The variety Gima Kalmi is recommended for final release.

Agendum-IV : Release of a mustard variety M-248 developed by Brassica Breeding Project, BAU, Mymensingh.

On this agendum, Member-Secretary informed the house that the organization responsible for evolving this variety did not submit the application forms necessary for the purpose. Although the Team Leader of

Evaluation Team along with his members visited the crops at several locations, but he could not submit the evaluation report before holding this meeting to Technical Committee. The Team Leader declared that the crop was very good in the on-farm trial as well as on the farmers plot. The members opined that without application forms, no decision could be taken. They suggested that the organization should be advised to submit the application forms duly filled in.

Decision : 1. BAU, Mymensingh may be asked to submit necessary application form for release of this variety.

Agendum - V : Miscellaneous.

During discussion on this agendum the house unanimously decided that the application form for release of a variety should be signed by the head of an organization and not by the Breeder himself. It was suggested by the Chairman that proforma for application might be further developed for facilitating the sponsoring organization of crop varieties to fill up those in such a manner by which a clear picture about the yielding ability of the variety proposed for release is obtained.

The meeting ended with vote of thanks.

Approved :

Sd/-
(Dr. Kazi M. Badruddoza)
Chairman
Technical Committee
&
Executive Vice-Chairman
Bangladesh Agricultural Research Council.

(M.A. Quddus)
Member-Secretary
Technical Committee
&
Principal Seed Certification Officer
Seed Certification Agency.

জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির নবম/৯ম সভার কার্যবিবরণী

Proceeding of the 9th meeting of the Technical Committee held on 30-06-83 at 11a.m under the Chairmanship of Dr. Kazi M. Badruddoza, Executive Vice-Chairman, Bangladesh Agricultural Research Council & Chairman of the Technical Committee, National Seed Board in the office room of the Principal, Bangladesh Agricultural College, Dhaka.

Member Present :

1. Dr. Kazi M. Badruddoza Executive Vice-Chairman Bangladesh Agricultural Research Council.	Chairman
2. Dr. M. Kashem Ali Director, Jute Seed Division Bangladesh Jute Research Institute	Member
3. Mr. Abul Hashem General Manager (Field) Bangladesh Agricultural Development Corporation.	Member
4. Dr. M. S. Ahmed Associate Director Bangladesh Rice Research Institute.	Representative
5. Mr. A. K. M. Anwarul Kibria Joint Director of Agril. Extension (FSD)	Representative
6. Dr. Noor Mohammad Head (In-charge), Plant Breeding. Bangladesh Rice Research Institute.	Special Invitee
7. Dr. Lutfur Rahman Associate professor Dep't. of Genetics & Plant Breeding. Bangladesh Agricultural University, Mymensingh.	Special Invitee
8. Mr. M. A. Quddus Principal Seed Certification Officer Seed Certification Agency.	Member-Secretary

Agendum-I : Confirmation of the minutes of the last (8th) meeting of the Technical Committee held on 15-03-83.

In opening up of the discussion it was confirmed that all the actions on the decisions of the last (8th) meeting of the Technical Committee, National Seed Board have been taken.

Agendum–II : Release of 4 (four) rice varieties developed by BRRI, Joydebpur, Dhaka.

With the permission of the chair, the Member-Secretary informed the house that BRRI has submitted applications for the release of 4 (four) varieties of Rice-viz. BR-12 (Moyna), BR-14 (Gazi), BR-15 (Mohini) and BR-16 (Shahi Balam).

In short he explained the important characteristics of those varieties and next invited all the members and special invitee to take part on the discussion of the varieties. All the members then participated in the discussion for the possible release of these varieties. Dr. Munsi Siddique Ahmed, Associate Director, BRRI on request of Member-Secretary gave an outline on the salient features & characteristics of the varieties, such as yield, growth habit & quality of rice and more particularly he mentioned that the varieties are more resistant to BLB & RTV than the check varieties. At this stage one of the members pointed out that none of these four varieties has been evaluated by the Evaluation Team. Member-Secretary informed the house that it was so i.e. the varieties have not been evaluated due to negligence of the Team Leader, but for that reason BRRI should not

suffer. Chairman & Member-Secretary suggested that the evaluating Team may evaluate the varieties during the current Aus & the next Boro seasons in the farmers' fields. All members supported this view & gave their opinion as to the provisional release of the varieties pending the final release after fulfilling the conditions of Evaluation as mentioned in the meeting.

Decisions : All the 4 (four) varieties of Rice viz. BR-12 (Moyna), BR-14 (Gazi), BR-15 (Mohini) & BR-16 (Shahi Balam) are recommended for provisional release keeping in mind to release them finally after getting the evaluation report from the Evaluation Team.

Agendum III : Release of mustard variety M-248 developed by Bangladesh Agricultural University, Mymensingh.

The application for release of a new Mustard variety, M-248 along with the evaluation report were discussed in the meeting by the members present. During discussion Member-Secretary informed the house that the popular name of the variety proposed for the second time by BAU could not be accepted as there is one rice variety by the same name. Dr. Lutfur Rahman, Associate professor, Department of Genetics & plant breeding, Bangladesh Agricultural University and representative of the same University at this point informed the house that Bangladesh Agricultural University has suggested another name "shambal" & requested if that name could be accepted. The house unanimously accepted this name & gave the opinion that the variety may be recommended for its final release.

Decision : 1. The Mustard variety, M-248 (Shambal) is recommended for final release.

Agendum –IV : Modification of the application form.

As per decision of the 8th meeting of the Technical Committee meeting held on 15-3-83 for slight modification of the application form (proforma) for variety release, Member-Secretary suggested that "The standard yield-trial results should exhibit the yield data of the crop cultivar in question year & location-wise against a standard variety covering the results of 1-2 years" be inserted within bracket against the Sl.5, Part-II of the application form. The house unanimously accepted this suggestion.

Decision : 1. The Para " The standard yield-trial results should exhibit the yield data of the crop cultivar in question year & location wise against a standard variety covering the results of 1-2 years" be inserted within bracket against the Sl.5, Part-II of the Application Form.

Agendum V : Miscellaneous.

During discussion, on this agendum Member-Secretary apprised the Committee members that BARI according to the decisions of the last (8th) meeting submitted the following information on their wheat varieties :

i) The yield-trial results of the varieties for 2 years.
ii) The popular name of the wheat varieties viz. (i) BAW- 39 (Barkat) and (ii) BAW-43 (Akbar).
iii) The details of pathological test of the varieties.

The members being apprised of this information gave their approval for the final release of all 4 varieties of wheat.

Decision : The all 4 varieties of wheat viz. BAW-18 (Ananda), BAW-28 (Kanchan), BAW-39 (Barkat) & BAW-43 (Akbar) are recommended for final release.

The meeting ended with vote of thinks to the chair.

(M.A. Quddus)
Member-Secretary
Technical Committee, National Seed Board
and
Principal Seed Certification Officer
Seed Certification Agency
Joydebpur, Dhaka.

জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির দশম/১০ম সভার কার্যবিবরণী

Proceeding of the 10th meeting of the Technical Committee, National Seed Board held on 12-10-83 at 03-00 p.m. under the Chairmanship of Dr. Kazi M. Badruddoza, Executive Vice-Chairman, Bangladesh Agril. Research Council & Chairman of the Technical Committee, National Seed Board in his office chamber.

MEMBERS PRESENT

1.	Dr. Kazi M. Badruddoza Executive Vice-Chairman Bangladesh Agril. Research Council.	Chairman
2.	Mr. Md. Shahidul Islam Director of Agril. Extension (FSD)	Member
3.	Mr. Abul Hashem General Manager (Field) Bangladesh Agril. Development Corporation.	Member
4.	Dr. M.S Ahmed Associate Director Bangladesh Rice Research Institute.	Representative
5.	Mr. Mohammad H. Mondol Associate Director (Res.), B.A.R.I.	Representative
6.	Mr. Abdul Latif Deputy Director of Jute Seed division Bangladesh Jute Research Institute.	Representative
7.	Mr. Abdur Razzaque P.S.O & Head, Citrus & Vegetable Seed Research Centre.	Special Invitee
8.	Mr. M.A. Quddus Principal Seed Certification Officer, Seed Certification Agency.	Member-Secretary

Agendum-1 : Confirmation of the minutes of the last (9th) meeting of the Technical Committee held on 30-6-83.

In opening up of the discussion it was confirmed that all the actions on the decisions of the last (9th) meeting of the Technical Committee, National Seed Board have been taken.

Agendum -II : Release of guava variety, Kazi PIARA-I evolved by Citrus and Vegetable Seed Research Centre, B.A.R.I.

With the permission of the chair, the Member-Secretary informed the house that B.A.R.I. has submitted the application for the release of the gava variety, Kazi PIARA -I. In short he explained the important characteristics of the variety Kazi PIARA-I. Next he invited all the members and special invitee to take part on the discussion for the possible release of the variety. All the members participated on the discussion. Mr, Abdur Razzaque, P.S.O & Head, Citrus & Vegetable Seed Research Centre, B.A.R.I. on request of Member-Secretary gave an outline on the salient features & characteristics of the variety. In doing so, he informed the house that the fruit of this new guava variety is quite big and with few soft seeds and crispy taste. He further mentioned that no serious pests and diseases were noticed in the variety. At this stage, one of the members pointed out no-clear information was furnished as to the planting time of the variety. On this issue, Chairman, T.C suggested that this information and other agronomic information could be supplied by Citrus & Vegetable Seed Research Centre, B.A.R.I. in the form of a literature for the crop which would be useful for the Directorate of Agril. Extension (F.S.D) for the purpose of doing extension work with the crop variety. All members supported this view of the Chairman. During this discussion, member-Secretary apprised the members of the house that the performance of the variety in question has been evaluated by the Evaluation Team. The report of the Team indicates that this is a very good guava variety in comparison with the indigenous one & was in favor of

recommending the variety for its release. At the end, all the members present unanimously agreed that this variety might be recommended for its final release.

Decisions : 1. The guava variety, Kazi PIARA-I is recommended for final release.
1. A literature on this guava variety be prepared by Citrus and Vegetables Seed Research centre, B.A.R.I for the use of the Department of Agril. Extension (F.S.D)

Agendum- III : Release of two vegetable varieties Gikur sak (Kuroba) & Sai Sak (Saishin) evolved by Citrus & Vegetable Seed Research Centre, BARI.

The applications for the release of two vegetable varieties- Gikur Sak and Sai Sak along with the evaluation report were discussed in the meeting by the members present. All the members discussed thoroughly on the performance of these two leafy vegetable varieties. It is understood that the Team Leader, Evaluation Team visited the vegetable plots with his team members and observed the good performance of the crops and gave their views for the release of the two vegetable varieties. At this stage, few members raised objection on the proposed popular name of the varieties as "Gikur Sak" & "Sai Sak". Other members joined hands with them and said that they also did not like these popular names. Chairman, Technical Committee at this point suggested that B.A.R.I should submit new names of the varieties and send their proposal to the Member-Secretary, Technical Committee within a week and thereafter a meeting be held in the office chamber of Dr. M.S. Ahmed, Associate director, B.R.R.I for taking a decision on the proposed new popular names of the vegetables varieties. The house supported the suggestive views of the Chairman, Technical Committee. The house further gave their consent as to the recommendation for the final release of these two leafy vegetable varieties.

Decisions : 1. New popular name for the two vegetable varieties be proposed and sent to Member-Secretary, Technical Committee.
2. A meeting be held in the room of the Associate Director B.R.R.I. for taking a decision on the proposal for new names of the vegetable varieties.
3. Both the vegetable varieties are recommended for final release subject to the availability of the new popular names of the varieties.

Agendum – IV : Selection of a temporary Team Leader, Evaluation Team of Technical Committee, National Seed Board.

Member-Secretary of the Technical Committee informed the house that the present Team Leader, Mr. A.K.M. Anwarul Kibria, Joint Director of Agril. Extension (F.S.D.) has left the country for about three months. It is expected that he will come back in country in the last week of November/1983. So, a Team Leader may be selected on temporary basis for the smooth functioning of the Technical Committee. Chairman & Member-Secretary, T.C suggested that among the senior team members, Dr. Sharfat H. Khan, Principal, College of Agril. Sciences, Shalna, Dhaka may be selected as Team Leader, Evaluation Team on temporary basis. The suggestion was accepted by the house.

Decision : Dr. Sharfat H. Khan, Principal, College of Agril. Sciences, Shalna, Dhaka be selected as Team Leader, E.T. on temporary basis.

The meeting ended with vote of thanks from the chair.

(M.A. Quddus)
Member-Secretary
Technical Committee, National Seed Board
and Principal Seed Certification Officer
Seed Certification Agency

NATIONAL SEED BOARD OF BANGLADESH

PART I : TECHNICAL INFORMATION OF A NEW VARIETY

1. Name and address of the organization responsible for the development of new variety.
Bangladesh Agricultural Research Institute (BARI), Joydebpur, Gazipur.

2. a) Botanical name of the crop to which the new variety belongs : *Triticum aestivum*

b) Station No. 1) Central Station
2) Regional Station
3) Sub-Station.

c) Proposed popular name :

3. Origin of the variety/cultivar :

A. a) Pure line selection :
b) Name and genetic stock:
c) No. of the pure line
d) Source of the pure line :

B. a) Introduction :
b) Country of origin :
c) Other particulars if any :
(in case of vegetatively propagated materials)
d) Original station no.

C. a) Hybridization : Hybridization (Done in Pakistan)
b) Parentage : Inia / Son64-P4160E x Son 64
Pk 6841-2A-IA/-0A

জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির একাদশ/১১তম সভার কার্যবিবরণী

১২-১১-৮৪ তারিখ বিকেল ৪-০০ ঘটিকায় ডঃ কাজী এম, বদরুদ্দোজা, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ এর সভাপতিত্বে জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ১১ তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় নিম্নলিখিত সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

ক)	ডঃ মোহাম্মদ এইচ, মন্ডল পরিচালক (গবেষণা), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট	প্রতিনিধি
খ)	জনাব মাজহারুল হক অতিরিক্ত পরিচালক (ফিল্ড সার্ভিস), কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ।	"
গ)	ডঃ মোঃ আঃ আজিজ মিয়া প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা প্রজনন বিভাগ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট।	"
ঘ)	ডঃ মোঃ আঃ করিম ভারপ্রাপ্ত পরিচালক, ইক্ষু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট।	বিশেষ আমন্ত্রিত সদস্য
ঙ)	ডঃ সুফী মহিউদ্দিন আহমেদ প্রকল্প পরিচালক (গম) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট।	"
চ)	জনাব এম. খালেক প্রকল্প পরিচালক (তৈল বীজ) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট।	"
ছ)	ডঃ মুনসী সিদ্দীক আহমদ পরিচালক, বীজ অনুমোদন সংস্থা।	পর্যবেক্ষক
জ)	ডঃ এম, সাজাহান পরিচালক ইক্ষু উন্নয়ন ও গবেষণা।	"
ঝ)	জনাব মোঃ আঃ গফুর খান প্রধান বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তা বীজ অনুমোদন সংস্থা।	সদস্য-সচিব

আলোচ্য বিষয়-১ : কারিগরি কমিটির দশম সভার কার্যবিবরণী ও সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অনুমোদন।

শুরুতেই সভাকে অবহিত করা হয় যে, ১২-১০-৮৩ তারিখে অনুষ্ঠিত কারিগরি কমিটির দশম সভার কার্যবিবরণী কমিটির সকল সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট বিতরণ করা হইয়াছে এবং উক্ত সভার সিদ্ধান্তসমূহ অনুমোদন করার জন্য পেশ করা হয়। ইহাতে কেহ কোন আপত্তি প্রকাশ করেন নাই। সুতরাং উক্ত সভার কার্যবিবরণী ও সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অনুমোদন করা যাইতে পারে। অতঃপর দশম সভার কার্যবিবরণী ও সিদ্ধান্তসমূহ অনুমোদিত হয়।

আলোচ্য বিষয়-২ : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউটের গম গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক উদ্ভাবিত নতুন গম জাত বি এ ডব্লিউ-৩৮(BAW-38) এর অনুমোদন।

সভাপতির আদেশক্রমে সদস্য-সচিব কারিগরি কমিটি সভাকে জানান যে, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত নতুন গম জাত বিএডব্লিউ- ৩৮ (BAW-38) এর অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের ছকপত্র পূরণ করিয়া দাখিল করিয়াছেন। তিনি আরও জানান এই জাতটির এখন পর্যন্ত মূল্যায়ন টিম কর্তৃক মূল্যায়ন করা হয় নাই। এ বিষয়ে উপস্থিত সকল সদস্য ও বিশেষ আমন্ত্রিত সদস্যগণকে উক্ত জাতের অনুমোদনের ব্যাপারে আলোচনায় অংশগ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ কল্পে সদস্যগণ আলোচনায় অংশগ্রহন করেন। পরে তিনি সংশ্লিষ্ট ব্রিডারকে নুতন জাতের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করিবার জন্য অনুরোধ জানান।

উক্ত অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে ডঃ সুফী মহিউদ্দিন আহমেদ, প্রকল্প পরিচালক (গম), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট বলেন, এই জাতটি CIMMYT International Nursery Lines হইতে নির্বাচন করিয়া নিজস্ব খামারে প্রায় ৫ বৎসর যাবৎ পরীক্ষা নিরীক্ষার পর দেখা যায় এই জাতটির গাছগুলি সোজা Stiff strawed, সেচ ও সেচবিহীন দুই ভাবেই চাষাবাদ করা যায় এবং সকল রাষ্ট (Rust) প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন। বি এ ডব্লিউ-৩৮ (BAW-38) পাকিস্তানে পাঞ্জাব-৮১ নামে অনুমোদিত। পাঞ্জাব-৮১ (Panjab-81) এর বীজ আমদানীর সুপারিশ করা যাইতে পারে।

তখন সভাপতি বলেন, যেহেতু কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট এই জাতটির বহুদিন যাবৎ পরীক্ষা নিরীক্ষা করিতেছে এবং সন্তোষজনক ফল পাইতেছে, সেহেতু বিএডব্লিউ- ৩৮ (BAW-38) কে ব্যাপক পর্যবেক্ষণে রাখিবার জন্য পাঞ্জাব-৮১ এর বীজ আমদানীর সুপারিশ করা যাইতে পারে। তবে বি এ ডব্লিউ-৩৮ (BAW-38) মূল্যায়ন টিম কর্তৃক মূল্যায়নের পর পরবর্তী সভায় অনুমোদনের জন্য পুনরায় পেশ করা যাইতে পারে। তখন উপস্থিত সকল সদস্যই ইহাতে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্তঃ ক) গম জাত বিএডব্লিউ-৩৮ (BAW-38) কে ব্যাপক পর্যবেক্ষণের জন্য শুধুমাত্র এই বৎসর পাঞ্জাব-৮১ এর বীজ আমদানীর সুপারিশ করা হইল।

খ) এই মৌসুমে বিভিন্ন লোকেশনে পরীক্ষামূলক প্লট স্থাপন করিয়া মূল্যায়নের পর পুনরায় জাতীয় বীজ বোর্ডের ছকপত্র পুরণ পূর্বক কমিটির সভায় দাখিল করিতে বলা হইল।

আলোচ্য বিষয়-৩ ঃ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত চারটি ধান জাত যথা-ময়না (বিআর-১২), গাজী (বিআর-১৪), মোহিনী (বিআর-১৫) ও শাহী বালাম (বিআর- ১৬) এর অনুমোদন।

সদস্য-সচিব, কারিগরি কমিটি সভাকে অবহিত করেন যে, ৩০-০৬-৮৩ তারিখে অনুষ্ঠিত কারিগরি কমিটির নবম সভায় বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত চারটি ধান জাত যথা : ময়না (বিআর-১২), গাজী (বিআর-১৪), মোহিনী (বিআর-১৫) ও শাহী বালাম (বিআর-১৬) এর সাময়িক অনুমোদনের সুপারিশ করা হইয়াছিল। তখন বলা হইয়াছিল যে, কারিগরি কমিটির মূল্যায়ন দল কর্তৃক বোরো মৌসুমে মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করিয়া ইহার চূড়ান্ত অনুমোদনের সুপারিশ করা হইবে। ইতিপূর্বে উল্লেখিত জাত সমূহের সাময়িক অনুমোদনের সুপারিশ অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় পেশ করা হইলে তখন বলা হয় সাময়িক অনুমোদন বলিয়া কিছু থাকিবে না।

পরবর্তীকালে মূল্যায়ন রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যায় গাজী (বিআর-১৪) এর জীবন কাল অল্প হওয়ার কারণে কৃষকদের নিকট আকর্ষণীয় হইতে পারে। সকল জাতই (Sheath rot and stem rot) রোগাক্রান্ত দেখা যায় এবং উভয় রোগই বোরো ও আউশ মৌসুমে ফুল আসার পরে দেখা দেয় এবং ফলনের তেমন ক্ষতি করে না। মূল্যায়ন রিপোর্ট সন্তোষজনক বলা যাইতে পারে। তখন সভাপতি উল্লেখিত রোগ দুইটির ক্ষতিকরণ সমন্ধে জানিতে চাইলে ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউটের প্রতিনিধি বলেন এই রোগ দুইট কোন মারাত্মক কিছু নয়। তাহা ছাড়া ধান গবেষনা ইনষ্টিটিউটের উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক রোগ দুইটি নিয়া বিশ্লেষণ করিয়া হইয়াছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সভাপতি বলেন উল্লেখিত সকল ধান জাতগুলির অনুমোদনের সুপারিশ করা যাইতে পারে। ইহাতে উপস্থিত সকল সদস্যই একমত হন।

সিদ্ধান্তঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত চারটি ধান জাত যথা : ময়না (বিআর-১২), গাজী (বিআর-১৪), মোহিনী (বিআর-১৫) এবং শাহী বালাম (বিআর-১৬) এর অনুমোদনের সুপারিশ করা হইল।

আলোচ্য বিষয়-৪ ঃ ইক্ষু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ইক্ষু জাত আইএসডি-১৭ (ISD-17) এর অনুমোদন।

কারিগরি কমিটির সদস্য-সচিব ইক্ষু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত আইএসডি-১৭ (ISD-17) এর মূল্যায়ন রিপোর্ট সহ অনুমোদনের ব্যাপারে উপস্থিত সকল সদস্য ও বিশেষ আমন্ত্রিত সদস্যগণকে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করেন। শুরুতে তিনি এই নতুন জাত সম্পর্কে বক্তব্য রাখিতে গিয়া বলেন, দলনেতা, মূল্যায়ন দল কর্তৃক এই জাতটির মূল্যায়ন করা হইয়াছে।

উক্ত রিপোর্টে দেখা যায় এই জাতটি চাষী পর্যায়ে পরীক্ষা করা হয় নাই। তবে বিভিন্ন মিল জোনে পরীক্ষা করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া ইহা উচ্চ অংকুরোদগম ক্ষমতা সম্পন্ন, ফুল বিহীন, Red rot রোগ প্রতিরোধক এবং চিনির পরিমাণ অন্যান্য জাতের চেয়ে তুলনামূলকভাবে বেশী। ইহার গুণাগুণ সন্তোষজনক। ইহাতে সকল সদস্যই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। কেহ কোন আপত্তি প্রকাশ করেন নাই। বিশদ আলোচনার পর সভাপতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলেন ইক্ষুতে Red rot একটি মারাত্মক রোগ। যদি ইহার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ও অন্যান্য গুণাগুণ ভাল থাকে তবে অনুমোদনের সুপারিশ করা যাইতে পারে। উপস্থিত সকল সদস্যই সর্বসম্মতিক্রমে ইহাতে একমত হন।

সিদ্ধান্তঃ ইক্ষু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ইক্ষুজাত আইএসসি-১৭ (ISD-17) এর অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হইল।

আলোচ্য বিষয়-৫ ঃ বিএআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত চিনা বাদাম জাত ডিএম-১ (DM-1) এর অনুমোদন।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত চিনা বাদাম জাত ডিএম-১ (DM-1) এর অনুমোদনের জন্য ইহার মূল্যয়ন রির্পেট সহ উপস্থিত সকল সদস্যগণকে নিয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনা কল্পে সদস্য-সচিব, কারিগরি কমিটি সভাকে অবহিত করেন যে, এই জাতটির মূল্যায়ন জনাব নবিউল হক রিকাবদার, আঞ্চলিক পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ, ময়মনসিংহ অঞ্চল, ময়মনসিংহ কর্তৃক মূল্যায়ন করা হইয়াছে। তিনি রিপোর্টে সাথী ফসল (Inter crop) হিসাবে বেশ উপযোগী বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

কিন্তু এ ব্যাপারে কোন ফলাফল ছকপত্রে উল্লেখ করেন নাই। তাহা ছাড়া কারিগরি কমিটির প্রকৃত দলনেতা কর্তৃক মূল্যায়ন করা হয় নাই। সুতরাং পুনরায় ইহার মূল্যায়নের প্রয়োজন রহিয়াছে।

এ বিষয়ে বিএআরআই'র তৈল বীজ বিভাগের প্রকল্প পরিচালক জনাব এম, এ, খালেক উক্ত জাত সম্বন্ধে বলেন, এই জাতটি খুব খাট, সময়কাল অল্প, সাথী ফসল হিসাবে বেশ উপযোগী এবং প্রতি বাদামে তিনটি বীজ থাকে। বিস্তারিত আলাপ আলোচনার পর সভাপতি মত প্রকাশ করেন যে, বিএরআরআই'র তৈল বীজ বিভাগ পুনরায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে চাষীদের উপযোগী এলাকা নির্ধারণ করিবে এবং উল্লেখিত অঞ্চলে খরিফ মৌসুমে চাষাবাদ করিলে Cropping pattern এর কোন পরিবর্তন করিতে হইবে কি না তাহাও পরীক্ষা করিবে। কারিগরি কমিটির সঠিক দলনেতা কর্তৃক মূল্যায়নের পর বিস্তারিত তথ্য সহ কমিটির পরবর্তী সভায় পেশ করিবে। ইহাতে উপস্থিত সকল সদস্যগণই একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্তঃ ক) চিনাবাদাম জাত ডিএম-১ (DM-1) এর চাষাবাদের এলাকা নির্ধারণের জন্য বিভিন্ন লোকেশনে পরীক্ষা করিতে বলা হয়।

খ) খরিফ মৌসুমে চাষাবাদ করিলে Croping pattern এর কোন পরিবর্তন করিতে হইবে কি না তাহা পর্যবেক্ষন করিবে।

গ) মূল্যায়ন দল কর্তৃক মূল্যায়নের পর পুনরায় জাতীয় বীজ বোর্ডের ছকপত্র পূরণ করিয়া বিস্তারিত তথ্যসহ কমিটির সভায় পেশ করিবার জন্য বলা হয়।

সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানাইয়া সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষর ঃ
(মোঃ আবদুল গফুর খান)
সদস্য-সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও প্রধান বীজ প্রত্যায়ন কর্মকর্তা
বীজ অনুমোদন সংস্থা।

স্বাক্ষর ঃ
(ডঃ কাজী এম, বদরুদ্দোজা)
সভাপতি
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ।

জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির দ্বাদশ/১২তম সভার কার্যবিবরণী

২১-৭-৮৫ ইং তারিখ দুপুর ১২-০০ ঘটিকায় ডঃ ইকরামুল এহ্সান, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ এর সভাপতিত্বে জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ১২তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় নিম্নলিখিত সদস্য, বিশেষ আমন্ত্রীত সদস্য ও পর্যবেক্ষক উপস্থিত ছিলেন।

১) ডঃ এম এ মান্নান মহা-পরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট।	সদস্য
২) জনাব এ কে এম, আনোয়ারুল কিবরিয়া পরিচালক (ফিল্ড সার্ভিস), কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ।	"
৩) জনাব আবুল হাসেম মহা-ব্যবস্থাপক (বীজ), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন।	"
৪) ডঃ নূর মোহাম্মদ মিয়া প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট।	বিশেষ আমন্ত্রীত সদস্য
৫) ডঃ আবদুল হামিদ প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট।	"
৬) ডঃ এম এম রশিদ পরিচালক, আলু গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট।	"
৭) জনাব কে,এম, ফরহাদ উদ্দিন উপ-পরিচালক (অর্থকারী ফসল শাখা), কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ।	পর্যবেক্ষক
৮) জনাব মোঃ আবদুল গফুর খান প্রধান বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তা, বীজ অনুমোদন সংস্থা।	সদস্য-সচিব

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ কারিগরি কমিটির ১১তম সভার কার্য্যবিবরণী ও সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অনুমোদন।

শুরুতেই সভাকে অবহিত করা হয় যে, ১২-১১-৮৪ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত কারিগরি কমিটির ১১তম সভার কার্য্যবিবরণী সকল সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠান সমূহের নিকট বিতরণ করা হইয়াছে। সুতরাং উক্ত সভার কার্য্যবিবরণী ও সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অনুমোদন করা যাইতে পারে। কার্য্যবিবরণী অনুমোদন করার পূর্বে ১১তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিএডব্লিউ (BAW-38) গম জাতের মূল্যায়ন সম্পর্কে জানিতে চাহিলে মূল্যায়ন দলের দলনেতা সভাকে জানান, যে সমস্ত সদস্য নিয়া মূল্যায়ন দল গঠন করা হইয়াছিল তাঁহাদের সকলের নিকট হইতে মূল্যায়ন রিপোর্ট না পাওয়ায় উক্ত গম জাতের মূল্যায়ন রিপোর্ট দাখিল করিতে বিলম্ব হইতেছে। তবে তিনি আশা ব্যক্ত করিয়া বলেন যে, তাঁহাদের সকলের নিকট থেকে মূল্যায়ন রিপোর্ট পাওয়া মাত্রই কমিটির সদস্য-সচিবের নিকট প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দাখিল করা হইবে।

চিনাবাদাম জাত ডি এম-১ (DM-1) এর মূল্যায়ন সম্পর্কে জানিতে চাওয়া হইলে দলনেতা সভাকে জানান, এ পর্যন্ত দলের সদস্যদের নিকট হইতে ৩টি রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে। উক্ত জাতটি খরিপ মৌসুমে চাষাবাদের প্রয়োজন রহিয়াছে বিধায় সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ এ ব্যাপারে বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্রে পরীক্ষামূলক প্লট স্থাপন করিয়া মূল্যায়ন দলের দলনেতাকে জাতটির মূল্যায়নের জন্য অনুরোধ করিবেন। অতঃপর বিশদ আলোচনার পর ১১তম সভার কার্য্যবিবরণী ও সিদ্ধান্তসমূহ অনুমোদিত হয়।

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত নতুন ধান জাত হাসি (বিআর-১৭), শাহজালাল (বিআর-১৮) ও মংগল (বিআর-১৯) এর অনুমোদন।

কমিটির সদস্য-সচিব সভাকে জানান যে, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ৩টি নতুন ধান জাত অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের ছকপত্র পুরণ করিয়া দাখিল করা হইয়াছে। তিনি আরো জানান, এই ৩টি জাতই মূল্যায়ন দল কর্তৃক মূল্যায়ন করা হইয়াছে এবং হাওর এলাকায় চাষাবাদের জন্য অনুমোদনের সুপারিশ করিয়াছে। এ বিষয়ে উপস্থিত সকল সদস্য ও বিশেষ আমন্ত্রিত সদস্যগণকে উক্ত জাতের অনুমোদনের ব্যাপারে আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করেন এবং সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদকে নতুন জাতগুলির বৈশিষ্ট সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করার জন্য আহ্বান করেন।

উক্ত অনুরোধের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউটের উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগের প্রধান ডঃ নূর মোহাম্মদ মিয়া সভাকে জানান হাসি (বিআর-১৭) জাতটি বিআর-৮ ও বিআর-৯ হইতে লম্বা। বীজ বপনের ৫০ দিন পর চারা ২৫-৩০ সেঃ মিঃ লম্বা হয়। ষ্ট্যান্ডার্ড জাত আশা (বিআর-৮) হইতে ১০ দিন আগে পাকে। পরিপক্ক অবস্থায় উজ্জ্বল খড় বর্ণের মাঝারি দানা হইয়া থাকে।

শাহজালাল (বিআর-১৮) জাতটি আশা (বিআর-৮) হইতে লম্বা। নিশান গাতা (Flag leaf) খাট ও চেপ্টা। ইহা কান্ডের সংগে ৯০° কোন (Angle) উৎপন্ন করিয়া থাকে। জাতটি মাড়াই করিতে সহজ এবং পরিপক্ক অবস্থায় মাঠ দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর।

মংগল (বিআর-১৯) জাতটি আশা (বিআর-৮) ও সুফলা (বিআর-৯) হইতে বেশী ফলন দিয়া থাকে। দানা বিআর-৮ হইতে ভাল। নিশান পাতা (Flag leaf) খাট এবং পরাগায়নের পর কান্ডের সাথে প্রশস্ত কোণ (Angle) গঠন করে। সিলেটের হাওর এলাকায় আকস্মিক বন্যা দেখা দেয় বিধায় এই তিনটি জাত অন্যান্য উফশী ধান জাতের চেয়ে লম্বা বেশী থাকায় কেবল মাত্র হাওর এলাকার জন্য বোরো মৌসুমে চাষাবাদের উপযোগী। ইহাতে সভাপতি মত প্রকাশ করেন যে, যেহেতু তিনটি জাতই বিআর-৮ ও বিআর-৯ হইতে লম্বা ও দানার মান (Grain quality) ভাল সেহেতু উল্লেখিত তিনটি জাতেরই সিলেটের হাওর এলাকায় চাষাবাদের জন্য অনুমোদনের সুপারিশ করা যাইতে পারে। উপস্থিত সকল সদস্যই এই বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

অত্র সভায় ইতিপূর্বে যে সমস্ত জাত জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন হইয়াছে, তাহাদের কার্য্যকারীতা নিয়া আলোচনা হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে সভাপতি বলেন যে, অনুমোদিত বিভিন্ন ফসলের কার্য্যকারিতা অনুসন্ধানের জন্য বীজ অনুমোদন সংস্থা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় গবেষণা প্রতিষ্ঠান সমূহের খামারে পরীক্ষামূলক প্লট স্থাপন করিয়া অনুমোদিত জাতের কার্য্যকারিতা পর্যবেক্ষণ করিয়া উহার প্রতিবেদন জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় পেশ করা যাইতে পারে।

সিদ্ধান্তঃ ক) বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ৩টি ধান জাত যথা- হাসি (বিআর-১৭), শাহজালাল (বি আর-১৮) এবং মংগল (বিআর-১৯) এর সিলেটের হাওর এলাকায় বোরো মৌসুমে চাষাবাদের জন্য অনুমোদনের সুপারিশ করা হইল।

খ) অনুমোদিত বিভিন্নি ফসলের কার্য্যকারিতা দেখার জন্য সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় তাহাদের খামারে পরীক্ষামূলক প্লট স্থাপন করিয়া পর্য্যবেক্ষণের জন্য বীজ অনুমোদন সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়ার সুপারিশ করা হইল।

আলোচ্য বিষয়-৩ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ৩টি নতুন মিষ্টি আলুর জাত কমলা সুন্দরী (AIS-0122-2) তৃপ্তি (TINIRINING) এবং কৃষক সখা (BNAS-White) এর অনুমোদন।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ৩টি মিষ্টি আলু জাত যথা- কমলা সুন্দরী (AIS-0122-2) তৃপ্তি (TINIRINING) এবং কৃষক সখা (BNAS-White) এর অনুমোদনের ব্যাপারে উহাদের মূল্যায়ন রিপোর্টসহ উপস্থিত সকল সদস্য ও বিশেষ আমন্ত্রিত সদস্যদের মধ্যে আলোচনা হয়। আলোচনার শুরুতেই কারিগরি কমিটির সদস্য-সচিব সংক্ষেপে জাতগুলির বৈশিষ্ট বর্ণনা করিতে গিয়া বলেন যে, উল্লেখিত ৩টি জাতের মধ্যে কমলা সুন্দরীতে কেরোটিন বেশী, রং আকর্ষণীয় এবং কাঁচা খাইতে সুস্বাদু। তৃপ্তি আলু জাতের রং ও আকার উভয়ই অন্যান্য স্থানীয় জাতের তুলনায় বেশী আকর্ষণীয়। কৃষক সখা যদিও ফলনে বেশী, জাম্বু টাইপ, আকারে বড়, আলুর ওজন ১ কেজির বেশী, তবে আকার আকৃতি অসমান ও আকর্ষণীয় নয়। পরে তিনি আলু গবেষণা কেন্দ্রের প্রকল্প পরিচালককে নতুন জাতগুলির বৈশিষ্ট সম্পর্কে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করেন।

উক্ত অনুরোধের প্রেক্ষিতে কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউটের আলু গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক ডঃ এম,এম, রশিদ বলেন, কমলা সুন্দরী কেরোটিন সমৃদ্ধ। কচি পাতা/শাখা প্রশাখাতে ভিটামিন-সি রহিয়াছে। আলুর আকার, ছাল এবং আশেঁর রংগের জন্য অন্যান্য স্থানীয় জাতের চেয়ে তুলনামূলকভাবে ইহা অত্যন্ত আকর্ষণীয়। এই জাতটি কোন মারাত্মক রোগ বালাই দ্বারা আক্রান্ত হয় না। তৃপ্তি জাতটির আলু বড়, ছাল সাদা ও শাঁস দুধের সরের মত। কচি পাতা/ শাখা প্রশাখায় কেরোটিন এবং ভিটামিন-সি সমৃদ্ধ। ইহার রং এবং আকার উভয়ই আকর্ষণীয় ও উচ্চ ফলনশীল। এই জাতটিও মারাত্মক রোগ বালাই দ্বারা আক্রান্ত হয় না। কৃষক সখা আকারে বড় এবং ফলন বেশী দিলেও ইহার আকার-আকৃতি অসমান ও আকর্ষণীয় নয়। আকর্ষণীয় রং, আকার ও উচ্চ ফলনের জন্য কমলা সুন্দরী এবং তৃপ্তি জাত দুইটি কৃষকদের নিকট জনপ্রিয় হইতে পারে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে সভাপতি বলেন, কমলা সুন্দরী (AIS-0122-2) ও তৃপ্তি (TINIRINING) জাত দুইটি অনুমোদনের সুপারিশ করা যাইতে পারে এবং কৃষক সখার (BNAS-White) আকার ও রং আকর্ষণীয় করার জন্য বাছাই এর প্রয়োজন। এই জাতটির আরও পর্য্যবেক্ষণে রাখার জন্য বলা যাইতে পারে।

সিদ্ধান্তঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ৩টি নতুন মিষ্টি আলুর জাতের মধ্যে কমলা সুন্দরী (TSS-0122-2) এবং তৃপ্তি (TINIRINING) জাত দুইটির অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হইল এবং কৃষক সখা (BNAS-White) জাতটির আকার ও রং আকর্ষণীয় করার জন্য সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রজননবিদকে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হইল।

আলোচ্য বিষয়-৪ ঃ মূল্যায়ন দলের দলনেতার দায়িত্ব পালনে অপরাগতা এবং নতুন দলনেতা নির্বাচন।

সদস্য-সচিব, কারিগরি কমিটি সভাকে জানান যে, ৩-১-৮৩ তারিখে অনুষ্ঠিত কমিটির ৭ম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জনাব এ,কে,এম আনোয়ারুল কিবরিয়া, তৎকালীন যুগ্ম-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগকে দলনেতা নির্বাচন করা হইয়াছিল। বর্তমানে তিনি ফিল্ড সার্ভিস শাখার পরিচালকের দায়িত্ব পালন করায় তাঁহার পক্ষে দলনেতার কাজ চালানো সম্ভব নয় বলিয়া জানাইয়াছেন। কাজেই তাঁহাকে মূল্যায়ন দলের দলনেতা হইতে অব্যহতি দেওয়া যাইতে পারে এবং কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগে কার্যরত যে কোন উচ্চ পদস্ত কর্মকর্তাকে ব্যক্তি হিসাবে মনোনয়ন না দিয়া পদাধিকার অনুসারে মনোনয়ন দান করার বিষয়ে কমিটি বিবেচনা করিতে পারে। এই বিষয়ে সভায় বিশদ আলোচনা হয় এবং নিম্নে উল্লেখিত সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সভায় আরও বলা হয় যে, ইতিপূর্বে মূল্যায়ন দল গঠনের জন্য যে সদস্য তালিকা তৈয়ারী করা হইয়াছিল এ বিষয়েও আলোচনা হয়। আলোচনায় প্রকাশ পায় যে, পূর্বে গঠিত তালিকায় সকল সদস্যদেরকে ব্যক্তি হিসাবে রাখা হইয়াছিল। ইহাতে মূল্যায়ন কাজে অসুবিধার সৃষ্টি হওয়ায় এখন হইতে পদাধিকার অনুসারে নতুন সদস্য তালিকা তৈয়ার করা যাইতে পারে। এবং BRRI, BARI, BJRI, BINA, BAU, SRTI, BADC, DAE এবং SCA প্রভৃতি সংস্থাসমূহ হইতে সদস্য রাখা যাইতে পারে। এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্তঃ ক) জনাব এ কে এম আনোয়ারুল কিবরিয়া, পরিচালক (ফিল্ড সার্ভিস), কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগকে মূল্যায়ন দলের দলনেতা হইতে অব্যহতি দেওয়া হইল এবং এখন হইতে অতিরিক্ত পরিচালক (ফিল্ড সার্ভিস), কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগকে পদাধিকার বলে নুতন দলনেতা নির্বাচন করা হইল।

খ) BRRI, BARI, BJRI, BINA, BAU, SRTI, BADC, DAE এবং SCA প্রভৃতি সংস্থাসমূহ হইতে সদস্য নিয়া একটি নতুন তালিকা তৈয়ার করা হইবে।

আলোচ্য বিষয়-৫ ঃ নতুন জাত মূল্যায়নের ব্যাপারে মূল্যায়ন দল গঠন।

কমিটির সদস্য-সচিব উপস্থিত সকল সদস্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলেন লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, কোন নতুন জাতের মাঠ মূল্যায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদের পক্ষ হইতে মূল্যায়ন দলের দল নেতার কাছে অনুরোধ আসার পরও সময়মত মাঠ মূল্যায়ন করিতে বিলম্ব করে। ইহাতে অনেক ফসলের পরীক্ষামূলক প্লট নষ্ট হইয়া যায় বা কর্তন করিতে হয়। আবার অনেক সময় প্রজননবিদ নিজে মূল্যায়ন দল গঠন করিয়া মাঠ মূল্যায়ন করিয়া থাকেন। ইহাতে মূল্যায়ন কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে সভাপতি মত ব্যক্ত করেন যে, মূল্যায়ন দলের দল নেতা কর্তৃক যদি কোন ফসলের মাঠ মূল্যায়ন করিতে বিলম্ব হয়, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ বিষয়টি জরুরী ভিত্তিতে কারিগরি কমিটির সভাপতি এবং সদস্য-সচিবকে গোচরীভূত করিবেন। তবে মাঠ মূল্যায়নের জন্য কমপক্ষে ১ মাস পূর্বে দলনেতাকে মূল্যায়নের জন্য অনুরোধ জানাইয়া চিঠি দিবেন। ইহাতে উপস্থিত সকল সদস্য একমত হইয়া থাকেন। আলোচনান্তে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্তঃ কারিগরি কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত দলনেতা ব্যতীত কেহ মূল্যায়ন দল গঠন করিতে পারিবে না এবং মূল্যায়নের বিলম্ব হেতু সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ বিষয়টি জরুরী ভিত্তিতে কমিটির চেয়ারম্যান ও সদস্য-সচিবের গোচরীভূত করিবেন।

আলোচ্য বিষয়-৬ ঃ বিবিধ।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ভূট্টার ৪টি, তুলার ২টি, মুগের ২টি এবং ছোলার ১টি মোট ৯টি জাতের অনুমোদনের জন্য কমিটির সভায় উত্থাপিত হয় এবং টমেটোর ৩টি জাতের NSB ছকপত্র পুরণ করিয়া দাখিল করা হইয়াছে বলিয়া সভায় জানানো হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে সভাপতি বলেন, সময়ের স্বল্পতা হেতু এই বিষয়ে এখন আলোচনা করা সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে আগষ্ট/৮৫ মাসের ২য় সপ্তাহে কমিটির পরবর্তী সভা অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত সভায় উল্লেখিত জাতগুলির অনুমোদনের ব্যাপরে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে। অতঃপর উপস্থিত সকল সদস্যই এই বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

সভাপতি সাহেব সকলকে ধন্যবাদ জানাইয়া বেলা- ২.০০ ঘটিকায় সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষর ঃ
(মোঃ আবদুল গফুর খান)
সদস্য-সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও প্রধান বীজ প্রত্যায়ন কর্মকর্তা
বীজ অনুমোদন সংস্থা।

স্বাক্ষর ঃ
(ডঃ ইকরামুল হোসেন)
সভাপতি
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ।

জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ত্রয়োদশ/১৩ তম সভার কার্যবিবরণী

১১-৮-৮৫ ইং তারিখ দুপুর ১২-০০ ঘটিকায় ডঃ ইকরামুল এহ্সান, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ এর সভাপতিত্বে জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ১৩তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় নিম্নলিখিত সদস্য, বিশেষ আমন্ত্রিত সদস্য ও পর্যবেক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন।

১)	ডঃ মতলুবুর রহমান, মহা পরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট।	সদস্য
২)	ডঃ মোঃ মাইছের আলী, পরিচালক (পাট বীজ বিভাগ), বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনষ্টিটিউট।	"
৩)	জনাব আবুল হাসেম, মহা-ব্যবস্থাপক (বীজ), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন।	"
৪)	জনাব আব্দুল লতিফ, অতিরিক্ত পরিচালক (ফিল্ড সার্ভিস), কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ	প্রতিনিধি
৫)	ডঃ আঃ হামিদ, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট।	সদস্য
৬)	ডঃ এ,কে,এম, আমজাদ হোসেন, বিভাগীয় প্রধান, উদ্যানতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট।	"
৭)	ডঃ মুনসী সিদ্দীক আহমদ, পরিচালক, বীজ অনুমোদন সংস্থা।	পর্যবেক্ষক
৮)	জনাব মোঃ মফিজুল হক, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (সবজী শাখা)	"
৯)	জনাব মোঃ আব্দুল গফুর খান, প্রধান বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তা, বীজ অনুমোদন সংস্থা।	সদস্য-সচিব

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ কারিগরি কমিটির ১২তম সভার কার্য্যবিবরণী (Proceedings) অনুমোদন।

সভাপতির অনুমতিক্রমে সদস্য-সচিব সভাকে অবহিত করেন যে, ২১-৭-৮৫ তারিখে অনুষ্ঠিত কারিগরি কমিটির ১২তম সভার কার্য্যবিবরণী সকল সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠান সমূহের নিকট বিতরণ করা হইয়াছে। সুতরাং উক্ত সভার কার্য্যবিবরণী অনুমোদন করা যাইতে পারে। কার্যবিবরণী অনুমোদন করার পূর্বে ১২তম সভার আলোচ্য বিষয় ২ (খ) এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অনুমোদিত বিভিন্ন ফসলের কার্য্যকারীতা দেখার জন্য বীজ অনুমোদন সংস্থাকে যে দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছিল সে বিষয়ে সভায় উপস্থিত জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য-সচিব ও পরিচালক, বীজ অনুমোদন সংস্থা আপত্তি প্রকাশ করেন এবং বলেন বীজ অনুমোদন সংস্থার তেমন কোন সুযোগ সুবিধা না থাকায় এ মুহূর্তে উক্ত দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনান্তে নিম্ন লিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অতঃপর ১২তম সভার কার্য্যবিবরণী অনুমোদিত হয়।

সিদ্ধান্তঃ অনুমোদিত জাতের কার্য্যকারীতা দেখার জন্য সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠান তাহাদের নিজস্ব খামারে অঞ্চল ভিত্তিক পরীক্ষামূলক প্লট স্থাপন করিয়া কারিগরি কমিটির মূল্যায়ন দলের দলনেতাকে পর্যবেক্ষণের জন্য অনুরোধ করিবে। দলনেতা অনুমোদিত জাতের কার্য্যকারীতা পর্যবেক্ষণ করার পর কারিগরি কমিটির সদস্য-সচিবের নিকট রিপোর্ট পেশ করিবে।

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ কারিগরি কমিটির ২১-৭-৮৫ তারিখে অনুষ্ঠিত ১২তম সভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন।

ক) সদস্য-সচিব সভাকে জানান, ২১-৭-৮৫ তারিখে অনুষ্ঠিত কারিগরি কমিটির ১২তম সভায় জনাব এ,কে,এম আনোয়ারুল কিবরিয়া (ফিল্ড সার্ভিস শাখা), কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগকে মূল্যায়ন দলের দলনেতা হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে এবং অতিরিক্ত পরিচালক (ফিল্ড সার্ভিস শাখা) কে পদাধিকার বলে নতুন দলনেতা নির্বাচন করা হইয়াছে। এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলকে উক্ত বিষয়ে অবহিত করার পর কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের পক্ষ হইতে জানানো হয় যে, জনাব মাজহারুল হক, অতিরিক্ত পরিচালক (ফিল্ড সার্ভিস শাখা), কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগকে মূল্যায়ন দলের দলনেতা হিসাবে যে চিঠি দেওয়া হইয়াছিল তাহা আংশিক সংশোধন পূর্বক পুনরায় সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

খ) BRRI, BARI, BJRI, BINA, BAU, SRTI, BADC, DAE এবং SCA প্রভৃতি সংস্থা হইতে সদস্য নিয়া একটি নতুন সদস্য তালিকা তৈয়ারী করিয়া অনুমোদনের জন্য কমিটির সভায় পেশ করা হয়। উপস্থিত সকল সদস্যই উক্ত তালিকাটি অনুমোদনের ব্যাপারে মত প্রকাশ করেন এবং সভাপতি কর্তৃক তাহা অনুমোদিত হয়। অতঃপর মূল্যায়ন দল গঠন এবং যথাসময়ে রিপোর্ট প্রদান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনায় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত সমূহ গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্তঃ ১) কোন নতুন জাতের মাঠ মূল্যায়ন করার পর উহার রিপোর্ট ৩ সপ্তাহের মধ্যে কারিগরি কমিটির সদস্য-সচিবের নিকট অবশ্যই প্রেরণ করিতে হইবে।

২) দলনেতা অনুমোদিত সদস্য তালিকার ৫টি বিভাগ হইতে কমপক্ষে ১জন করিয়া সদস্য নিয়া মূল্যায়ন দল গঠন করিবেন। যদি কোন সদস্য মূল্যায়ন কাজে যোগদান করিতে অসমর্থ হন তবে তিনি প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারিবেন। মাঠ মূল্যায়ন করার পর দলনেতা সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্যদের রিপোর্ট সদস্য-সচিবের নিকট পেশ করিবেন এবং উহা বৈধ বলিয়া ধরিয়া নেওয়া হইবে।

৩) সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ মাঠ মূল্যায়নের অনুরোধের সংগে নতুন জাতের সনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করিয়া দলনেতাকে অবহিত করিবেন। গঠিত মূল্যায়ন দলকে দলনেতা উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ অবহিত করিবেন যাহাতে মূল্যায়ন দল সহজে নতুন জাতের বৈশিষ্ট্যসমূহ পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারে এবং রিপোর্ট তৈয়ার করিয়া দলনেতার নিকট পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পেশ করিতে পারে।

আলোচ্য বিষয়-৩ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ভূট্টার ৪টি জাত বিএম-১ (BM-1), বিএম-২ (BM-2), বিএম-৩ (BM-3), ও বিএম-৪ (BM-4), তুলার ২টি জাত বিসি-১ (BC-1) ও বিসি-২ (BC-2), মুগবিনের ২টি জাত এমবি-১ (MB-1) ও এমবি-২ (MB-2) এবং ছোলার ১টি জাত বারি ছোলা -১ (BARI Sola-1) এর অনুমোদন।

কমিটির সদস্য-সচিব সভাকে জানান যে, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ৪টি ভূট্টা, ২টি তুলা, ২টি মুগবিন এবং ১টি ছোলা মোট ৯টি নতুন জাতের অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের ছকপত্র পুরণ করিয়া দাখিল করা হইয়াছে। তিনি আরও জানান, উল্লেখিত ৯টি জাতেরই কারিগরি কমিটির বৈধ দলনেতা কর্তৃক মূল্যায়ন করা হয় নাই। এ বিষয়ে সভায় উপস্থিত সকল সদস্য, আমন্ত্রিত সদস্য এবং প্রতিনিধিগণকে উক্ত জাতগুলির অনুমোদন এর ব্যাপারে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করেন। ইহাতে সকল সদস্যই আলোচনায় অংশ নেন। আলোচনায় বলা হয় সকল ফসলের জাতগুলির মূল্যায়ন রিপোর্ট বৈধ দলনেতার পক্ষ হইতে না আসায় সকলেই অনুমোদনের বিপক্ষে মত প্রকাশ করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে কমিটির সদস্য-সচিব উল্লিখিত জাতগুলির মূল্যায়ন রিপোর্ট সংগ্রহের ব্যাপারে প্রাক্তন দলনেতার সংগে যোগাযোগ করিবেন। দলনেতা যদি যথাসময়ে রিপোর্ট প্রদানে ব্যর্থ হয় তাহা হইলে পূর্বের প্রাপ্ত রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়া আগামী মাসের ১ম সপ্তাহে সভা আহ্বান করা যাইতে পারে।

সিদ্ধান্ত: ১) বাংলাদেশে কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউটকে ভূট্টার ৪টি, তুলার ২টি, মুগবিনের ২টি, ছোলার ১টি মোট ৯টি জাতের অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের ছকপত্র যথাযথ ভাবে পুরণ করিয়া জনপ্রিয় নামসহ পুনরায় কারিগরি কমিটির সদস্য-সচিবের নিকট দাখিল করিতে বলা হইল।

২) কারিগরি কমিটির সদস্য-সচিব প্রাক্তন দলনেতার সংগে যোগাযোগের মাধ্যমে উল্লিখিত সকল জাতের মূল্যায়ন রিপোর্ট সংগ্রহ করিবে। প্রাক্তন দলনেতা উল্লিখিত জাতের মূল্যায়ন রিপোর্ট প্রদানে ব্যর্থ হইলে পূর্বে প্রাপ্ত রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়া জাতগুলির অনুমোদনের সুপারিশ করা হইবে।

৩) এখন হইতে জাতীয় বীজ বোর্ডে ছকপত্র দাখিলের সময় ছকপত্রের ২য় অংশে নিম্নলিখিত বিবরণাদি উল্লেখ করিতে হইবে।

1) Who will produce the foundation and certified seeds? whether consent of the seed producer obtained.

2) When DAE will be able to undertake the demostration of the variety in farmers fields in collaboration with the variety developing organisation and how many demonstrations ?

3) A leaflet (draft) has to be enclosed with the proforma about the variety on the following points (in Bangla).

a) History of development of the variety.
b) Identifying characters.
c) Merits of the variety over the existing varieties.
d) Cultivation procedure (Seed to seed).
e) Pests (disease and insect) to which resistant and susceptible and control measure.
f) Cropping pattern.
g) Regional performance.

আলোচ্য বিষয়- ৪ ঃ **বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত টমেটো জাত মানিক (TM 0076), রতন (TM 0073) এবং পিংকী (TM 0109) এর অনুমোদন।**

কমিটির সদস্য-সচিব সভাকে অবহিত করেন যে, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট নতুন ৩টি টমেটো জাতের অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের ছকপত্র পুরণ করিয়া দাখিল করিয়াছেন। তিনি আরও জানান, এই ৩টি জাতও বৈধ দলনেতা কর্তৃক মাঠ মূল্যায়ন করা হয় নাই। এই পরিপ্রেক্ষিতে সভাপতি সাহেব মত প্রকাশ করেন। যেহেতু টমেটো জাতগুলি মাঠ মূল্যায়ন বৈধ দলনেতা কর্তৃক করা হয় নাই সেহেতু জাতগুলির অনুমোদনের সুপারিশ আপাততঃ স্থগিত রাখা যাইতে পারে এবং এ ব্যাপারে বৈধ দলনেতার নিকট হইতে রিপোর্ট প্রাপ্তি সাপেক্ষে পরবর্তী সভায় পেশ করা যাইতে পারে। উপস্থিত সকল সদস্যই ইহাতে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্তঃ মানিক (TM 0076), রতন (TM 0073) ও পিংকী (TM 0109) এই ৩টি টমেটো জাতের অনুমোদনের জন্য প্রাক্তন দলনেতার নিকট হইতে মূল্যায়ন রিপোর্ট সংগ্রহের ব্যাপারে কমিটির সদস্য-সচিব কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং উক্ত রিপোর্ট প্রাপ্তির পর কমিটির পরবর্তী সভায় ইহা পেশ করিবেন।

আলোচ্য বিষয়-৫ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত নুতন বেগুন জাত উত্তরা (রাজশাহী নং-৩) এর অনুমোদন।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত নতুন বেগুন জাত উত্তরা (রাজশাহী নং-৩) এর অনুমোদনের ব্যাপারে মূল্যায়ন রিপোর্টসহ সকল সদস্য ও বিশেষ আমন্ত্রিত সদস্যদের মধ্যে আলোচনা হয়। শুরুতেই কারিগরি কমিটির সদস্য-সচিব সংক্ষেপে জাতটির বৈশিষ্ট বর্ণনা করিতে গিয়া বলেন যে, এই জাতটির গাছ ছোট, শাখা-প্রশাখা মাঝারি। একটি থোকায় (Cluster) ৫-৬ টি ফল হয় এবং চামড়ার রং বেগুনী ও পাতলা। অতঃপর তিনি সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদকে উক্ত জাতের বৈশিষ্ট সম্পর্কে বক্তব্য রাখার আহ্বান জানান। এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিটিউটের উদ্যানতত্ত্ব বিভাগের প্রধান ডঃ এ,কে,এম, আমজাদ হোসেন বলেন যে, জাতটির গাছ ছোট (উচ্চতা ১০০ সেঃ মিঃ) এবং শাখা-প্রশাখা শিংনাথ ও খটখটিয়ার মত বিস্তৃত। পাতা ও কান্ডের রং গাঢ় বেগুনী। পাতা ডিম্বাকৃতি ও কিনারায় করাতের মত কাটাকাটা দাগ নাই। প্রতি থোকায় (Cluster) ৫-৬ টি ফল হয়। ছালের রং বেগুনী, খুব পাতলা এবং শাঁসে কোন আঁশ নাই। এই জাতটি Fruit & shoot borer পোকা এবং Bacterial wilt রোগ প্রতিরোধ করিতে সক্ষম।

এই পরিপ্রেক্ষিতে সভাপতি বলেন, যেহেতু জাতটি অন্যান্য স্থানীয় জাতের চেয়ে গুণাগুণ ভাল, Fruit & shoot borer পোকা এবং Bacterial wilt রোগ প্রতিরোধ করিতে সক্ষম শুধুমাত্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জেলাসমূহে চাষাবাদের অনুমোদনের সুপারিশ করা যাইতে পারে। ইহাতে সকল সদস্যই একমত হন।

সিদ্ধান্তঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত নতুন বেগুন জাত উত্তরা (রাজশাহী নং-৩) এর শুধুমাত্র উত্তর- পূর্বাঞ্চলের জেলাসমূহে চাষাবাদের অনুমোদনের সুপারিশ করা হয়।

স্বাক্ষর ঃ

(মোঃ আবদুল গফুর খান)
সদস্য-সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও প্রধান বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তা
বীজ অনুমোদন সংস্থা।

(ডঃ ইকরামুল আহ্সান)
সভাপতি
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ।

মূল্যায়ন দল গঠনে সদস্যদের তালিকা ঃ

উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ (Plant Breeding):

১। প্রকল্প পরিচালক (গম), গম গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট।
২। প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, তুলা বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট।
৩। প্রকল্প পরিচালক (তৈল বীজ বিভাগ), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট।
৪। প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট।
৫। প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট।
৬। প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ (গবেষণা শাখা), বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনষ্টিটিউট।
৭। প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বাংলাদেশ আণবিক কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট।
৮। প্রধান, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
৯। প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, ইক্ষু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট।

কৃষিতত্ত্ব বিভাগ (Agronomy):

১। প্রধান, কৃষিতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট।
২। প্রধান, কৃষিতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট।
৩। প্রধান, Rice Cropping System Division, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট।
৪। প্রধান, কৃষিতত্ত্ব বিভাগ (গবেষণা শাখা), বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনষ্টিটিউট।
৫। প্রধান, কৃষিতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ আণবিক কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট।
৬। প্রধান, কৃষিতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
৭। প্রধান, কৃষিতত্ত্ব বিভাগ, ইক্ষু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট।

উদ্ভিদ সংরক্ষণ বিভাগ (Plant Protection):

১। প্রধান, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট।
২। প্রধান, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট।
৩। প্রধান, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট।
৪। প্রধান, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট।
৫। প্রধান, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনষ্টিটিউট (গবেষণা শাখা)
৬। প্রধান, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ আণবিক কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট
৭। প্রধান, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
৮। প্রধান, কীটতত্ত্ব বিভাগ, ইক্ষু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট।

উদ্যানতত্ত্ব (Horticulture Division):

১। পরিচালক, আলু গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট।
২। প্রধান, সাইট্রাস ও সব্জী বীজ গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট।
৩। প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সব্জীশাখা, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট।
৪। প্রধান, উদ্যানতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট।
৫। প্রধান, উদ্যানতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।

বিএডসি'র বীজ বিভাগ (Seed Division):

১। ব্যবস্থাপক (বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ), কৃষি ভবন, ঢাকা
২। ব্যবস্থাপক, আলু জাতীয় ফসল (Tuber Crops), কৃষি ভবন, ঢাকা
৩। ব্যবস্থাপক (কঃ গ্রোঃ), কৃষি ভবন, ঢাকা
৪। ব্যবস্থাপক (খামার), কৃষি ভবন, ঢাকা
৫। ব্যবস্থাপক (বীজ বিতরণ), কৃষি ভবন, ঢাকা
৬। প্রকল্প পরিচালক (ডাল ও তৈল বীজ) কৃষি ভবন, ঢাকা।
৭। প্রকল্প পরিচালক (সব্জী শাখা), কৃষি ভবন, ঢাকা।
৮। বিভাগীয় পরিচালক (বীজ), রাজশাহী
৯। বিভাগীয় পরিচালক (বীজ), যশোর
১০। বিভাগীয় পরিচালক (বীজ), ঢাকা।

কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ (DAE):

১। অতিরিক্ত পরিচালক (খাদ্য-শস্য শাখা), কৃষি সম্প্রাসারণ বিভাগ, ঢাকা।
২। অতিরিক্ত পরিচালক (অর্থকরী ফসল শাখা), কৃষি সম্প্রাসারণ বিভাগ, ঢাকা।
৩। যুগ্ম-পরিচালক (ফিল্ড সার্ভিস শাখা), কৃষি সম্প্রাসারণ বিভাগ, ঢাকা।
৪। আঞ্চলিক কৃষি পরিচালক, ঢাকা রিজিয়ন।
৫। আঞ্চলিক কৃষি পরিচালক, কুমিল্লা রিজিয়ন।
৬। আঞ্চলিক কৃষি পরিচালক, চট্টগ্রাম রিজিয়ন।
৭। আঞ্চলিক কৃষি পরিচালক, পার্বত্য চট্টগ্রাম রিজিয়ন।
৮। আঞ্চলিক কৃষি পরিচালক, রাজশাহী রিজিয়ন
৯। আঞ্চলিক কৃষি পরিচালক, ময়মনসিংহ রিজিয়ন।
১০। আঞ্চলিক কৃষি পরিচালক, বরিশাল রিজিয়ন।
১১। আঞ্চলিক কৃষি পরিচালক, রংপুর রিজিয়ন।
১২। আঞ্চলিক কৃষি পরিচালক, যশোর রিজিয়ন।

বীজ অনুমোদন সংস্থা (SCA):

১। প্রধান বহিরাংগন নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা, বীজ অনুমোদন সংস্থা, গাজীপুর।
২। ঢাকা, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ ও ফরিদপুর জেলার জন্য আঞ্চলিক বহিরাংগণ কর্মকর্তা, বীজ অনুমোদন সংস্থা, পুরাতন ল্যাবটেরী বিল্ডিং, ফার্মগেট, ঢাকা।
৩। বৃহত্তর চট্টগ্রাম, পার্বত্য জেলাসমূহ, কুমিল্লা, সিলেট ও নোয়াখালি জেলার জন্য-
আঞ্চলিক বহিরাংগণ কর্মকর্তা, বীজ অনুমোদন সংস্থা, ২য় পি,জি ও বিল্ডিং ৭ম তলা, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।
৪। সিরাজগঞ্জ, বৃহত্তর বগুড়া, রংপুর ও দিনাজপুর জেলার জন্য-
আঞ্চলিক বহিরাংগণ কর্মকর্তা, বীজ অনুমোদন সংস্থা, ঠিকাদার পাড়ালেন, কাটনার পাড়া, বগুড়া।
৫। বৃহত্তর কুষ্টিয়া ও যশোর জেলার জন্য-
আঞ্চলিক বহিরাংগন কর্মকর্তা, বীজ অনুমোদন সংস্থা, নিউ টাউন, যশোর।
৬। বৃহত্তর পাবনা ও রাজশাহী জেলার জন্য-
কৃষিতত্ত্ববিদ, বীজ পরীক্ষাগার, ঈশ্বরদী, পাবনা।

জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির চতুর্দশ/১৪তম সভার কার্যবিবরণী

১৬-১১-৮৫ তারিখ বেলা ১০-০০ ঘটিকায় ডঃ ইকরামুল আহ্সান, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ এর সভাপতিত্বে কৃষি গবেষণা পরিষদে জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ১৪তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় নিম্নলিখিত সদস্য, বিশেষ আমন্ত্রিত সদস্য ও পর্যবেক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন।

ক) ডঃ মোঃ মাইছের আলী, পরিচালক (পাট বীজ বিভাগ) — সদস্য
বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনষ্টিটিউট

খ) জনাব এ.কে.এম আনোয়ারুল কিবরিয়া, পরিচালক — সদস্য
(ফিল্ড সার্ভিস শাখা), কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ

গ) জনাব আবুল হাসেম, প্রধান ব্যবস্থাপক (বীজ) — সদস্য
বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন

ঘ) ডঃ মোহাম্মদ হোসেন মণ্ডল, পরিচালক (গবেষণা) — প্রতিনিধি
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট

ঙ) ডঃ নূর মোহাম্মদ মিয়া, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, প্রজনন বিভাগ — প্রতিনিধি
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট

চ) ডঃ আঁঃ হামিদ, মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ — বিশেষ আমন্ত্রীত সদস্য
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট

ছ) ডঃ এ.এক.এম আমজাদ হোসেন, বিভাগীয় প্রধান — বিশেষ আমন্ত্রীত সদস্য
উদ্যানতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট

জ) ডঃ লুৎফর রহমান, সহযোগী অধ্যাপক — বিশেষ আমন্ত্রীত সদস্য
কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

ঝ) জনাব এম.এ. খালেক, প্রকল্প পরিচালক (তৈল বীজ) — বিশেষ আমন্ত্রীত সদস্য
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট

ঞ) জনাব মোঃ এনামুল হক, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা — বিশেষ আমন্ত্রীত সদস্য
তামাক গবেষণা কেন্দ্র, কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট

ট) ডঃ মুনসী সিদ্দীক আহমদ, পরিচালক, বীজ অনুমোদন সংস্থা — পর্যবেক্ষক

ঠ) জনাব মফিজুল হক, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা — পর্যবেক্ষক
(সবজী শাখা), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট

ড) জনাব মধুসুদন সরকার, অতিরিক্ত পরিচালক (ফিল্ড সার্ভিস শাখা) — পর্যবেক্ষক
কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ

ঢ) জনাব মোঃ আবদুল গফুর খান, প্রধান বীজ প্রত্যায়ন কর্মকর্তা — সদস্য-সচিব
বীজ অনুমোদন সংস্থা

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ কারিগরি কমিটির ১৩তম সভার কার্যবিবরণী ও সিদ্ধান্তের বাস্তাবায়ন অনুমোদন।

সভাপতির অনুমতিক্রমে সদস্য-সচিব সভাকে জানান, ১১-৮-৮৫ তারিখে অনুষ্ঠিত কারিগরি কমিটির ১৩তম সভার কার্যবিবরণী সকল সদস্য ও সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট বিতরণ করা হইয়াছে। সুতরাং উক্ত সভার কার্যবিবরণী ও সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অনুমোদন করা যাইতে পারে। কার্যবিবরণী অনুমোদন করার পূর্বে মূল্যায়ন দলের দলনেতা সঠিকভাবে কাজ করিতেছে কিনা তাহা সভায় উত্থাপন করা হয় এবং সভাপতি কর্তৃক অনুমোদিত সদস্য তালিকা সংশ্লিষ্ট সকল সদস্যদের নিকট বিতরণ করা হইয়াছে কিনা তাহা নিয়াও আলোচনা করা হয়। নতুন সদস্য তালিকা সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট বিতরণ করা হইতেছে বলিয়া জানানো হয়। আলোচনান্তে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়। অতঃপর বিশদ আলোচনার পর ১৩তম সভার কার্য্যবিবরণী ও সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অনুমোদিত হয়।

সিদ্ধান্তঃ ক) কোন নতুন জাতের মাঠ মূল্যায়নের অনুরোধ পাওয়ার পর দলনেতা অনুমোদিত সদস্য তালিকার (কপি সংযুক্ত) ৭টি বিভাগ হইতে ১জন করিয়া সদস্য নিয়া একটি মূল্যায়ন দল গঠন করিয়া ভ্রমণ সূচী সহ সকলকে অবহিত করিবেন এবং কমিটির সদস্য-সচিবকে উহার কপি প্রদান করিবেন। দলনেতা সেই দলের নেতৃত্ব প্রদান করিবেন। যদি কোন কারণে তিনি মূল্যায়ন দলে যোগদান করিতে অসমর্থ হন তবে প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারিবেন।

খ) দলনেতা যে সমস্ত সদস্যগণকে নিয়া মূল্যায়ন দল গঠন করিবেন যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মনে করেন উক্ত এলাকার জন্য তিনি নিজে না যাইয়া প্রতিনিধি প্রেরণ করা সম্ভব তাহা হইলে মনোনীত প্রতিনিধিকে সংগে সংগে জানাইয়া উহার কপি দলনেতা কে অবশ্যই প্রদান করিবেন।

গ) প্রত্যেক পরীক্ষা এলাকার (Locations) জন্য যৌথভাবে মাঠ মূল্যায়ন করার পর মূল্যায়ন দলের সকল সদস্য একত্রে আলোচনার মাধ্যমে একটি রিপোর্ট তৈয়ারী করিবেন এবং দলনেতা উহা সদস্য-সচিবের নিকট ৩ সপ্তাহের মধ্যে অবশ্যই প্রেরণ করিবেন।

ঘ) ইতিপূর্বে হলুদের মাঠ মূল্যায়নের জন্য মূল্যায়ন দল গঠন করায় এবং ইহার জন্য কোন ভ্রমণ সূচী না থাকায় বা সনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ না থাকিলেও বিশেষ ব্যবস্থাধীন এই জাতটির মূল্যায়ন করা হইবে। উপরিউক্ত (ক) এর সিদ্ধান্ত জানুয়ারী/৮৬ হইতে কার্যকর হইবে।

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত নতুন ভূট্টা জাত বর্ণালী (BM-1), শুভ্রা (BM-2) ও উজ্জ্বল (BM-3) এর অনুমোদন।

কমিটির সদস্য-সচিব সভাকে জানান যে, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট ভূট্টার ৩টি জাত বর্ণালী, শুভ্রা ও উজ্জ্বল এর অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের ছকপত্র পুরণ করিয়া দাখিল করিয়াছে। তিনি আরো জানান, উল্লিখিত ৩টি জাত দলনেতা কর্তৃক মূল্যায়ন করা হয় নাই। ইতিপূর্বে ১১-৮-৮৫ তারিখে অনুষ্ঠিত কারিগরি কমিটির ১৩ তম সভায় উল্লিখিত ৩টি জাতই অনুমোদনের জন্য দাখিল করা হইয়াছিল এবং দলনেতার নিকট হইতে কোন মূল্যায়ন রিপোর্ট না থাকায় স্থগিত রাখা হইয়াছিল। তখন সভায় জাতগুলির অনুমোদনের ব্যাপারে দলনেতার মতামত জানিতে চাহিলে তিনি জানান, যেহেতু জাতগুলির মাঠ মূল্যায়ন করা হয় নাই সেহেতু সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদের নেতৃত্বে দল গঠনের মাধ্যমে সদস্যদের পক্ষ হইতে যে রিপোর্ট দাখিল করা হইয়াছে তাহা যদি অনুমোদনের অনুকূলে থাকে তবে বিবেচনা করা যাইতে পারে। ইহাতে কোন আপত্তি নাই। কমিটির সদস্য-সচিব উপস্থিত সকল সদস্য, আমন্ত্রিত সদস্য এবং প্রতিনিধিগণকে উক্ত জাতগুলির অনুমোদনের ব্যাপারে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করেন এবং সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদকে উক্ত জাতগুলির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখার অনুরোধ জানান।

উক্ত অনুরোধের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউটের উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগের প্রধান ও মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ডঃ আঃ হামিদ বলেন, বর্ণালী (Improved Sadaf) জাতটি প্রচলিত জাত সাভার-২ এর চেয়ে এর উচ্চতা বেশী। জাতটির মোচাগুলি বেশ বড়। বীজের রং সোনালী হলদে, আকারে বড় ও চক্‌চকে। প্রচলিত জাত সাভার২ হইতে ফলন গড়ে শতকরা ২৬ ভাগ বেশী।

শুভ্রা (Alajuela 7725) জাতটি সাভার-২ এর চেয়ে উচ্চতা বেশী। বীজের রং সাদা, আকারে বড় (১০০ বীজের ওজন ২৭.৬ গ্রাম) ও Flint type। মোচাগুলির অগ্রভাগ পর্যন্ত ভর্তি থাকে। সাভার-২ হইতে ইহার ফলন রবি মৌসুমে শতকরা ৩০ ভাগ ও খরা মৌসুমে শতকরা ৪৫ ভাগ বেশী। জাতটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহার দানার রং সাদা এবং গমের আটার সাথে মিশাইয়া সুস্বাদু রুটি তৈয়ারী করা যায়।

উজ্জল (Amber pop) জাতটির গাছগুলি মাঝারি উচ্চতা ও পাতলা Canopy বিশিষ্ট। মোচাগুলি সরু ও মাঝারি আকারের। বীজগুলি ছোট (১০০ বীজের ওজন গড়ে ১৪.৪ গ্রাম) ও Flint type ইহার কোন মারাত্মক রোগ বালাই ও পোকা-মাকড় নাই। সর্বোপরি জাতটি খৈ এর জন্য অত্যন্ত উপযোগী। শতকরা ৯০-৯৫ ভাগ বীজ থেকে খৈ উৎপন্ন হয়।

অতঃপর উজ্জ্বল জাতটির জনপ্রিয় নাম সম্পর্কে আলোচনা হয় এবং বলা হয় যেহেতু এই জাতটি শুধু 'খৈ' এর জন্য বিশেষ উপযোগী তাই ইহার নাম পরিবর্তন করিয়া 'খৈ ভুট্টা' রাখার প্রস্তাব করা হয়। তাহা হইলে সহজে সাধারণ লোকদের নিকট জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারে। পরে কমিটি কর্তৃক উক্ত প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। বিস্তারিত আলোচনার পর সভাপতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলেন যে, বর্ণালী জাতটি প্রচলিত জাতের চেয়ে ফলনে বেশী, শুভ্রার বীজের আটার সাথে গমের আটা মিশাইয়া সুস্বাদু আটা তৈরী করা যায় এবং উজ্জ্বল জাত হইতে 'খৈ' উৎপন্ন হয় এই সমস্ত বিশেষ বৈশিষ্ট্যের জন্য ৩টি জাতই অনুমোদনের সুপারিশ করা যাইতে পারে। উপস্থিত সকল সদস্যই একমত পোষণ করেন। আলোচনান্তে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

ক) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ৩টি ভূট্টা জাত যথা-বর্ণালী (BM-1), শুভ্রা (BM-2) এবং উজ্জ্বল (BM-3) এর সমগ্র বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদনের সুপারিশ করা হইল।

খ) উজ্জ্বলের জনপ্রিয় নাম পরিবর্তন করিয়া 'খৈ-ভুট্টা' রাখা হইল।

গ) সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদকে ৩টি জাতের চাষাবাদ পদ্ধতির খসড়া লিফলেটের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করার জন্য পরিচালক, বীজ অনুমোদন সংস্থা এর সংগে আলোচনা করিতে বলা হইল।

আলোচ্য বিষয়-৩ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত নতুন তুলা জাত রূপালী (BAC-7) এবং রজত (BAC-77) এর অনুমোদন।

সদস্য-সচিব, কারিগরি কমিটি সভাকে অবহিত করেন যে, ১১-৮-৮৫ তারিখে অনুষ্ঠিত কারিগরি কমিটির ১৩তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট তুলার ২টি জাত রূপালী ও রজত এর অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের ছকপত্র পুরণ

করিয়া দাখিল করিয়াছে। তিনি আরো জানান, মাত্র ২টি এলাকায় (Locations) জাত ২টির পরীক্ষা মূলক প্লট স্থাপন করায় মূল্যায়ন করা হয় নাই বলিয়া দলনেতা মতামত প্রদান করিয়াছেন। অতঃপর দলনেতাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি জানান জাতগুলির মাঠ মূল্যায়ন করা না হওয়ায় সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ কর্তৃক দল গঠনের মাধ্যমে মূল্যায়নের পর যে রিপোর্ট প্রদান করা হইয়াছে তাহা অনুমোদনের অনুকুলে থাকিলে কমিটি বিষয়টি বিবেচনা করিতে পারে। ইহাতে কোন আপত্তি নাই। এ বিষয়ে সভায় উপস্থিত সকল সদস্যগণকে উক্ত জাত ২টির অনুমোদনের ব্যাপারে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করার অনুরোধ জানান। ইহাতে সকল সদস্যই আলোচনায় অংশ নেন। অতঃপর কমিটির সদস্য-সচিব উল্লেখিত জাত ২টির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বর্ণনা করার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদকে আহ্বান জানান।

এ পরিপ্রেক্ষিতে কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউটের উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগের প্রধান ডঃ আঃ হামিদ বলেন যে, রূপালী জাতটির গাছ মধ্যম উচ্চতা বিশিষ্ট (৯০-১২০ সেমি) এবং গভীর ভাগ (Deeeply lobed) সম্পন্ন। গাছের শাখা-প্রশাখা, পাতা ইত্যাদিতে সর্বত্র প্রচুর শুঁয়া বিদ্যমান। ফল কিছুটা লম্বাটে এবং মধ্যম আকারের (১ কেজি বীজ তুলার জন্য ১৪৫-১৬০ টি ফলের দরকার)। বীজ একটু ছোট আকারের (১০০ বীজের ওজন ১০.৫ গ্রাম) এবং ঘন। এই জাতটি ডেলটাপাইন-১৬ জাত থেকে প্রায় ৩ সপ্তাহ আগে পাকে। তাহা ছাড়া শুঁয়াযুক্ত বিধায় এর জ্যাসিড পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারে।

রজত জাতটির গাছ কিছুটা খাট (৯০-১১০ সেমি) এবং ঘন পর্ব বিশিষ্ট। কান্ড কিছুটা লালচে রংগের। কান্ড, শাখা-প্রশাখা, পাতা সবই মসৃণ (শুঁয়া হীন)। ফলগুলি গোলাকৃতি এবং আকারে বেশ বড় (১৩৫-১৪৫ টি ফলে ১ কেজি তুলা হয়)। বীজ একটু বড়। ডেলটাপাইন-১৬ এর তুলনায় এই জাতটি অপেক্ষাকৃত খাট এবং ঘন পর্ব বিশিষ্ট। সঠিক সময়ে বপন করিয়া পরিচর্যা নিলে ডেলটাপাইন-১৬ হইতে ৩০-৩৫ দিন আগে ফলন দেয়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনার পর সভাপতি বলেন, যেহেতু রুপালী (BAC-7) জাতটি প্রচলিত জাত ডেলটাপাইন-১৬ হইতে আগাম ও শুঁয়া থাকায় জ্যাসিড পোকা আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারে এবং রজত জাতটি ডেলটাপাইন-১৬ হইতে গাছ খাট, ঘন পর্ব বিশিষ্ট এবং সঠিক সময়ে বপন করিলে ৩০-৩৫ দিন আগে ফলন দেয় সেহেতু কেবলমাত্র উত্তরাঞ্চলের জন্য অনুমোদনের সুপারিশ করা যাইতে পারে। ইহাতে সকল সদস্যই অনুমোদনের পক্ষে একতম হন।

সিদ্ধান্ত ঃ

ক) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত নতুন তুলা জাত রুপালী (BAC-7) ও রজত (BAC-77) এর কেবলমাত্র উত্তরাঞ্চলের জেলাসমূহে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন সুপারিশ করা হইল।

খ) সংশিষ্ট প্রজননবিদকে জাতটির চাষাবাদ পদ্ধতির খসড়া লিফলেট এর মান উন্নয়নের জন্য পরিচালক, বীজ অনুমোদন সংস্থা এর সংগে আলোচনা করিতে বলা হইল।

আলোচ্য বিষয়-৪ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত নুতন ছোলা জাত নবীন (এস-১) এর অনুমোদন।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ছোলাজাত নবীন (এস-১) এর অনুমোদনের জন্য ইহার মূল্যায়ন রিপোর্টসহ উপস্থিত সকল সদস্যগণকে নিয়া আলোচনা করা হয়। আলোচনা কালে কারিগরি কমিটির সদস্য-সচিব সভাকে অবহিত করেন যে, জাতটির মূল্যায়ন রিপোর্ট হইতে দেখা যায় ইহা উচ্চ ফলনশীল এবং আগে পাকার জন্য দলনেতা কর্তৃক অনুমোদনের সুপারিশ করা ইহয়াছে। অতঃপর তিনি সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদকে জাতটির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কিছু বলার জন্য অনুরোধের প্রেক্ষিতে উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগের প্রধান বলেন, ইহার বীজ প্রচলিত জাতগুলির চেয়ে আকারে বড় (১০০ বীজের ওজন ১১.৮ গ্রাম) এবং বীজের গা অপেক্ষাকৃত মসৃণ। গাছের উচ্চতা বেশী। অনুমোদিত জাত হাইপ্রোছোলা হইতে ফলন শতকরা ৩৫ ভাগ বেশী। স্থানীয় জাত পাবনা লোকাল ও সাবুর-৪ হইতেও ফলন বেশী এবং আগে পাকে। অতঃপর এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনায় প্রকাশ পায় যে, নবীন জাতের অনুমোদনের জন্য যে সমস্ত তথ্যাদি সরবরাহ করা হইয়াছে তাহাতে ফলনের ব্যাপারে যে উপাত্ত (Data) দেওয়া হইয়াছে সেখানে প্রচলিত জাতের চেয়ে বেশী ফলন প্রমাণ করিতে পারে নাই। এই পরিপ্রেক্ষিতে সভাপতি বলেন, অন্যান্য স্থানীয় জাতের চেয়ে বেশী ফলন দিতে সক্ষম প্রমাণিত না হওয়ায় অনুমোদনের সুপারিশ আপাততঃ স্থগিত রাখা যাইতে পারে। তবে এ মৌসুমে বিভিন্ন এলাকায় ফলনের ব্যাপারে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ফলাফলের সঠিক তথ্যসহ পুণরায় দাখিল করিতে পারে এবং Wilt রোগ জাতটিতে কেমন ক্ষতি করিতে পারে তাহার রিপোর্ট প্রদান করিতে পারে। জাতটির আর মূল্যায়নের কোন প্রয়োজন নাই। পূর্বে প্রাপ্ত রিপোর্টই বৈধ বলিয়া ধরা হইবে। উপস্থিত সকল সদস্যই একমত হন।

সিদ্ধান্ত ঃ

ক) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট নবীন (এস-১) জাতের অনুমোদনের জন্য পুনরায় স্থানীয় জাতের সহিত তুলনামূলক ফলনের এবং Wilt রোগ আক্রমণের বিশ্লেষণ (data analysis) রিপোর্ট সহ জাতীয় বীজ বোর্ডের ছকপত্র পুরণ পূর্বক কমিটির পরবর্তী সভায় দাখিল করিতে বলা হইল।

আলোচ্য বিষয়-৫ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত নতুন তামাক জাত সুগন্ধী (BAT-2) এর অনুমোদন।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত নতুন তামাক জাত সুগন্ধী (BAT-2) এর অনুমোদনের ব্যাপারে মূল্যায়ন রিপোর্টসহ সকল সদস্য ও বিশেষ আমন্ত্রিত সদস্যদের মধ্যে আলোচনা হয়। শুরুতেই কমিটির সদস্য- সচিব সংক্ষেপে জাতটির বৈশিষ্ট বর্ণনা করিতে গিয়া বলেন যে, এই জাতের গাছ ১৩০-১৩৫ সেমি লম্বা হয়। প্রতি গাছে ২৫-২৭টি পাতা হয়। পরিপক্ক অবস্থায় পাতা সুন্দর সোনালীবর্ণ ধারণ করে। তিনি আরও বলেন, মূল্যায়ন রিপোর্টে দলনেতা কর্তৃক উত্তরাঞ্চলের জেলাসমূহে চাষাবাদের জন্য অনুমোদনের সুপারিশ করা হইয়াছে। পরে তিনি সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদকে জাতটির বৈশিষ্ট সম্পর্কে বলার জন্য অনুরোধ করেন।

উক্ত অনুরোধের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট এর রংপুর তামাক গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা জনাব এনামুল হক বলেন, এই জাতটির গাছ ১৩০-১৩৫ সেমি লম্বা এবং প্রতি গাছে ২৫-২৭টি পাতা হয়। পরিপক্ক পাতা সুন্দর সোনালী বর্ণ ধারণ করে। প্রচলিত জাত অরিনকোর চেয়ে ইহার ফলন শতকরা ৩০ ভাগ বেশী। জাতটিতে পোকা মাকড় আক্রমণের সমস্যা নাই। তবে মাঝে মাঝে Tobacco Mosaic Virus & leaf curl রোগে আক্রান্ত হইতে পারে। ব্যাপক ক্ষতির সম্ভবনা নাই। তখন সভাপতি বলেন, যেহেতু জাতটি অন্যান্য প্রচলিত জাতের চেয়ে ফলন বেশী এবং অন্যান্য গুণাগুণ ও মূল্যায়ন রিপোর্ট সন্তোষজনক সেহেতু শুধুমাত্র উত্তরাঞ্চলের জেলাসমূহের জন্য অনুমোদনের সুপারিশ করা যাইতে পারে। ইহাতে সকল সদস্যই একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ ক) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত নতুন তামাক জাত 'সুগন্ধী (BAT-2) এর কেবলমাত্র উত্তরাঞ্চলের জেলাসমূহে চাষাবাদের অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হইল।

খ) চাষাবাদ পদ্ধতির খসড়া লিফলেট এর মান আরও উন্নয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদকে পরিচালক, বীজ অনুমোদন সংস্থার সংগে যোগাযোগ করিতে বলা হইল।

আলোচ্য বিষয়-৬ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত নুতন টমেটো জাত মানিক (TM 0076) রতন (TM 0073) ও পিংকী (TM 0109) এর অনুমোদন।

কারিগরি কমিটির সদস্য-সচিব সভাকে অবহিত করেন যে, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত নুতন টমেটো জাত মানিক, রতন ও পিংকী এর অনুমোদনের জন্য ১১-৮-৮৫ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত কমিটির ১৩তম সভায় পেশ করা হয় এবং জাতগুলির অনুমোদনের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনা কালে বলা হয় BARI কর্তৃক যে সমস্ত তথ্যাদি সরবরাহ করা হইয়াছে তাহা সন্তোষজনক থাকায় এবং জাতগুলির মূল্যায়ন রিপোর্ট না থাকায় মূল্যায়ন রিপোর্টসহ কমিটির পরবর্তী সভায় পেশ করিতে বলা হইয়াছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে উল্লিখিত ফসলের মূল্যায়ন রিপোর্টসহ সভায় বিবেচনার জন্য পেশ করা হইল। তিনি আরও বলেন, মুল্যায়ন রিপোর্ট হইতে দেখা যায় মানিক, রতন ও পিংকী এই ৩টি জাতই বিভিন্ন এলাকায় পরীক্ষা করা হইয়াছে এবং জাতগুলি উচ্চ ফলনশীল, আকর্ষণীয় রং ও বাজার- জাতকরণের সম্ভাবনা বেশী বলিয়া দলনেতা অনুমোদনের সুপারিশ করিয়াছেন। অতঃপর সভাপতি মত প্রকাশ করেন যে, জাতগুলির মূল্যায়ন রিপোর্ট সন্তোষজনক হওয়ায় এবং সদস্যদের কাহারও কোন আপত্তি না থাকায় অনুমোদানের সুপারিশ করা যাইতে পারে। উপস্থিত সকল সদস্যই ইহাতে একমত হন।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত টমেটো জাত যথা-মানিক (TM0076), রতন (TM 0073) ও পিংকী (TM0109) এর অনুমোদনের সুপারিশ করা হইল।

আলোচ্য বিষয়-৭ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত নতুন চিনা বাদাম জাত বামন বাদাম (ডি এম-১) এর অনুমোদন।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত নতুন চিনা বাদাম জাত বামন বাদাম (ডি এম-১) এর অনুমোদনের জন্য ইহার মূল্যায়ন রিপোর্টসহ উপস্থিত সকল সদ্যগণকে নিয়া আলোচনা করা হয়। আলোচনার শুরুতেই কমিটির সদস্য-সচিব সভাকে জানান, এই জাতটি অনুমোদনের জন্য ১২-১১-৮৪ তারিখে অনুষ্ঠিত কমিটির ১১তম সভায় পেশ করা হইয়াছিল। তখন বলা হইয়াছিল বিএআরআই'র তৈলবীজ বিভাগ বিভিন্ন এলাকায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চাষীদের উপযোগী এলাকা নির্ধারণ করিবে এবং উল্লিখিত অঞ্চলে খরিফ মৌসুমে চাষাবাদ করিলে Cropping pattern এর কোন পরিবর্তন করিতে হইবে কিনা তাহাও পরীক্ষা করিবে। বিএআরআই'র তৈলবীজ বিভাগের প্রকল্প পরিচালক এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, জাতটি রবি ফসল উঠানোর পর পরবর্তী ফসল বপনের আগে অন্তবর্তীকালীন সময়ে আবাদ করা যায়। অর্থাৎ সরিষা, মাসকালাই, মুগ ও গোলআলু প্রভৃতি ফসল আবাদ করিয়া অনায়াসে রোপা আমন বা নাবি রোপা আউশের পূর্বে আবাদ করা যায়। জাতটি প্রচলিত জাতের চেয়ে অনেক খাট হওয়ায় ইক্ষু, ভুট্টা, বেগুন, কলা, পেঁপে প্রভৃতির সাথে মধ্যবর্তী ফসল হিসাবে উহার চাষ করা যায়।

অতঃপর সভাপতি মত প্রকাশ করেন যে, তিনি যে সমস্ত তথ্যাদি সরবরাহ করিয়াছেন তাহাতে বীজ বপনের উপযুক্ত সময় (Optimum time) উপযুক্ত রোপণ দূরত্ব, মৌসুমের প্রতিযোগিতামূলক ফসলের তুলনায় সম্ভাবনা এবং বীজ রাখার সমস্যা সম্পর্কে সন্তোষজনক তথ্য না থাকায় এ ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্যসহ কমিটির পরবর্তী সভায় পেশ করিতে পারেন, তবে জাতটির আর মাঠ মূল্যায়নের প্রয়োজন নাই। পূর্বে

প্রাপ্ত রিপোর্টই বৈধ বলিয়া গণ্য করা হইবে। সকল সদস্যই সর্ব সম্মতিক্রমে উক্ত প্রস্তাবে একমত হন। বিশদ আলোচনার পর নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট এর চিনাবাদাম জাত বামন বাদাম (ডিএম-১) খরিফ মৌসুমে কোন এলাকায় চাষাবাদ করিলে চাষী পর্যায়ে ইহার ব্যাপক প্রসারতা লাভ করিবে এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট এলাকা সহ বীজ বপনের উপযুক্ত সময় (optimum time), উপযুক্ত বপন দূরত্ব (optimum spacing), মৌসুমের প্রতিযোগিতামূলক ফসলের তুলনায় লাভের সম্ভাবনা এবং বীজ রাখার সফল ব্যবহার বিস্তারিত তথ্য সহ ছকপত্র পুরণ পূর্বক দাখিল করিতে বলা হইল।

আলোচ্য বিষয়-৮ ঃ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক উদ্ভাবিত নতুন টমেটো জাত তুষ্টি (TM 007) এবং বিকাশ (TM 002) এর অনুমোদন।

কমিটির সদস্য-সচিব সভাকে অবহিত করেন যে, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ কর্তৃক টমেটো জাত তুষ্টি ও বিকাশ এর অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের ছকপত্র পুরণ করিয়া দাখিল করিয়াছে। তিনি আরও জানান, জাত ২টি ইতিমধ্যে মাঠ মুল্যায়ন করা হইয়াছে এবং অনুমোদনের সুপারিশ করিয়াছে। পরে তিনি জাত ২টির বৈশিষ্ট সম্পর্কে বক্তব্য রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদদের অনুরোধ করেন।

উক্ত অনুরোধের প্রেক্ষিতে কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ লুৎফর রহমান খান বলেন তুষ্টি জাতটির গাছ খাট, পাতা বড় এবং মোটা। প্রায় একই সাথে ফুল আসে ও ফল পাকে এবং পাকলে খয়েরী লাল রংগের হয়। ফলে বীজ অনেক কম। প্রচুর রসালো ও ফাপাহীন। ভিটামিন-সি ৯৯.৭ মিলিগ্রাম। অন্যান্য জাতের চেয়ে বাজার জাতকরণ ক্ষমতা ভাল। বিকাশ জাতটির গাছ বড় ও সহজে নেতিয়ে পড়ে না। পাতা মধ্যম আকার ও পাতলা, প্রায় একই সময়ে ফুল আসে। ফল চেপ্টা গোলাকার, পাকলে লাল রংগের হয় এবং ফলে বীজ বেশী থাকে না। ফল রসালো ও ফাপাহীন। প্রতি ১০০ গ্রামে ১৮.৩ মিলিগ্রাম ভিটামিন - সি থাকে।

অতঃপর সভায় Wilt রোগ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং বলা হয় টমেটো জাতে Wilt একটি মারাত্মক রোগ। এ ব্যাপারে কোন সঠিক তথ্য না থাকায় এবং জাত ২টির ফলনে প্রচলিত জাতের সংগে আঞ্চলিক পরীক্ষার বিশেষ কোন তারতম্য (Varitation) দেখাইতে না পারায় সভায় উপস্থিত সকল সদস্যই অনুমোদনের বিপক্ষে মত প্রকাশ করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে সভাপতি মত ব্যক্ত করেন যে, জাত ২টির রোগ বালাই ও ফলনে স্থানীয় জাতের উপর শ্রেষ্ঠত্বের বিস্তারিত তথ্য সহ কমিটির পরবর্তী সভায় দাখিল করিতে পারে। ইহাতে একমত হন।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহকে তুষ্টি ও বিকাশ টমেটো জাত ২টির অনুমোদনের জন্য রোগ-বালাই সম্বন্ধে তুলনামূলক পর্যবেক্ষণের রিপোর্টসহ প্রচলিত জাতের চেয়ে ফসলের তারতম্য দেখাইয়া বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ পূর্বক পুনরায় ছকপত্র পুরণ করিয়া দাখিল করিতে বলা হইল।

আলোচ্য বিষয়-৯ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত নতুন বাঁধা কপি জাত প্রভাতী এর অনুমোদন।

কারিগরি কমিটির সদস্য-সচিব বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত নতুন বাঁধা কপি জাত প্রভাতী এর মূল্যায়ন রিপোর্টসহ অনুমোদনের ব্যাপারে উপস্থিত সকল সদস্য ও বিশেষ আমন্ত্রিত সদস্যগণকে আলোচনায় অংশ গ্রহন করার অনুরোধ জানান। শুরুতেই তিনি এই নতুন জাত সম্বন্ধে বক্তব্য রাখিতে গিয়া বলেন যে, জাতটির বীজ মান ও মাঠ মান দাখিল করা হইয়াছে এবং মূল্যায়ন দল কর্তৃক মূল্যায়নের ভিত্তিতে অনুমোদনের সুপারিশ করা হইয়াছে। অতঃপর তিনি সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদকে জাতটির বৈশিষ্ট সম্পর্কে সংক্ষেপে বক্তব্য রাখার আহবান জানান।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বিএআরআই'র সাইট্রাস ও সবজী বীজ গবেষণা কেন্দ্রের পক্ষ হইতে জানানো হয় যে, জাতটির গাছ ছাই সবুজ রংগের। মাথার ওজন গড়ে ২ কেজি। এই জাতের গাছ কে কে ক্রস (KK Cross) কিংবা কে ওয়াই ক্রস (K.Y Cross) এর মত ছড়ানো হয় না। জাতটি দেশী আবহওয়ায় বীজ উৎপাদন করিতে সক্ষম। সঠিকভাবে পরিচর্যা নিলে হেক্টর প্রতি ১ টন বীজ উৎপাদন হইতে পারে।

বিশদ আলোচনার পর সভাপতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলেন, যেহেতু জাতটি এদেশী আবহাওয়ায় বীজ উৎপাদন করিতে সক্ষম, চাষী পর্যায়ে সহজে ইহার জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারে এবং মূল্যায়ন রিপোর্ট সন্তোষজনক সেহেতু অনুমোদনের সুপারিশ করা যাইতে পারে। তবে বীজ মান ও মাঠ মান এর অনুমোদনের ব্যাপারে সময়ের স্বল্পতাহেতু আলোচনা স্থগিত রাখা যাইতে পারে। এ বিষয়ে পরবর্তী সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া যাইতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ

ক) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত নতুন বাঁধা কপি জাত প্রভাতী এর অনুমোদনের সুপারিশ করা হইল।

খ) বাঁধা কপি জাতের বীজ মান ও মাঠ মান এর অনুমোদনের ব্যাপারে পরবর্তী সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে।

আলাচ্য বিষয়-১০ ঃ বিবিধ ঃ

ক) পরিচালক (খাদ্য শস্য শাখা), কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগকে কারিগরি কমিটির সদস্য হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করার বিষয়টি সভায় আলোচনা করা হয় এবং তাঁহাকে সদস্য হিসাবে না রাখিয়া ভবিষ্যত অনুষ্ঠিতব্য কমিটির সভায় পর্যবেক্ষক হিসাবে রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

খ) মূল্যায়ন রিপোর্ট প্রদানের জন্য ছকপত্র তৈয়ারী এবং জাতীয় বীজ বোর্ডের ছকপত্র সংশোধনের বিষয়টি কমিটির পরবর্তী সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে।

বেলা ২.০০ ঘটিকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানাইয়া সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

(মোঃ আবদুল গফুর খান)
সদস্য-সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও প্রধান বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তা,
বীজ অনুমোদন সংস্থা।

(ডঃ ইকরামুল আহসান)
সভাপতি
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ।

জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির পঞ্চদশ/১৫তম সভার কার্যবিবরণী

গত ২২-১০-৮৬ ইং ও ২৮-১০-৮৬ তারিখ বিকেল ৪-০০টায় ডঃ এম, মতলুবুর রহমান, নির্বাহী সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ এবং সভাপতি, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর সভাপতিত্বে জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ১৫তম সভা ও মূলতবী সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত সদস্য, আমন্ত্রিত সদস্য, পর্যবেক্ষক ও সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ/বিজ্ঞানীদের তালিকা 'পরিশিষ্ট-ক' তে দেখানো হলো। পূর্ব নির্ধারিত আলোচ্য বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্ন লিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়।

আলোচ্য বিষয় -১ ঃ ১৬-১১-৮৫ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত কারিগরি কমিটির ১৪তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরন।

সভাপতির অনুমোদনক্রমে সদস্য-সচিব সভাকে জানান যে, বিগত ১৬-১১-৮৫ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ১৪তম সভায় কার্যবিবরণী সকল সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানসমূহে বিতরণ করা হয়েছে। কার্যবিবরণী বিতরণের পর এর বিষয়ে কোন আপত্তি আসেনি। অতএব কার্যবিবরণীটি নিশ্চিতকরণ করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ সর্বসম্মতিক্রমে ১৬-১১-৮৫ইং তারিখে অনুষ্ঠিত কারিগরি কমিটির ১৪তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ হয়।

আলোচ্য বিষয় - ২ ঃ ১৬-১১-৮৫ইং তারিখে অনুষ্ঠিত কারিগরি কমিটির ১৪তম সভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন।

সভায় ১৬-১১-৮৫ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত কারিগরি কমিটির ১৪তম সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রসংগে আলোচ্য বিষয় পড়ে শুনানো হয় ও এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্ন লিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় এবং ১৪তম সভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অনুমোদিত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ মূল্যায়ন দলের কার্যক্রম যেন দায়সাড়া গোছের না হয় সে জন্য মূল্যায়ন দলের সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক সদস্যের উপস্থিতিতে দলনেতার নেতৃত্বে মূল্যায়ন কাজ সম্পাদন করতে হবে। শুধুমাত্র প্রজননবিদদের মূল্যায়ন প্রতিবেদন বিবেচিত হবে না।

ক) সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ কর্তৃক মূল্যায়ন দলের দলনেতাকে মূল্যায়ন কাজ পরিচালনার জন্য লেখা পত্রের অনুলিপি সদস্য-সচিব ও সভাপতি, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর নিকট প্রেরণ করতে হবে। কারিগরি কমিটি পূণর্গঠন করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে পরবর্তী সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

আলোচ্য বিষয় - ৩ ঃ বাংলাদেশ আণবিক কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বীনাশাইল জাতের ধানের অনুমোদন।

বাংলাদেশ আণবিক কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বীনাশাইল জাতের ধানের অনুমোদন প্রসংগে সভায় জাতটির গুণাগুণ সম্পর্কে জানানোর জন্য সভাপতি কর্তৃক সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদকে আহ্বান জানালে প্রজননবিদ ডঃ এ, জলিল মিয়া সভাকে জানান যে, স্থানীয় নাইজারশাইল জাতের ধানের বীজে গামা রশ্মি প্রয়োগের মাধ্যমে বংশগতি ধারায় পরিবর্তন করে এ উচ্চফলনশীল জাতের উদ্ভাবন করা হয়েছে। ডঃ এ,কে, জলিল মিয়া বীনশাইল জাতের সংগে নাইজারশাইল ও পাজাম জাতের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে এ জাতটির বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত সদস্যদের মধ্য থেকে জনাব এ,কে,এম, আনোয়ারুল কিবরীয়া, পরিচালক (সরেজমিন), কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ জাতটির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করলে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ জাতটির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেন। আলোচনায় অন্যান্য যারা অংশগ্রহণ করেন তাঁরা হলেন জনাব এম.এ. কুদ্দুস, পরিচালক, বীজ অনুমোদন সংস্থা, ডঃ নূরমোহাম্মদ মিয়া, প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট, জনাব মধুসুদন সরকার, মূল্যায়ন দলের দলনেতা। সভাপতি মহোদয় মূল্যায়ন প্রতিবেদন পড়ে শোনান এবং মূল্যায়ন প্রতিবেদনের উপর আলোচনার পর সর্ব সম্মতিক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ আণবিক কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বীনাশাইল ধান জাতটি জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদনের সুপারিশ করা হয়, তবে জাতীয় বীজ বোর্ডে অনুমোদনের জন্য পেশ করার পূর্বে সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ কর্তৃক এ জাতের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন আবেদন পত্রে সংযোজন করতে হবে।

আলোচ্য বিষয় - ৪ ঃ বাংলাদেশ আণবিক কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত এটম পাট-৩৮ এর অনুমোদন।

বাংলাদেশ আণবিক কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত এটম পাট-৩৮ জাতটি ডি-১৫৪ জাতের দেশী পাটের বীজে গামা রশ্মি প্রয়োগ করে উদ্ভাবন করা হয়েছে। এটি একটি উচ্চ ফলনশীল জাত। ১৯৭৯ সনে এ জাতটি চাষাবাদের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক সাময়িক অনুমোদন লাভ করে। বর্তমানে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য মাঠ মূল্যায়ন প্রতিবেদন সহ অত্র সভায় পেশ করা হলে এ জাতটির গুণাগুণের উপর বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশ আণবিক কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউটের পরিচালক, ডঃ এ কিউ শেখ সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ শ্রী চন্দ্র শেখর সাহা, জনাব আনোয়ারুল কিবরিয়া, সদস্য কারিগরি কমিটি, শ্রী মধুসুদন সরকার, মূল্যায়ন দলের দলনেতা, মোঃ ফারুক হোসেন, পরিচালক (কৃষি গবেষণা), বিজেআরআই এবং সভার সভাপতি আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনষ্টিটিউট ও কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের সংগে যৌথ ট্রায়েলের মাধ্যমে জাতটির গুণাগুণ পুনরায় মূল্যায়ন প্রয়োজন। যৌথ ট্রায়েলের পর মূল্যায়ন প্রতিবেদন সন্তোষজনক হলে জাতটির অনুমোদনের সুপারিশ করা যেতে পারে। প্রয়োজনীয় ট্রায়েল শেষে মাঠ মূল্যায়ন প্রতিবেদন সহ পুনরায় কারিগরি কমিটির সভায় বিষয়টি উপস্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট জাত উদ্ভাবনকারী সংস্থাকে অনুরোধ জানানো হবে।

আলোচ্য বিষয় - ৫ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত নতুন চিনাবাদাম জাত বামন বাদাম (ডি এম-১) এর অনুমোদন।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত নতুন চিনাবাদাম বামন বাদাম (ডি এম-১) এর অনুমোদন প্রসংগে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ জনাব এম এ খালেক ডঃ এম এইচ মন্ডল, মহা-পরিচালক, বিএআরআই, জনাব এম এ কুদ্দুস পরিচালক, বীজ অনুমোদন সংস্থা এবং সভার সভাপতি। এ জাতটির বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণকারী সকলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন, তবে জাতটির বাংলায় নামকরণ সম্পর্কে উপস্থিত সদস্যদের আপত্তি লক্ষ্য করা যায়। আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বামন বাদাম এর পরিবর্তে অন্য যে কোন একটি সুন্দর নাম নির্বাচন করতে হবে। জাতীয় বীজ বোর্ডের আগামী সভা অনুষ্ঠানের পূর্বেই সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ কর্তৃক নতুন নাম জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য-সচিবকে জানাতে হবে। জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদনের জন্য জাতটির স্বপক্ষে সুপারিশ করা হয়।

আলোচ্য বিষয় - ৬ ঃ বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ও-৯৮৯৭ তোষা জাতের পাটের অনুমোদন।

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ও-৯৮৯৭ নামক তোষা জাতের পাটের অনুমোদন প্রসংগে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভাপতি কর্তৃক সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ ডঃ মোশারফ হোসেনকে জাতটির গুণাগুণ সম্পর্ক উপস্থিত সকল সদস্য এবং আমন্ত্রিত সদস্যদের অবগত করানোর অনুরোধ জানালে ডঃ হোসেন বিস্তারিত তথ্য সহ জাতটি গুণাগুণ ব্যাখ্যা করেন এবং উপস্থিত সকলেই জাতটির অনুমোদনের স্বপক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ সর্বসম্মতিক্রমে ও-৯৮৯৭ তোষা পাটের বাংলায় নামকরণ করা হয় ফালগুনী তোষা। ফাল্গুনী তোষা নামে এ জাতটিকে অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের আগামী সভায় পেশ করার সুপারিশ করা হয়।

আলোচ্য বিষয়- ৭ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত নতুন গম জাত বি এ ডব্লু-৩৮ (BAW-38) এর অনুমোদন।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত নতুন গম জাত বিএডব্লু-৩৮ এর অনুমোদন প্রসংগে আলোচনায় অংশ গ্রহণের জন্য সভাপতি কর্তৃক আমন্ত্রণ জানালে উপস্থিত সদস্যগণ এবং সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদের পক্ষে শ্রী নরেন্দ্র কুমার সাহা, উর্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, গম গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। সভাপতি কর্তৃক এ বিষয়ে মতামত জানতে চাওয়া হলে উপস্থিত সদস্যগণ অনুমোদনের স্বপক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন এবং এ জাতটির জন্য অঘ্রাণী নাম নির্বাচনের সুপারিশ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বিএডব্লু-৩৮ জাতের বাংলায় জনপ্রিয় নাম হিসেবে অঘ্রানী নির্বাচন করে চাষাবাদের অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের আগামী সভায় পেশ করার সুপারিশ করা হয়।

আলোচ্য বিষয় - ৮ ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বি আর-২০ ও বি আর-২১ জাতের অনুমোদন।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বি আর-২০ এবং বি আর-২১ জাতের দু'টি ধানের বাংলায় নামকরণ করা হয়েছে যথাক্রমে নিজামী ও নিয়ামত। এ দু'টি জাতই আউশ মৌসুমে সরাসরি বপনের জন্য উপযোগী। এ জাতটির অনুমোদন প্রসংগে সভাপতি কর্তৃক আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানালে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন জনাব এম এ কুদ্দুস, পরিচালক, বীজ অনুমোদন সংস্থা, ডঃ এম এইচ মন্ডল, মহা পরিচালক, বিএআরআই, জনাব মোঃ আবুল হাসেম, সদস্য-পরিচালক (ফিল্ড), বিএডিসি, ডঃ নূর মোহাম্মদ মিয়া, সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ এবং সভাপতি। এ দু'টি জাতের মূল্যায়নটি দায়সাড়া ধরণের হয়েছে। শুধুমাত্র জয়দেবপুর অঞ্চলের কয়েকটি স্থানে মাঠ মূল্যায়ন করা হয়েছে। এ প্রসংগে সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ ডঃ নূর মোহাম্মদ মিয়া জানান যে, বাংলাদেশে অধিক বৃষ্টিপাত অঞ্চলে এ দু'টি জাতের ট্রায়েল করা হয়েছিল এবং যে সকল অঞ্চলে ট্রায়েল ব্যবস্থা করা হয়েছিল সবকয়টি অঞ্চলেই মাঠ মূল্যায়নের জন্য মূল্যায়ন দলের দলনেতাকে অনুরোধ জানানো হয়েছিল, তবে মূল্যায়ন দল কর্তৃক শুধুমাত্র জয়দেবপুর অঞ্চলের মুল্যায়ন করে মূল্যায়ন প্রতিবেদন পেশ করা হয়েছে। অন্যান্য অঞ্চলের মাঠ মূল্যায়ন করা হয়নি। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ যে সকল অঞ্চলে বি আর-২০ ও বি আর-২১ জাতের ট্রায়াল হয়েছিল শুধুমাত্র সে সকল অঞ্চলে চাষাবাদের সুপারিশসহ জাতীয় বীজ বোর্ডের পরবর্তী সভায় জাতটির অনুমোদনের জন্য পেশ করার অনুরোধ করা হয়।

আলোচ্য বিষয়- ৯ ঃ জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক বিভিন্ন ফসলের উদ্ভাবিত জাতসমূহের সাময়িক অনুমোদন প্রসংগে।

জাতীয় বীজ বোর্ড গঠনের পর বিশেষ জরুরী প্রয়োজনে কয়েকটি ফসলের কিছু সংখ্যক জাতকে সাময়িকভাবে অনুমোদন প্রদান করা হয়েছিল। তবে সাময়িকভাবে অনুমোদিত জাতগুলোকে পরবর্তী সময়ে মাঠ মূল্যায়নের মাধ্যমে চূড়ান্ত অনুমোদনের বিষয়টি নির্ধারিত থাকা

সত্বেও সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদগণ এ বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। ফলে এ বিষয়ে কিছু জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে, এ প্রসংগে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন জনাব এম.এ কুদ্দুস, পরিচালক বীজ অনুমোদন সংস্থা জনাব এম.এ হাশেম, সদস্য-পরিচালক, বিএডিসি; ডঃ মোশারফ হোসেন, পরিচালক (গবেষণা), বিজেআরআই, ডঃ এম.এইচ মন্ডল, মহা-পরিচালক, বিএআরআই এবং সভাপতি। ডঃ মোশারফ হোসেন সভাকে জানান যে, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনষ্টিটিউটের কয়েকটি পাটের জাতকে সাময়িকভাবে অনুমোদনের পক্ষে মতামত ব্যাক্ত করেন। অবশেষে বিস্তারিত আলোচনা এবং পর্যালোচনার পর নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বর্তমানে সাময়িকভাবে অনুমোদিত বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনষ্টিটিউটের সবুজ পাট বা সিভিএল-১, আশু পাট বা সিভিই-৩, জো-পাট বা সিসি-৪৫ এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এর উদ্ভাবিত ধান জাত ভরসা বা বিএইউ-৬৩ জাতগুলো পুনরায় মাঠ মূল্যায়ন করতে হবে এবং মূল্যায়ন প্রতিবেদনসহ কারিগরি কমিটির মাধ্যমে জাতীয় বোর্ডে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পেশ করতে হবে। ভবিষ্যতে কোন ফসলের জাতকে সাময়িকভাবে অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হবে না।

আলোচ্য বিষয় - ১০ ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট এর গভীর পানির ধান প্রকল্পের চাষীদের উৎপাদিত বীজ প্রত্যায়ন।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট এর গভীর পানির ধান প্রকল্পের চাষীদের বিশুদ্ধ বীজ উৎপাদন এবং প্রত্যয়ন বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট এর অনুরোধক্রমে এবং গভীর পানির ধান প্রকল্প কর্তৃক সুপারিশকৃত ধানের মাঠ ও বীজ মানের উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন জনাব এম, এ, কুদ্দুস, পরিচালক, বীজ অনুমোদন সংস্থা, ডঃ নুর মোহাম্মদ মিয়া, জনাব তারা চাদ, জনাব এম, এ হাশেম, ডঃ এম, এইচ, মন্ডল এবং সভাপতি সভায় আলোচিত হয় যে, যেহেতু জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত বীজ মান রয়েছে, সুতরাং নতুন ভাবে শিথিলযোগ্য বীজ মান নির্ধারণের প্রয়োজন নেই। তাছাড়া এখানে যেহেতু বেসরকারী পর্যায়ে বীজ প্রত্যয়নের কোন সুযোগ সৃষ্টিই হয়নি, তাই আপততঃ এ ধরনের কর্মসূচি থেকে বিরত থাকা ভাল। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক তাদের প্রকল্পভুক্ত এলাকায় চাষীদের বীজের মান উন্নয়নের জন্য বেসরকারীভাবে তাদের নির্ধারিত মান অনুযায়ী বীজ উৎপাদনের পরামর্শ প্রদান করতে পারেন।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট এর গভীর পানির ধান প্রকল্পে বীজ বিশুদ্ধকরণ কর্মসূচিতে ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক নির্ধারিত মান অনুযায়ী বীজ উৎপাদনের জন্য চাষীদের উৎসাহিত করা যাবে। তবে বিষয়টি হবে সম্পূর্ণ বেসরকারী। জাতীয় বীজ বোর্ডের সংগে এর কোন সম্পর্ক থাকবে না।

অতিরিক্ত আলোচ্য বিষয়-১ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষনা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ছোলার নবীন জাতের অনুমোদন।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ছোলা জাত নবীন এর অনুমোদন প্রসংগে সভাপতি সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদকে আলোকপাত করতে আহবান জানালে ডঃ আবদুল হামিদ এ জাতটির গুণাগুণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। আলোচনায় লক্ষ্য করা যায় যে, এ জাতটি জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক পূর্বে অনুমোদিত হাইপ্রোছোলা থেকে উত্তম। ফলে সকল সদস্য সন্তুষ্ট হয়ে এ জাতটির অনুমোদনের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত নতুন ছোলা জাত "নবীন" এর অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করা হয়।

অতিরিক্ত আলোচ্য বিষয়-২ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত মুগ-২ (৭৭০৩) জাত এর অনুমোদন।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত নতুন ডাল জাত মুগ-২ এর অনুমোদনের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ডঃ আবদুল হামিদ, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, প্রজনন বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট, জনাব এম, এ, কুদ্দুস, পরিচালক, বীজ অনুমোদন সংস্থা এবং সভাপতি। জাতটির নাম মুগ-২ এর পরিবর্তে বাংলায় নামকরণের বিষয়ে আলোচনা হয় এবং ফসল উৎপাদনের প্রধান অসুবিধাগুলির বিষয়ে ছকপত্রে আলোকপাতের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদকে অনুরোধ জানানো হয়। অবশেষে নিম্ন লিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদনের জন্য মুগ-২ জাতটিকে সুপারিশ করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে জাতীয় বীজ বোর্ডে পেশ করার পূর্বে এ জাতের একটি জনপ্রিয় বাংলা নাম নির্বাচন করতে হবে এবং আবেদন পত্রে অন্যান্য বিষয়ের সংগে এ জাতের প্রধান প্রধান সমস্যাগুলো উল্লেখ করতে হবে।

আলোচ্য বিষয় বিবিধ ঃ গমের Black Point রোগের বীজ মান অনুমোদন।

গমের Black Point রোগের বীজ মান নির্ণয় বিষয়ক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ডঃ সুফি মহিউদ্দিন আহমেদ, প্রকল্প পরিচালক, গম গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই, ডঃ মোহাম্মদ হোসেন মন্ডল, মহা-পরিচালক, বিএআরআই, জনাব আবুল হাশেম, সদস্য-পরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এবং সভাপতি। সভায় গমের Black Point রোগ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। ডঃ সুফি মহিউদ্দিন আহমেদ

সভাকে জানান যে, Black Point রোগ কোন বীজ বাহিত রোগ নয়, তাছাড়া এ রোগের মাধ্যমে বীজের মানের কোন অবক্ষয় হয় না। শুধুমাত্র বীজের গায়ে কিছু কালো দাগ দেখা যায়। আলোচনান্তে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ Black Point রোগের ফলে যেহেতু বীজের মান নষ্ট হবার সম্ভাবনা নেই, ফলে বীজ মান নির্ণয়ের আপাততঃ প্রয়োজন আছে বলে সভা মনে করে না, তবে এ বিষয়ে পরবর্তী সময়ে প্রয়োজন বোধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে।

সভাশেষে উপস্থিত সকল সদস্য, বিশেষ আমন্ত্রিত সদস্য, পর্যবেক্ষক ও সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি কর্তৃক সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষর
(মোঃ আব্দুল গফুর খান)
সদস্য-সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
প্রধান বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তা
বীজ অনুমোদন সংস্থা

স্বাক্ষর
(ডঃ এম মতলুবুর রহমান)
সভাপতি
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
নির্বাহী সহ-সভাপতি
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ।

পরিশিষ্ট "ক"

২১-১০-৮৬ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ১৫তম সভায় উপস্থিত সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ/বিজ্ঞানীদের তালিকা।

ক্রমিক নং	নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠান
১।	জনাব এ.কে. এম আনোয়ারুল কিবরিয়া, পরিচালক (সরেজমিন),কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ
২।	জনাব মধুসুদন সরকার, অতিরিক্ত পরিচালক (সরেজমিন), কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ
৩।	জনাব এম.এ. খালেক, প্রকল্প পরিচালক (তৈল বীজ), বিএআরআই, গাজীপুর
৪।	জনাব ছোলেমান খান, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (তৈল বীজ), বিএআরআই, গাজীপুর
৫।	ডঃ আব্দুল হামিদ, প্রধান উদ্ভিদ প্রজনন, বিএআরআই, গাজীপুর
৬।	জনাব আশুতোষ সরকার, এস.এস ও (উদ্ভিদ প্রজনন), বিএআরআই, গাজীপুর
৭।	জনাব নরেন্দ্র কুমার সাহা, উর্দ্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (গম), বিএআরআই, গাজীপুর
৮।	ডঃ ল্যাড ডি, ব্যাটলার, প্রকল্প পরিচালক (সিডা), বিএআরআই, গাজীপুর
৯।	জনাব মোঃ আবু সুফিয়ান, এস.এস ও (গম), বিএআরআই, গাজীপুর
১০।	ডঃ নুর মোহাম্মদ মিয়া, প্রধান, প্রজনন বিভাগ, বিএআরআই, গাজীপুর
১১।	জনাব তারা চাঁদ, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিআরআরআই, গাজীপুর
১২।	ডঃ এম.এ.কিউ শেখ, সিএসও, বিনা
১৩।	ডঃ এ.জে. মিয়া, সিএসও, বিনা
১৪।	জনাব চন্দ্র শেখর সাহা, পিএসও, বিনা
১৫।	জনাব মোঃ আবুল মনসুর, পিএসও, বিনা
১৬।	জনাব এম.এ. আযম, বৈঃ কর্মকর্তা, বিনা
১৭।	জনাব এল.হাকিম, বৈঃ কর্মকর্তা, বিনা
১৮।	ডঃ মোশাররফ হোসেন, পরিচালক, (কৃষি গবেষণা), পাট গবেষণা ইনষ্টিটিউট
১৯।	ডঃ এম.এ. কুদ্দুস, পরিচালক, বীজ অনুমোদন সংস্থা
২০।	জনাব এ.জি.খান, প্রধান বীজ প্রত্যয়ন অফিসার, বীজ অনুমোদন সংস্থা

২৮-১০-৮৬ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত কারিগরি কমিটির ১৫তম সভায় (মূলতবী) উপস্থিত সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ/ বিজ্ঞানীদের তালিকা।

ক্রমিক নং	কর্মকর্তাদের নাম পদবী ও প্রতিষ্ঠান
১।	ডঃ মুহাম্মদ হোসেন মন্ডল, মহা-পরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট।
২।	ডঃ সুফি মহিউদ্দিন আহমেদ, প্রকল্প পরিচালক (গম), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট।
৩।	জনাব ডঃ আবদুল হামিদ, প্রধান, প্রজনন বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট।
৪।	জনাব মোঃ আবদুল খালেক, প্রকল্প পরিচালক (তৈল বীজ), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট।
৫।	জনাব মোঃ ছোলেমান খান, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট।
৬।	জনাব নরেন্দ্র কুমার সাহা, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট।
৭।	জনাব মোঃ আবিদ হোসেন, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট।
৮।	ডঃ নূর মহাম্মদ মিয়া, প্রধান, প্রজনন বিভাগ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট।
৯।	জনাব তারাচাঁদ, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট।
১০।	ডঃ মোশারফ হোসেন, পরিচালক (কৃষি গবেষণা), বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনষ্টিটিউট।
১১।	ডঃ সেখ সরফুদ্দিন, এসএসও, বি জে আর আই
১২।	জনাব আবদুল মোতালিব, এসএসও, বি জে আর আই
১৩।	জনাব সফি ইকবাল, এসএসও, বি জে আর আই
১৪।	জনাব এ.কে.এম. আনোয়ারুল কিবরিয়া, পরিচালক (সরেজমিন), কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ।
১৫।	জনাব এ.এইচ.এম. মতিয়ার রহমান, কৃষি পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ।
১৬।	জনাব মধুসুদন সরকার, অতিরিক্ত পরিচালক (ফিল্ড সার্ভিস), কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ।
১৭।	জনাব আবুল হাসেম, সদস্য-পরিচালক (সঃ জঃ), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন।
১৮।	জনাব এম.এ. কুদ্দুস, পরিচালক, বীজ অনুমোদন সংস্থা।
১৯।	জনাব এ.জি. খান, প্রধান বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তা, বীজ অনুমোদন সংস্থা।

জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ষোড়শ/১৬তম সভার কার্যবিবরণী

ডঃ এম মতলুবুর রহমান, সভাপতি, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এবং সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ এর সভাপতিত্বে জাতীয় বীজ বোর্ড এর কারিগরি কমিটির ১৬তম সভা ও মূলতবী সভা যথাক্রমে ০৮-০২-৮৮ইং ও ১৭-০৩-৮৮ইং তারিখ সকাল ১০.০০ টায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

উল্লিখিত দু'দিন নির্ধারিত সভায় কারিগরি কমিটির সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ্যা/বিজ্ঞানী/ কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে (সংযোজনীঃ তালিকা-১ ও তালিকা-২) নিম্নে বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

আলোচ্য বিষয় - ১ ঃ জাতীয় বীজ বোর্ড এর কারিগরি কমিটির ১৫ তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

জাতীয় বীজ বোর্ড এর কারিগরি কমিটির ১৫তম সভার কার্যবিবরণী বিভিন্ন গবেষণা ইনষ্টিটিউটের প্রধান এবং সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ/বিজ্ঞানীসহ কারিগরি কমিটির সকল সদস্যের নিকট যথাসময়ে প্রেরণ করা হয়েছিল। আলোচ্য সভাতেও উক্ত কার্যবিবরণী পাঠ করা হয়। কার্যবিবরণী পাঠ করার পর সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সদস্যদের নিকট থেকে এ বিষয়ে মতামত জানতে চাইলে উপস্থিত সদস্যগণ সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিতকরণের স্বপক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ জাতীয় বীজ বোর্ড এর কারিগরি কমিটির ১৫তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ করা হয়।

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ ১৫ তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন।

জাতীয় বীজ বোর্ড এর কারিগরি কমিটির ১৫তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাময়িকভাবে অনুমোদন প্রাপ্ত বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনষ্টিটিউটের উদ্ভাবিত সবুজ পাট বা সিভিএল-১, আশু পাট বা সিভিই-৩, জো-পাঠ বা সিসি-৪৫ এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক উদ্ভাবিত ধানের জাত ভরসা বা বিএইউ-৬৩ এর পুনঃ মাঠ মূল্যায়নের মাধ্যমে চূড়ান্ত অনুমোদনের বিষয়টি এ সভায় আলোচনা করা হয়। সাময়িকভাবে জাত অনুমোদন বিষয়টি যেহেতু পূর্ববর্তী সভায় বিলোপ ঘোষণা করা হয়েছে, তাই সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ কর্তৃক উল্লিখিত জাত সমূহের পুনঃমাঠ মূল্যায়নের মাধ্যমে চূড়ান্ত অনুমোদন প্রাপ্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং ১৫তম সভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অনুমোদিত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ সাময়িকভাবে অনুমোদন প্রাপ্ত বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনষ্টিটিউটের উদ্ভাবিত সবুজ পাট বা সিভিএল-১, আশু পাট বা সিভিই-৩, জো-পাট বা সি সি-৪৫ এবং বাংলদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক উদ্ভাবিত ধানের জাত ভরসা বা বিএইউ-৬৩ এর পুনরায় মাঠ মূল্যায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মাঠ মূল্যায়নেরপর সন্তোষজনক মূল্যায়ন প্রতিবেদন সহ জাতীয় বীজ বোর্ডের নির্ধারিত ছকপত্রে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সংশ্লিষ্ট গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক আবেদন পেশ করতে হবে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য কারিগরি কমিটি কর্তৃক অনুরোধ জানানো হবে। অনুরোধের জবাবে যদি কোনরূপ সাড়া না পাওয়া যায়, তবে উল্লিখিত জাতগুলোকে অনুমোদনপ্রাপ্ত জাতের তালিকা থেকে বাদ দেবার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করা হবে।

আলোচ্য বিষয়-৩ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত জৈন্তা গোল মরিচ জাত এর অনুমোদন।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত জৈন্তা গোল মরিচ জাতের অনুমোদন প্রসংগে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনায় সভাপতি মহোদয় এবং অন্যান্যদের মধ্যে ডঃ মামুনুর রশিদ, ডঃ মোহাম্মদ হোসেন মন্ডল, জনাব আনোয়ারুল কিবরিয়া ও জনাব এম, এ, কুদ্দুস অংশ গ্রহণ করেন। আলোচনা শেষে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ ক) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত জৈন্তা গোল মরিচ এর জাতটি শুধু মাত্র চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাসমূহ ও সিলেট জেলায় চাষাবাদের অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করা হলো।

খ) উল্লিখিত অঞ্চলগুলো ছাড়া বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে জৈন্তা গোল মরিচ জাতের চাষাবাদের সম্ভাব্যতা বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক চালিয়ে যেতে হবে।

আলোচ্য বিষয়-৪ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত হলুদের দু'টি জাত যথাক্রমে (ক) ডিমলা ও (খ) সিন্দুরী জাতের অনুমোদন।

বাংলাদেশের স্থানীয় বিভিন্ন হলুদের জাত থেকে এ দু'টি জাত নির্বাচন করা হয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউটের মাধ্যমে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, অন্যান্য স্থানীয় জাতের চেয়ে এ দু'টি জাতের ফলন বেশী হয় এবং রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ অপেক্ষাকৃত কম হয়। মসলা ফসলের জাত বিশেষ করে হলুদের কোন জাত পূর্বে অনুমোদন লাভ করেনি। তাই উপস্থিত সদস্যগণ বর্ণিত হলুদের দু'টি জাত অনুমোদনের স্বপক্ষে মতামত ব্যক্ত করে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত হলুদের দু'টি জাত যথাক্রমে (ক) ডিমলা ও (খ) সিন্দুরী বাংলাদেশে ব্যাপক চাষাবাদের অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়- ৫ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্ভাবিত মিষ্টি আলু দৌলতপুরী জাতের অনুমোদন।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের আলু গবেষণা কেন্দ্র স্থানীয় বিভিন্ন জাতের মিষ্টি আলুর উপর গবেষণা চালিয়ে দৌলতপুরী নামক জাতটি নির্বাচন করে। উচ্চ শর্করা সম্পন্ন জাত হিসাবে জাতটি স্থানীয় অন্যান্য মিষ্টি আলুর জাতের চেয়ে অধিক ফলন দেয়। এ জাতে কোন রোগের আক্রমণ দেখা যায়নি, তবে সামান্য পোকার আক্রমণ লক্ষ্য করা গিয়াছে। সভায় সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ ডঃ মামুনুর রশিদ জানান যে, সেচ এবং সেচ ছাড়া দু'ভাবেই এজাতের চাষাবাদ করা চলে। সেচ সহ চাষাবাদ করলে ফলন বৃদ্ধি পায়। আলোচনা শেষে নিম্ন বর্ণিত সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়।

সিদ্ধান্তঃ

ক) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত মিষ্টি আলুর জাত দৌলতপুরী বাংলাদেশের সর্বত্র মিষ্টি আলু উৎপাদনকারী অঞ্চলে ব্যাপক চাষাবাদের অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ড এর নিকট সুপারিশ করা হলো।

খ) সেচ-সহ ও সেচ-ছাড়া এবং সার প্রয়োগ সহ ও সার প্রয়োগ-ছাড়া বিভিন্ন ট্রায়েল সংশ্লিষ্ট গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক চালিয়ে যেতে হবে এবং গবেষণার ফলাফল সম্প্রসারণ বিভাগের মাধ্যমে কৃষকদেরকে জানাতে হবে।

আলোচ্য বিষয়-৬ ঃ বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউটের ৪টি আখের জাত যথাক্রমে ঈশ্বরদী-১৮, ঈশ্বরদী-১৯, ঈশ্বরদী-২০ এবং ঈশ্বরদী ২১ এর অনুমোদন।

বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী কর্তৃক উদ্ভাবিত আখের ৪টি জাত আই৫৯/৭৪ (ঈশ্বরদী-১৮), আই-৪৯/৭৫ (ঈশ্বরদী-১৯), আই-২৪/৭৬ (ঈশ্বরদী-২০) এবং আই-৪৯১/৭৬ (ঈশ্বরদী-২১) অনুমোদন বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনায় সভাপতি মহোদয়, জনাব আলী ইমাম, ডঃ এম,এ, করিম, ডঃ এফ, করিম, জনাব মুকিত ও শ্রী মধুসুধন সরকার অংশগ্রহণ করেন। উল্লিখিত ৪টি জাতের উপর মূল্যায়ন প্রতিবেদনসহ অন্যান্য প্রাসংগিক বিষয় যেমন-ফসল উৎপাদন, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, চিনি উৎপাদন ও মুড়ি চাষ প্রথার উপর ব্যাপক আলোচনার পর প্রস্তাবিত ৪টি জাতের মধ্য থেকে দু'টি জাত যথাক্রমে আই-৫৯/৭৪ ও আই- ২৪/৭৬ কে ঈশ্বরদী-১৮ ও ঈশ্বরদী-১৯ নামে অনুমোদনের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত আখের দু'টি জাত আই- ৫৯/৭৪ ও আই- ২৪/৭৬ জাতকে যথাক্রমে ঈশ্বরদী-১৮ ও ঈশ্বরদী-১১ নামে অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৭ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্ভাবিত স্বদেশী (মুখীকচু) ও লতীরাজ (পানিকচু) নামক দু'টি জাতের অনুমোদন।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্ভাবিত মুখীকচু এমকে ০৬৫ (স্বদেশী) এবং পানিকচু পিকে ০৫১ (লতীরাজ) এর অনুমোদন বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনায় জনাব মুকিত, ডঃ কবির, শ্রী মধুসুধন সরকার, ডঃ মামুনুর রশিদ ও ডঃ আমিরুল ইসলাম অংশগ্রহণ করেন। আলোচনা শেষে উপস্থিত সদস্যগণ সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ ক) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত মুখীকচু এমকে ০৬৫ (স্বদেশী) ও পানিকচু পিকে ০৫১ (লতীরাজ) নামক দু'টি জাতের অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করা হলো।

খ) সুপারিশকৃত মুখীকচু এমকে ০৬৫ এর প্রস্তাবিত বাংলা নাম স্বদেশী এর পরিবর্তে সুন্দর এবং শ্রুতিমধুর অন্য নাম বা নামের তালিকা সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ কর্তৃক নির্বাচন করে অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য-সচিবের নিকট পেশ করতে হবে।

আলোচ্য বিষয়-৮ ঃ বিবিধ।

জাতীয় বীজ বোর্ড এর কারিগরি কমিটির দু'দিনের সভায় বিভিন্ন ফসলের জাত অনুমোদনের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিভিন্ন ফসলের জাত অনুমোদন প্রসংগে কয়েকটি সাধারণ বিষয় বা সংশ্লিষ্ট সকল জাত উদ্ভাবনকারী ইনস্টিটিউটের বেলায় প্রযোজ্য, তেমন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নিম্নে সিদ্ধান্তগুলো উল্লেখ করা হলো।

সিদ্ধান্ত ঃ ক) মাঠ মূল্যায়ন বিষয়ে মূল্যায়ন প্রতিবেদন যেন দায় সাড়া গোছের না হয় সে দিকে মূল্যায়ন দলের দলনেতা এবং মূল্যায়ন দলের সদস্যদেরকে সচেতন থাকতে হবে।

খ) জাত অনুমোদন সংক্রান্ত আবেদনপত্র কারিগরি কমিটিতে পেশ করার পূর্বে কমিটির সদস্য-সচিব কর্তৃক তা ভালভাবে পরীক্ষা করতে হবে। আবেদনপত্রে সংযোজিত তথ্যাদি সন্তোষজনক না হলে কারিগরি কমিটির সদস্য-সচিব কর্তৃক সংশ্লিষ্ট ইনস্টিটিউটের প্রজননবিদের নিকট তা সংশোধনের জন্য অনুরোধ জানিয়ে ফেরত পাঠাবেন। অসম্পূর্ণ তথ্যাদি সম্বলিত আবেদনপত্র কারিগরি কমিটির সভায় পেশ করা হবে না।

গ) যে সকল জাতের ফসল কৃষকের জমিতে ট্রায়েল করা হবে সে সকল ফসলের বেলায় সেচ সুবিধাসহ ও সেচ সুবিধা - ছাড়া, সার ব্যবহার-সহ ও সার ব্যবহার-ছাড়া বিভিন্ন উপাত্ত (data) কম পক্ষে ৩ (তিন) বছরের থাকতে হবে। অন্যথায় বোর্ড এর নিকট সুপারিশ করা যাবে না।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ শেষে সভাপতি কর্তৃক উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষর
(মোঃ আব্দুল গফুর খান)
সদস্য-সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
প্রধান বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তা
বীজ অনুমোদন সংস্থা।

স্বাক্ষর
(ডঃ এম মতলুবুর রহমান)
সভাপতি
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
নির্বাহী সহ-সভাপতি
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ।

(তালিকা-২)

০৮-০২-৮৮ইং (২৪-১০-৯৪ বাং) তারিখে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ১৬তম সভার উপস্থিত সদস্য, আমন্ত্রিত অতিথি, পর্যবেক্ষক এবং সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদের স্বাক্ষর।

ক্রমিক নং	নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠান	সদস্য
১।	ডঃ মোহাম্মদ হোসেন মন্ডল, মহা-পরিচালক, বিএআরআই	"
২।	মোঃ আব্দুস সাত্তার, যুগ্ম-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ	"
৩।	এ.কে.এম আনোয়ারুল কিবরিয়া, পরিচালক (সরেজমিন),	"
৪।	ডঃ আ.খ.ম. আমজাদ হোসেন, প্রধান, উদ্যানতত্ত্ব বিভাগ,	"
৫।	মোঃ নাছির উদ্দিন আহমেদ, এসএস ও (উদ্যানতত্ত্ব), বিএআরআই	"
৬।	মোঃ ইব্রাহীম তালুকদার, সহযোগী ইক্ষু রোগতত্ত্ববিদ, এসআরটিআই	"
৭।	সৈয়দ আলী ইমাম, প্রধান কৃষিতত্ত্ববিদ, এসআরটিআই	"
৮।	ডঃ এম এ করিম, প্রধান ইক্ষু প্রজননবিদ, এসআরটিআই	"
৯।	মোঃ ইয়াসিন আলী, পরিচালক, এসআরটিআই	"
১০।	ডঃ মামুনুর রশিদ, পরিচালক, আলু গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই	"
১১।	ডঃ মোঃ আঃ মান্নান, মহা-পরিচালক, ব্রি	"
১২।	এস.এ. মোকিত, প্রধান ব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি	"

জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির সপ্তদশ/১৭তম সভার কার্যবিবরণী

ডঃ এম, মতলুবুর রহমান, সভাপতি, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এবং নির্বাহী সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ এর সভাপতিত্বে জাতীয় বীজ বোর্ড এর কারিগরি কমিটির ১৭তম সভা গত ১৪-৮-৮৮ইং (৩০শে শ্রাবণ, ১৩৯৫ বাং) তারিখ রবিবার সকাল ১১.৩০ টায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।
উল্লিখিত সভায় কারিগরি কমিটির সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ/বিজ্ঞানী/কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে (সংযোজনীঃ ১) নিম্নে বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ জাতীয় বীজ বোর্ড এর কারিগরি কমিটির ১৬তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ১৬তম সভার কার্য্যবিবরণী বিভিন্ন গবেষণা ইনষ্টিটিউটের প্রধান এবং সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীসহ কারিগরি কমিটির সদস্যদের নিকট যথাসময়ে প্রেরণ করা হয়েছিল। উক্ত কার্য্যবিবরণীর উপর কোন আপত্তি আসেনি। আলোচ্য সভাতেও উক্ত কার্য্যবিবরণীর উপর উপস্থিত সদস্যগণ কোন আপত্তি উত্থাপন না করে সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিতকরণের স্বপক্ষে মতামত প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ১৬তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ করা হয়।

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ ০৮-০২-৮৮খ্রি. ও ১৭-৩-৮৮খ্রি. বাং তারিখ অনুষ্ঠিত কারিগরি কমিটির ১৬তম সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন।

জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কামিটির ১৬তম সভার কার্যবিবরণী ছাড়া ও বীজ অনুমোদন সংস্থার ২৪-৫-৮৮ ইং তারিখের ৩৯১, ৩৯২, ৩৯৩ ও ৩৯৪ (২) সংখ্যক স্মারক পত্রে সংশ্লিষ্ট গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রধান নির্বাহী ও প্রজননবিদ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদেরকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কারিগরি কমিটির গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্তসমূহ জানানো হয়েছে। এ যোগাযোগের প্রেক্ষিতে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান থেকে যথারীতি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। বর্তমান সভায় বিষয়টির উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনায় উপস্থিত সদস্যগণ মতামত প্রদান করেন যে, পরবর্তী কারিগরি কমিটির সভায় বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষ যদি তাদের জাতগুলোর পুনঃমূল্যায়নের মাধ্যমে আবেদনপত্র পেশ না করেন তবে তাদের জাতগুলোর চাষাবাদ বাতিল করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

সিদ্ধান্ত ঃ

১) সাময়িকভাবে অনুমোদন প্রাপ্ত বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্ভাবিত সবুজ পাট বা সিভিএল-১, আশু পাট বা সিভিই-৩, জো-পাট বা সিসি -৪৫ এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক উদ্ভাবিত ধানের জাত ভরসা বা বিএইউ-৬৩ এর সন্তোষজনক মাঠ মূল্যায়নসহ জাতীয় বীজ বোর্ডের নির্ধারিত ছক পত্রে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির পরবর্তী সভায় উপস্থাপন না করা হলে কারিগরি কমিটির সভায় তাদের উদ্ভাবিত জাতসমূহকে চাষাবাদ কর্মসূচী থেকে বাতিল করার জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করা হবে।
২) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত মুখিকচুর জাত যা কারিগরি কমিটির ১৬তম সভায় অনুমোদনের সুপারিশ লাভ করেছে, সে জাতটির বাংলা জনপ্রিয় নাম হিসেবে "বিলাশী" নামটি নির্বাচন করা হয়।

আলোচ্য বিষয়- ৩ ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত দু'টি ধানের জাত যথাক্রমে বিআর-২২ (কিরণ) ও বিআর-২৩ (দিশারী) এর অনুমোদন।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত দু'টি ধানের জাত যথাক্রমে বিআর-২২ ও বিআর-২৩ অনুমোদনের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনায় সভাপতি মহোদয় ছাড়াও বাংলাদেশ আনবিক কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ডঃ এম এম মিঞা, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জনাব মাজাহারুল হক এবং সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ ডঃ নূর মোহাম্মদ মিয়া অংশগ্রহণ করেন। আলোচনা এবং বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর উপস্থিত সদস্য এবং কর্মকর্তাগণ জাত দু'টির অনুমোদনের স্বপক্ষে জাতীয় বীজ বোর্ড-এ সুপারিশ পেশ করার জন্য মতামত প্রদান করেন এবং এ দুটি জাতের জনপ্রিয় বাংলা নাম হিসেবে যথাক্রমে কিরণ ও দিশারী রাখার প্রস্তাবটি বিবেচনা করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ধানের দু'টি জাত বিআর-২২ (কিরণ), বিআর-২৩ (দিশারী) বাংলাদেশ ব্যাপক চাষাবাদের অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করা হয়।

আলোচ্য বিষয়-৪ ঃ বাংলাদেশ আনবিক কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত একটি দেশী পাটের জাত এ্যাটম পাট-৩৮ এর অনুমোদন।
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত পাটের জাত এ্যাটম পাট-৩৮ এর অনুমোদন প্রসংগে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনায় জানা যায় যে, বিগত দশ বছর যাবত এ জাতটি আমাদের দেশে পরীক্ষামূলকভাবে চাষাবাদ হচ্ছে এবং এর উৎপাদন দেশী পাটের জাত ডি-১৫৪ থেকেও বেশী। এ জাতটির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ শ্রী চন্দ্র শেখর সাহা ছাড়াও বাংলাদেশ আনবিক

কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট- এর পরিচালক এবং সভাপতি মহোদয় আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। আলোচনার পর দেশী পাটের উন্নত জাত হিসেবে এ্যাটম পাট-৩৮ এর ব্যাপক চাষাবাদ অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করার প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ আনবিক কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত দেশী পাটের জাত এ্যাটম পাট-৩৮ বাংলাদেশে চাষাবাদের অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করা হয়।

আলোচ্য বিষয়- ৫ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটক কর্তৃক উদ্ভাবিত বিভিন্ন ফসলের ৪টি নতুন জাত যথাক্রমে (ক) চীনা বাদামের জাত- একসেসন-১২ (ঝিঙা বাদাম) (খ) তিষির জাত- তিষি -১ (নীলা) (গ) সরিষার জাত- আর, এস-৮১ (দৌলত) (ঘ) গর্জন তিলের জাত-গুজি-১ (শোভা) এর অনুমোদন।

ক) চীনা বাদামের জাত একসেসন-১২ (ঝিঙা বাদাম)

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত চীনা বাদামের জাত একসেসন-১২ এর উপর সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহা-পরিচালক, ডঃ এম এইচ, মন্ডল, সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ জনাব এম,এ খালেক, জনাব মাজাহারুল হক এবং সভাপতি মহোদয়। বিস্তারিত আলোচনা এবং গবেষণামূলক বিভিন্ন তথ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর উপস্থিত সদস্যগণ এ জাতটির বাংলাদেশে চাষাবাদের অনুমতির স্বপক্ষে জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করার বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ

১। চীনা বাদামের জাত-একসেসন-১২ বাংলাদেশে ঝিঙা বাদাম নামে ব্যাপক চাষাবাদের অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করা হয়।

২। কৃষকদের মাঠে এ জাতটির ট্রায়েলের মাধ্যমে গবেষণা কার্যক্রম বাংলাদেশে কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে চালিয়ে যেতে হবে এবং গবেষণার ফলাফল কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগকে অবহিত করতে হবে।

খ) তিষির জাত তিষি-১ (নীলা)

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক তিষির বিভিন্ন জাতের উপর গবেষণা চালিয়ে ঢাকার ধামরাই এলাকা হতে সংগৃহীত এ জাতটিকে অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয়। অভোজ্য তৈল উৎপাদনকারী শষ্য হিসেবে বাংলাদেশে তিষি পরিচিত। এজাতটির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ জনাব এম,এ, খালেক বিস্তারিত আলোচনা করেন। সভাপতি মহোদয়ও এ বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। আলোচনান্তে এ ফসলের কোন অনুমোদিত জাত নেই বিধায় বাংলাদেশে ব্যাপক চাষাবাদের অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশের প্রস্তাব করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত তিষির জাত তিষি-১ (নীলা) বাংলাদেশের সর্বত্র চাষাবাদের অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করা হয়।

গ) সরিষার জাত-আর এস ৮১ (দৌলত)

কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক সরিষার বিভিন্ন জাতের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আর,এস- ৮১ জাতটি উচ্চ ফলনশীল জাত হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে। সভায় এ জাতটির চাষাবাদ সংক্রান্ত ও গবেষণা তথ্যভিত্তিক বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনার পর বাংলাদেশে এ জাতের চাষাবাদের স্বপক্ষে জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশের প্রস্তাব অনুমোদিত হয় এবং এ জাতটির বাংলা জনপ্রিয় নাম হিসেবে (দৌলত) নামটি নির্বাচন করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত আর,এস ৮১ (দৌলত) নামের জাতটি বাংলাদেশে ব্যাপক চাষাবাদের অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করা হয়।

ঘ) গর্জন তিলের জাত- গুজি-১ (শোভা)।

গর্জন তিলের নতুন জাতটি কুমিল্লা এলাকা থেকে সংগৃহীত। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক দেশী বিভিন্ন তিলের জাতের সংগে গবেষণা চালিয়ে এ জাতটিকে অধিক ফলনশীল জাত হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। সভায় এ জাতটির উপর বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং আলোচনা শেষে উপস্থিত সকল সদস্য বাংলাদেশে গর্জন তিলের জাতটির চাষাবাদের অনুমোদনের স্বপক্ষে জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করেন। এজাতটির বাংলা জনপ্রিয় নাম নির্বাচন করা হয়েছে 'শোভা'।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত গর্জন তিলের নতুন জাত গুজি-১ (শোভা) বাংলাদেশে ব্যাপক চাষাবাদের অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করা হয়।

আলোচ্য বিষয়-বিবিধঃ

জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির সভায় গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত বিশেষ করে নতুন জাত অনুমোদনের সুপারিশ সংক্রান্ত বিষয়গুলো বাংলাদেশের গণমাধ্যমে প্রচারের বিষয়ে আলোচনা হয় এবং এ বিষয়ে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্ন বর্ণিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটিতে অনুমোদনের সুপারিশ প্রাপ্ত জাতগুলোর বিষয়ে প্রেস বিজ্ঞপ্তি দেয়া হবে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কারিগরি কমিটির সদস্য সচিব।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ শেষে সভায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষর
(মোঃ আব্দুল গফুর খাঁন)
সদস্য-সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
প্রধান বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তা
বীজ অনুমোদন সংস্থা।

স্বাক্ষর
(ডঃ এম মতলুবুর রহমান)
সভাপতি
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
নির্বাহী সহ-সভাপতি
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ

জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির অষ্টাদশ/১৮তম সভার কার্যবিবরণী

ডঃ এম, মোশারফ হোসেন, মহা-পরিচালক, বিজেআরআই এর সভাপতিত্বে জাতীয় বীজ বোর্ড এর কারিগরি কমিটির ১৮তম সভা গত ৫-৮-৮৯ইং (২১শে শ্রাবণ, ১৩৯৬ বাং) তারিখ শনিবার সকাল ১১.৩০ টায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উল্লিখিত সভায় কারিগরি কমিটির সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ/বিজ্ঞানী/কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে (পরিশিষ্ট-ক) নিম্নেবর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ জাতীয় বীজ বোর্ড এর কারিগরি কমিটির ১৭তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

জাতীয় বীজ বোর্ড এর কারিগরি কমিটির ১৭তম সভার কার্যবিবরণী বিভিন্ন গবেষণা ইনিস্টিটিউটের প্রধান এবং সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীসহ কারিগরি কমিটির সদস্যদের নিকট যথাসময়ে প্রেরণ করা হইয়াছিল। উক্ত কার্যবিবরণীর উপর কোন আপত্তি আসেনি। আলোচ্য সভাতেও উক্ত কর্যবিবরণীর উপর উপস্থিত সদস্যগণ কোন আপত্তি উপস্থাপন না করে সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিতকরণের স্বপক্ষে মতামত প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ১৭তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ করা হয়।

আলোচ্য বিষয়- ২ ঃ জাতীয় বীজ বোর্ড এর কারিগরি কমিটির ১৭তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন।

জাতীয় বীজ বোর্ড এর কারিগরি কমিটির ১৭তম সভায় গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের উপর সভায় আলোচনা হয়। আলোচনায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়, তবে সাময়িক ভাবে অনুমোদনপ্রাপ্ত বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত সবুজ পাট (সিডিএল-১), আশু পাট (সিভিই-৩) ও জো-পাট (সিসি-৪৫) এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক উদ্ভাবিত ধানের জাত ভরসা (বিএইউ-৬৩) যা সন্তোষজনক মাঠ মূল্যায়ন প্রতিবেদন সহ পুনঃ আবেদনের বিষয়ে অনুরোধ জানানোর পর সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ এর নিকট থেকে কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। এ বিষয়টির উপর সভার সভাপতি ডঃ মোশারফ হোসেন, কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের পক্ষ থেকে জনাব এ,কে,এম, আনোয়ারুল কিবরিয়া এবং বিএডিসির পক্ষ থেকে জনাব এস,এ, মোকিত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। আলোচনার পর নিম্ন বর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহকে বার বার তাগিদ দেয়া সত্ত্বেও সাময়িকভাবে অনুমোদিত জাতগুলো চূড়ান্ত অনুমোদন লাভে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করার দরুন বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত সবুজ পাট (সিভিএল -১), আশু পাট (সিভিই-৩), জো-পাট (সিসি-৪৫) এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক উদ্ভাবিত ধানের জাত ভরসা (বিএইউ-৬৩) নামক ফসলের জাতগুলো বাংলাদেশে চাষাবাদ কর্মসূচি থেকে বাতিল করার পক্ষে জাতীয় বীজ বোর্ড এর নিকট পেশ করার জন্য সুপারিশ করা হয়।

আলোচ্য বিষয়-৩ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত মাসকলাই এর একটি জাত বারিমাস (এমএকে-১) এর অনুমোদন।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত মাসকলাই এর জাত বারিমাস (এমএকে-১) এর অনুমোদনের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনায় সভাপতি মহোদয় ছাড়াও বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ডঃ মোঃ আমিরুল ইসলাম, কৃষি সম্প্রাসারণ অধিদপ্তরের জনাব এ কে এম আনোয়ারুল কিবরিয়া, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের জনাব এম এ মোকিত, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের জনাব ডঃ নূর মোহাম্মদ মিয়া এবং সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ ডঃ এম মতিউর রহমান অংশগ্রহণ করেন। আলোচনা এবং বিভিন্নভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর উপস্থিত সদস্যগণ এ জাতটিকে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের অন-ফার্ম ডিভিশনের গবেষণা উপাত্ত (ডাটা) বা কৃষকদের মাঠে প্রদর্শনীমূলক চাষাবাদ সংক্রান্ত গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন না করার দরুন পরবর্তীতে এ সব তথ্যাদি কারিগরি কমিটির সভায় পেশ করার বিষয়ে একমত হয়ে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত মাসকলাই এর জাত বারিমাস এর অনুমোদনের জন্য অন-ফার্ম গবেষণার বা কৃষকদের মাঠে ট্রায়েলের উপাত্তসহ পরবর্তী কারিগরি কমিটির সভায় পেশ করার জন্য সুপারিশ করা হয়।

আলোচ্য বিষয়-৪ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত কাউনের দু'টি জাত যথাক্রমে কিষাণ ও তিতাস এর অুমোদন।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত কাউনের দু'টি জাত কিষাণ (বগুড়া-১) এবং তিতাস এর অনুমোদনের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের জনাব ডঃ মোঃ আমিরুল ইসলাম, সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ ডঃ মোঃ হেলালুল ইসলাম, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জনাব এম,এ,সাত্তার এবং সভাপতি মহোদয়। বিস্তারিত আলোচনা এবং গবেষণামূলক বিভিন্ন তথ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর উপস্থিত সদস্যগণ কাউনের দু'টি জাতের মধ্যে তিতাস নামের জাতটি তুলনামূলক হেক্টর প্রতি ফলন বেশী হওয়ায় বাংলাদেশে চাষাবাদের স্বপক্ষে জাতীয় বীজ বোর্ড এর নিকট সুপারিশ করার বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশে কাউনের কোন অনুমোদিত জাত নেই বিধায় এবং কাউনের জাত তিতাস এর ফলনের দিকে লক্ষ্য রেখে এ জাতটির চাষবাদের অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে পেশ করার স্বপক্ষে সুপারিশ করা হয়।

আলোচ্য বিষয়-৫ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত চিনার নতুন জাত তুষার এর অনুমোদন।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত চিনার জাত তুষার এর উপর সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের জনাব ডঃ আমীরুল ইসলাম, সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ জনাব ডঃ হেলালুল ইসলাম, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের জনাব ডঃ নূর মোহাম্মদ মিয়া এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জনাব আঃ সাত্তার এবং সভাপতি মহোদয়। আলোচনায় জানা যায় বাংলাদেশে চিনার কোন অনুমোদিত জাত নাই। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা শেষে উপস্থিত সদস্যগণ এ জাতটির বাংলাদেশে চাষাবাদের স্বপক্ষে জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ চিনার জাত তুষার এর চাষাবাদের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ড এর অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়।
আলোচনা শেষে সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

. সভাপতির পক্ষে/ ড.এম. মোশারফ হোসেন
কারিগরি কমটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
এবং মহাপরিচালক
বাংলাদেশ পাট গবেষনা ইনস্টিটিউট

পরিশিষ্ট-ক
উপস্থিত সদস্যদের তালিকা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী ও প্রতিষ্ঠান	সদস্য
১।	ডঃ নুর মোহাম্মদ মিয়া	মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ব্রি	"
২।	মোঃ আমীরুল ইসলাম	পরিচালক (গবেষনা), বিএআরআই	"
৩।	মোঃ আঃ সাত্তার	অতিঃ পরিচালক, সরেজমিন শাখা, ডিএই	"
৪।	এম.এ মোকিত	প্রঃ ব্যবস্থাপক (বাউ), বাঃকৃঃউঃ কর্পোরেশন	"
৫।	ডঃ মোঃ হেলালুল ইসলাম	প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, (খাদ্যশস্য) বিএআরআই	"
৬।	এ.কে.এম আনোয়ারুল কিবরিয়া	পরিচালক (সরেজমিন), ডিএই	"
৭।	ডঃ মোঃ মতিউর রহমান	পিএসও (ডাল), আঃকৃঃগঃ কেন্দ্র, ঈশ্বরদী	"

জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির উনবিংশ/১৯তম সভার কার্যবিবরণী

ডঃ এস,ইউ,চৌধুরী, নির্বাহী সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ এর সভাপতিত্বে জাতীয় বীজ বোর্ড এর কারিগরি কমিটির ১৯তম সভা গত ৭-২-৯০ইং (২৫শে মাঘ ১৩৯৬ বাং) তারিখ বুধবার বিকাল ২.০০ টায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উল্লিখিত সভায় কারিগরি কমিটির সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ/ বিজ্ঞানী/ কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে (সংযোজনী-১) নিম্নে বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ১৮তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

জাতীয় বীজ বোর্ডের ১৮তম সভার কার্যবিবরণী বিভিন্ন গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রধান এবং সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীসহ করিগরী কমিটির সকল সদস্যদের নিকট যথাসময়ে প্রেরণ করা হয়েছিল। উক্ত কার্যবিবরণীর উপর আলোচ্য বিষয়-২ এর সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে পরিচালক (কৃষি), বিজেআরআই, ঢাকা এর নিকট থেকে এক খানি প্রতিবাদ লিপি সদস্য-সচিব, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এবং প্রধান বীজ প্রত্যায়ন কর্মকর্তা, বীজ অনুমোদন সংস্থা, গাজীপুর সমীপে প্রেরণ করা হয়। আলোচনা সভাতেও ঐ প্রতিবাদ লিপির উপর আলোচনা করা হয় এবং আলোচনা শেষে উক্ত কার্যবিবরণীর আংশিক পরিবর্তন সাপেক্ষে সদস্যগণ সর্বসম্মতিক্রমে ১৮তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণের পক্ষে মতামত প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ১৮তম সভায় কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ করা হয়।

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ১৮তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়ন।

সভায় গত ০৫-০৮-৮৯ইং তারিখে অনুষ্ঠিত কারিগরি কমিটির ১৮তম সভায় গৃহীত বিভিন্ন সুপারিশসমূহ যথারীতি গত ৩১-১০-৮৯ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় পেশ করা হয় এবং জাতীয় বীজ বোর্ডের সভার সিদ্ধান্ত সমূহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অবগত করানো হয়। কারিগরি কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে উপস্থিত সদস্যগণ সন্তোষ প্রকাশ করেন।

আলোচ্য বিষয়-৩ ঃ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৌলিতত্ব বিভাগ কর্তৃক উদ্ভাবিত সয়াবিনের একটি জাত পিবি-১ (সোহাগ) এর অনুমোদন।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৌলিতত্ব বিভাগ কর্তৃক উদ্ভাবিত সয়াবিনের একটি জাত পিবি-১ এর অনুমোদনের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের প্রধান ব্যবস্থাপক (বীজ) জনাব এম এ মোকিত, সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ প্রফেসর ডঃ লুৎফর রহমান এবং সভাপতি মহোদয়। বিস্তারিত আলোচনা এবং গবেষণামূলক বিভিন্ন তথ্যাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর উপস্থিত সদস্যগণ জাতটির অনুমোদনের পক্ষে জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট পেশ করার জন্য মতামত প্রদান করেন। এ জাতটির বাংলা নাম হিসাবে সোহাগ নির্বাচন করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৌলিতত্ব বিভাগ কর্তৃক উদ্ভাবিত সয়াবিনের একটি জাত পিবি-১ (সোহাগ) বাংলাদেশে চাষাবাদের অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করা হয়।

আলোচ্য বিষয় -৪ ঃ বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত আখের দু'টি জাত যথাক্রমে ঈশ্বরদী -২০ এবং ঈশ্বরদী-২১ এর অনুমোদন।

সভায় বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত আখের দু'টি জাত যথাক্রমে ঈশ্বরদী-২০ এবং ঈশ্বরদী-২১ এর অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয়। সভাপতি মহোদয়, সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ এবং উপস্থিত সদস্যগণ এ দু'টি জাতের উপর বিস্তারিত আলোচনা করেন। জাতীয় বীজ বোর্ডের নির্ধারিত আবেদন পত্র অসম্পূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় তথ্যাদির অভাবহেতু এ দু'টি জাতের অনুমোদনের বিপক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন এবং পরবর্তী সভায় এ'দুটি জাতের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সহ পুনরায় পেশ করার জন্য সংশ্লিষ্ট গবেষণা ইনস্টিটিউটকে জানানোর জন্য সভা কর্তৃক সুপারিশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত আখের জাত যথাক্রমে ঈশ্বরদী-২০ এবং ঈশ্বরদী-২১ এর অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদিসহ জাতীয় বীজ বোর্ডের আবেদন পত্র সম্পূর্ণভাবে পূরণ করে পুনরায় সংশ্লিষ্ট গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক পেশ করতে হবে।

আলোচনা শেষে সভার সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে সভা সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষর
সদস্য-সচিব
কারিগরি কমিটি জাতীয় বীজ বোর্ড
এবং
প্রধান বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তা
বীজ অনুমোদন সংস্থা।

স্বাক্ষর
ডঃ এস.ইউ. চৌধুরী
সভাপতি
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
এবং
নির্বাহী সহ-সভাপতি
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ।

পরিশিষ্ট-ক

উপস্থিত সদস্যদের তালিকা।

ক্রমিক নং	নাম	পদবী ও প্রতিষ্ঠান
১।	মোঃ আবদুল খালেক	প্রকল্প পরিচালক, তৈল বীজ, বিএআরআই
২।	এম. মাহতাব উদ্দিন	সিএসও, বিজেআরআই
৩।	Kcvimc, stout	M.C.C Soybean, Agronomist
৪।	লুৎফর রহমান	প্রফেসর, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
৫।	নূর মোহাম্মদ মিয়া	মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিআরআরআই
৬।	মোঃ মাইছের আলী	পরিচালক (কৃষি), বিজেআরআই
৭।	এস.এ মোকিত	প্রধান ব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি
৮।	এ.এ করিম	পি,সি,বি (গ্রেড-১), এসআরটিআই
৯।	আবদুল আউয়াল	প্রধান ইক্ষু প্রজননবিদ
১০।	মোঃ আবদুস সাত্তার	পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), সরেজমিন শাখা, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির বিংশ/২০তম সভার কার্যবিবরণী

ডঃ এস ইউ চৌধুরী, নির্বাহী সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ এর সভাপতিত্বে জাতীয় বীজ বোর্ড এর কারিগরি কমিটির ২০তম সভা গত ৩০-৬-৯০ইং (১৫ই আষাঢ় ১৩৯৭ বাং) তারিখ শনিবার বিকাল ২.০০ ঘটিকায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উল্লিখিত সভায় কারিগরি কমিটির সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ/বিজ্ঞানী/কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে (সংযোজনী-১) নিম্নে বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ১৯তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ১৯তম সভার কার্যবিবরণী বিভিন্ন গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রধান এবং সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানী সহ কারিগরি কমিটির সকল সদস্যদের নিকট যথাসময়ে প্রেরণ করা হয়েছিল। কার্যবিবরণী বিতরণের পর আজ পর্যন্ত এ বিষয়ে কোন আপত্তি আসেনি। আলোচ্য সভাতে উক্ত কার্যবিবরণীর উপর আলোচনা করা হয়। আলোচনায় আলোচ্য বিষয়-১ এর সিদ্ধান্তে কারিগরি কমিটির ১৮তম সভার কার্যবিবরণী নিম্নোক্তভাবে আংশিক পরিবর্তন পূর্বক ১৯তম সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়।

আংশিক পরিবর্তন ঃ ১৮তম সভার কার্যবিবরণীর আলোচ্য বিষয়-২ সিদ্ধান্তের উপর মহা-পরিচালক, বিজেআরআই কর্তৃক জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় বক্তব্য রাখার ব্যাপারে সুপারিশ গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ১৯তম সভার কার্যবিবরণীর উপরোক্ত সংশোধন পূর্বক অনুমোদন করা হয়।

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ১৯তম সভার গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন।

উক্ত সভায় বিগত ৭-২-৯০ইং তারিখের অনুষ্ঠিত কারিগরি কমিটির ১৯তম সভায় গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের বিষয়ে আলোচনা হয়। আলোচনায় জানা যায় যে, সভায় গৃহীত বিভিন্ন সুপারিশসমূহ যথারীতি সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদকে জানানো হয় ও গত ১০-২-৯০ইং তারিখের জাতীয় বীজ বোর্ডের বর্ধিত বিশেষ সভায় পেশ করা হয়। এবং জাতীয় বীজ বোর্ডের বর্ধিত বিশেষ সভার সিদ্ধান্তসমূহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করানো হয়। কারিগরি কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে উপস্থিত সদস্যগণ সন্তোষ প্রকাশ করেন।

আলোচ্য বিষয়-৩ ঃ ইক্ষু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত আখের দু'টি জাত ঈশ্বরদী-২০ ও ঈশ্বরদী-২১ এর অনুমোদন।

ক) ইক্ষু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত আখের জাত ঈশ্বরদী-২০ এর অনুমোদনের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন প্রধান ব্যবস্থাপক (বীজ) জনাব এম,এ,মোকিত, ইক্ষু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের পরিচালক, জনাব ইয়াসিন আলী, সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ এবং সভাপতি মহোদয়। বিস্তারিত আলোচনা এবং গবেষণামূলক বিভিন্ন তথ্যাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর উপস্থিত সদস্যগণ জাতটি বৃহত্তর রংপুর, বগুড়া, রাজশাহী, পাবনা, যশোর, ময়মনসিংহ অঞ্চলে চাষাবাদের নিমিত্তে অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট পেশ করার ব্যাপারে মতামত প্রদান করেন।

খ) ইক্ষু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত আখের জাত ঈশ্বরদী-২১ এর অনুমোদনের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভাপতি মহোদয়, পরিচালক, ইক্ষু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং উপস্থিত সদস্যগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। আলোচনা শেষে জাতটি রংপুর, বগুড়া, রাজশাহী, পাবনা, যশোর, ময়মনসিংহ অঞ্চলসহ বৃহত্তর কুষ্টিয়া জিলার মিলজোন এলাকায় চাষাবাদের সুপারিশসহ অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট প্রেরণ করার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ ইক্ষু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত আখের জাত ঈশ্বরদী-২০ বাংলাদেশের বৃহত্তর রংপুর, বগুড়া, রাজশাহী, পাবনা, যশোর এবং ময়মনসিংহ অঞ্চলে এবং ঈশ্বরদী-২১ রংপুর, বগুড়া, রাজশাহী, পাবনা, যশোর, ময়মনসিংহ অঞ্চল সহ বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলার মিলজোন এলাকায় চাষাবাদের অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করা হয়। জাত দুইটি দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও চাষাবাদের নিমিত্তে পরীক্ষা কার্য চালানোর জন্য সংশ্লিষ্ট গবেষণা ইনস্টিটিউট এর প্রতি অনুরোধ জানানো হয়।

আলোচ্য বিষয়-৪ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত আলুর তিনটি জাত (১) পি-৫০৯ (২) মবিন ও অবিগো এর অনুমোদন।

বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনা ও বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর পি-৫০১ এর জনপ্রিয় নাম 'হীরা' হিসাবে নির্বাচন করা হয়। জাত তিনটির বৈশিষ্ট ও চাষাবাদ পদ্ধতির উপর নির্ধারিত ছক অনুযায়ী বাংলায় প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রদান সাপেক্ষে অনুমোদনের বিষয়ে উপস্থিত সদস্যগণ একমত পোষণ করেন। উল্লেখিত তথ্যাদি পাওয়া গেলে পরবর্তী জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

ক) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত আলুর জাত পি- ৫০১ এর জনপ্রিয় নাম 'হীরা' নির্বাচন করা হয়।

খ) পি-৫০১, মবিন ও অবিগো জাতের আলুর প্রত্যেকটির জন্য পৃথকভাবে নির্ধারিত ছক অনুযায়ী বাংলায় বিবরণী দাখিল সাপেক্ষে বাংলাদেশে চাষাবাদের অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৫ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত মাস কালাই এর একটি নতুন জাত 'বারিমাস' (এম,এ,এক-৯) এর অনুমোদন।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত মাস কলাই এর একটি নতুন জাত বারিমাস এর উপর সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের প্রধান ব্যবস্থাপক (বীজ) জনাব এম এ মোকিত, সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ ডঃ মামুনুর রশিদ, প্রকল্প পরিচালক, কন্দাল ফসল, বিএআরআই ও সভাপতি মহোদয়। বিস্তারিত আলোচনার পর উপস্থিত সদস্যগণ এ জাতটির বাংলাদেশে চাষাবাদের অনুমোদনের স্বপক্ষে জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করার বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত মাসকালাইর নতুন জাত বারিমাস (এম,এ,কে-৯) এর অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করা হয়।

আলোচ্য বিষয়-৬ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত মসুরের একটি জাত উৎফলা (এল-৫) এর অনুমোদন।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত মসুরের জাত উৎফলা এর অনুমোদনের ব্যাপারে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। জাতটির মাঠ মূল্যায়ন দলনেতা কর্তৃক কোন মাঠ মূল্যায়ন না থাকায় অনুমোদন করা সম্ভব নয় বলে সকল সদস্যগণ অভিমত ব্যক্ত করেন। তবে সকল সদস্য এ ব্যপারে একমত হন যে মাঠ মূল্যায়ন দলের সুপারিশকৃত প্রতিবেদন পাওয়া মাত্রই এই জাতটি অনুমোদনের ব্যাপারে বিবেচনার জন্য সত্বর কারিগরি কমিটির সভা আহ্বান করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

সিদ্ধান্ত ঃ মাঠ মূল্যায়ন দলের মূল্যায়ন প্রতিবেদনসহ পরবর্তী কারিগরি কমিটি সভায় উৎফলা জাতটি অনুমোদনের জন্য পেশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচ্য বিষয়-৭ ঃ বিবিধ।

সভায় বিবিধ আলোচনা প্রসংগে এই মর্মে সুপারিশ গৃহীত হয় যে, কারিগরি কমিটির সদস্যদের মধ্য হতে কতিপয় সদস্যকে পরবর্তীতে মাঠ মূল্যায়ন দলের সদস্য হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

অবশেষে আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শেষ করেন।

স্বাক্ষর/ ৯০-০৭-৯০স্বাক্ষর/ ১০-০২-৯০

স্বাক্ষর
সদস্য-সচিব
কারিগরি কমিটি
জাতীয় বীজ বোর্ড
এবং
প্রধান বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তা
বীজ অনুমোদন সংস্থা।

স্বাক্ষর
(ডঃ এস.ইউ. চৌধুরী)
সভাপতি
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
এবং
নির্বাহী সহ-সভাপতি
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ।

উপস্থিত সদস্যদের তালিকা

ক্রমিক নং	নাম ও প্রতিষ্ঠান
১।	এম.এ. মোকিত, প্রঃ ব্যঃ (বীজ) বাঃকৃঃউঃক
২।	মোঃ আবদুল আজিজ মিয়া, সিএসও,ব্রি
৩।	মোঃ আঃ সাত্তার, অতিরিক্ত পরিচালক (সরেজমিন), ডিএই
৪।	মোঃ ইয়াসিন আলী, পরিচালক, এসআরটিআই
৫।	ডঃ মামুনুর রশিদ, প্রকল্প পরিচালক, কন্দাল ফসল, বিএআরআই
৬।	ডঃ মতিউর রহমান, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (ডাল), বারী, আঃকৃঃগঃ কেন্দ্র
৭।	ডঃ এম. মাইছের আলী, পরিচালক (কৃষি), বিজেআরআই
৮।	এম, মাহতাব উদ্দিন, সিএসও, বিজেআরআই
৯।	ডঃ এম.এ. করিম, প্রধান (প্রজনন বিভাগ), এসআরটিআই
১০।	মনির উদ্দিন খান, মুখ্য বীজ প্রযুক্তিবিদ, বীজ অনুমোদন সংস্থা

জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির একবিংশ/২১তম সভার কার্যবিবরণী

গত ২২-১২-৯০ইং (৭ই পৌষ, ১৩৯৭ বাং) রোজ রবিবার বিকাল ২.৩০ মিনিটে এবং ৩১-১২-৯০ইং (১৬ই পৌষ, ১৩৯৭ বাং) রোজ মঙ্গলবার বিকাল ২.০০ ঘটিকায় ডঃ এস,ইউ,চৌধুরী, নির্বাহী সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল এবং সভাপতি, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর সভাপতিত্বে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলে নির্বাহী সহ-সভাপতির অফিস কক্ষে জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ২১তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কারিগরি কামিটির সদস্যগণ এবং সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ/প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন (তালিকা সংযুক্ত)। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্ন লিখিত বিষয়ে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ কারিগরি কমিটির ২০তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

বীজ অনুমোদন সংস্থার ১৭-৭-৯০ইং তারিখের জাঃবীঃ বোঃ- ২/সি-৮/৮২ (অংশ)/ ৮৬৩ (১২) সংখ্যক স্মারক পত্রে জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কামিটির ২০তম সভার কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট সকল সদস্য এবং বিভিন্ন গবেষনা ইনস্টিটিউটের প্রধানদের নিকট বিতরণ করা হয়েছে। কার্যবিবরণী বিতরণের পর আজ পর্যন্ত এ বিষয়ে কোন আপত্তি আসেনি। আলোচ্য সভাতে উক্ত কার্যবিবরণীর উপর আলোচনা করা হয়। আলোচনা শেষে ২০তম সভার কার্যবিবরণি সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের ২০তম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন করা হয়।

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ২০তম সভার গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন।

উক্ত সভায় বিগত ৩০-৬-৯০ইং তারিখে অনুষ্ঠিত কমিটির ২০তম সভায় গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তাবায়নের বিষয়ে আলোচনা হয়। আলোচনায় জানা যায় যে, বিগত সভায় গৃহীত বিভিন্ন সুপারিশসমূহ যথারীতি সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদকে জানানো হয় ও জাতীয় বীজ বোর্ডের ২৬তম সভায় পেশ করা হয় এবং সভার সিদ্ধান্তসমূহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অবগত করানো হয়। কারিগরি কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে উপস্থিত সদস্যগণ সন্তোষ প্রকাশ করেন।

আলোচ্য বিষয়-৩ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত তুলার দু'টি জাত-'মুক্তা' ও 'প্রভা' এর অনুমোদন।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত তুলার জাত মুক্তা এর অনুমোদনের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের প্রধান ব্যবস্থাপক (বীজ) জনাব এম এ মোকিত, ডঃ মোহাম্মদ হোসেন মন্ডল, মহা-পরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং সভাপতি, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড। বিস্তারিত আলোচনা এবং গবেষণামুলক বিভিন্ন তথ্যাদি পরীক্ষা-নীরিক্ষার পর জাতটি চাষী পর্যায়ে চাষাবাদের নিমিত্তে অনুমোদনের জন্য মতামত ব্যক্ত করেন। ধানেরও একটি জাত মুক্তা নামে অভিহিত আছে বিধায় তুলার এ জাতটির নাম মুক্তা এর পরিবর্তে 'আভা' রাখার জন্য একমত পোষণ করেন। অতঃপর বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত তুলার জাত প্রভা এর অনুমোদনের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। জাতটির বিভিন্ন তারিখে বপনকৃত ফলনের তারতম্য, রোগের প্রাদুর্ভাব বিভিন্ন হারে সার প্রয়োগে ফলনের তারতম্যের উপর আরো প্রয়োজনীয় উপাত্ত নাই বিধায় এর উপর আরো উন্নয়নমুলক গবেষণার প্রয়োজন আছে বলে সভা মত ব্যক্ত করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ তুলার জাত 'আভা' চাষী পর্যায়ে চাষাবাদের অনুমোদনের বিষয়ে জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ পেশ করা হয়।

আলোচ্য বিষয়-৪ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ভুট্টার জাত মহর এর অনুমোদন।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ভুট্টার জাত মহর এর অনুমোদনের বিষয়ে সভায় উপস্থাপন করা হলে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনায় অংশগ্রহন করেন ডঃ মোহাম্মদ হোসেন মন্ডল, মহা-পরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জনাব এম এ মোকিত, প্রধান ব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ ডঃ হেলালুর ইসলাম এবং কারিগরি কমিটির সভাপতি, ডঃ এস ইউ চৌধুরী। বর্তমানে মাঠ পর্যায়ে চাষের অনুমোদিত জাত 'বর্ণালী' থেকে প্রস্তাবিত জাতটির দানা এবং ফলন অনেক বেশী বিধায় আলোচনা শেষে জাতটির অনুমোদনের বিষয়ে সদস্যগণ মতামত ব্যক্ত করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ ভুট্টার জাত মহর চাষী পর্যায়ে চাষাবাদের অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করা হয়।

আলোচ্য বিষয়-৫ ঃ বাংলাদেশ আণবিক কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত সরিষার দু'টি জাত 'সফল' ও 'বিরল' সরিষার অনুমোদন।

বাংলাদেশ আণবিক কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত সরিষার জাত 'সফল' এর অনুমোদনের বিষয়ে পেশ করা হলে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। কারিগরি কমিটির সভাপতি, পরিচালক, বিনা এবং পরিচালক (গবেষণা), বিজেআরআই, আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। আলোচনা শেষে জাতটির অনুমোদনের বিষয়ে সকল সদস্যবৃন্দ মতামত প্রদান করেন। বাংলাদেশ আণবিক কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত সরিষার অপর একটি জাত 'বিরল' এর অনুমোদনের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সভার সভাপতি, ডঃ এম এ জলিল, পরিচালক, বিনা, প্রধান ব্যবস্থাপক (বীজ) জনাব এম এ মোকিত এবং উপস্থিত অন্যান্য সদস্যগণ, আলোচনা শেষে জাতটির অনুমোদনের বিষয়ে সবাই একমত প্রকাশ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ সরিষার জাত সফল ও বিরল চাষী পর্যায়ে চাষের অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করা হয়।

আলোচ্য বিষয়-৬ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত মুশুরের একটি জাত উৎফলা (এল-৫) এর অনুমোদন।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত মুশুরের জাত উৎফলা (এল-৫) এর অনুমোদনের বিষয়ে উপস্থাপন করা হলে বিস্তারিত আলোচনায় অংশনেন সভাপতি মহোদয় ডঃ মোহাম্মদ হোসেন মন্ডল, মহা-পরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ডঃ এ কে এম ফজলুল কবির, পরিচালক (কৃষি), বিজেআরআই এবং এম এ মোকিত, প্রধান ব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি। সার্বিক বিষয়াদি বিবেচনা শেষে এ জাতটি অনুমোদনের বিষয়ে সকল সদস্যগণ একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ মুশুরের জাত উৎফলা (এল-৫) এর চাষী পর্যায়ে চাষাবাদের অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করা হয়।

আলোচ্য বিষয়-৭ ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের ২৩তম সভায় অনুমোদিত চীনাবাদামের একটি জাত ডিএম-১ এর শ্রুতিমধুর নাম নির্বাচন প্রসংগে।

এ প্রসংগে সভায় আলোচনা হলে সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ কর্তৃক দেয়া ১০টি নামের মধ্যে 'ত্রিফলা' নামটি নির্বাচন করা হয়, যাহা জাতীয় বীজ বোর্ডের পরবর্তী সভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা মুলতবী ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষর
(ডঃ কাজী মুসলিহুদ্দীন আহাম্মদ)
প্রধান বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তা
বীজ অনুমোদন সংস্থা
এবং
সদস্য-সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড

স্বাক্ষর
(ডঃ এস ইউ চৌধুরী)
নির্বাহী সহ-সভাপতি
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল
এবং
সভাপতি
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ঢাকায় ২২-১২-৯০ইং তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ২১তম সভায় উপস্থিত সদস্য ও প্রজননবিদদের তালিকা ।

ক্রমিক নং	নাম	পদবী ও প্রতিষ্ঠান
১।	জনাব নুর মোহাম্মদ মিয়া	মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট।
২।	জনাব মোঃ আঃ সাত্তার	অতিরিক্ত পরিচালক, সরেজমিন উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।
৩।	জনাব এ.জে. মিয়া	পরিচালক, বিনা, ময়মনসিংহ।
৪।	জনাব আতাউর রহমান	প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিনা, ময়মনসিংহ
৫।	জনাব মোঃ আশরাফুল ইসলাম	মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট।
৬।	জনাব মোঃ রওশন আলী	উর্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট।
৭।	জনাবা উষা রাণী চৌধুরী	উর্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (ভুট্ট), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট।
৮।	জনাব চন্দ্র শেখর সাহা	মূখ্য বিজ্ঞানিক কর্মকর্তা বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট।
৯।	জনাব সৈয়দ আলী হোসেন	প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (ভুট্টা), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট।
১০।	ডঃ মোঃ হেলালুল ইসলাম	মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট।
১১।	জনাব এম.এ মোকিত	প্রধান ব্যবস্থাপক (বীজ), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন
১২।	জনাব আব্দুল আহাদ মিয়া	প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিএআরআই।
১৩।	ডঃ এ.কে.এম. ফজলুল কবির	পরিচালক (কৃষি), বিজেআরআই।
১৪।	ডঃ কাজী মুসলিহুদ্দীন আহাম্মদ	প্রধান বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তা বীজ অনুমোদন সংস্থা।
১৫।	জনাব মোহাম্মদ হোসেন মন্ডল	মহা-পরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট।

জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির দ্বাবিংশ/২২তম সভার কার্যবিবরণী

গত ১৩-১১-৯১ইং (২৮-৭-৯৮ বাং) তারিখ বুধবার সকাল ১১.০০ ঘটিকায় এবং ৩০-১১-৯১ইং (১৫-৮-৯৮ বাং) তারিখ শনিবার সকাল ১১.০০ ঘটিকায় ডাঃ এম এস ইউ চৌধুরী, নির্বাহী সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ এবং সভাপতি, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর সভাপতিত্বে নির্বাহী সহ-সভাপতির অফিস কক্ষে কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ২২তম সভা ও তার বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় কারিগরি কমিটির সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ/বিজ্ঞানী/কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে (তালিকা সংযুক্ত) নিম্নবর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

আলোচ্য বিষয় -১ ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ২১তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

কারিগরি কমিটির ২১তম সভার কার্যবিবরণী বিভিন্ন গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রধান এবং সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীসহ কারিগরি কমিটির সকল সদস্যদের নিকট যথাসময়ে প্রেরণ করা হয়েছিল। কার্যবিবরণী বিতরণের পর এ বিষয়ে লিখিতভাবে কোন আপত্তি আসেনি। তবে বর্তমান সভায় ডঃ নূর মোহাম্মদ মিয়া, মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ব্রি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানান যে, ২১তম সভায় উপস্থিত সদস্য এবং আমন্ত্রিত সদস্যদের নাম/পদবী এবং কর্মস্থলের বিবরণীতে কিছু ভুল রয়েছে তাসংশোধনপূর্বক ২১তম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন করা যেতে পারে। অতঃপর ডঃ নূর মোহাম্মদ মিয়া, মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ব্রি, জনাব চন্দ্রশেখর সাহা, মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বীনা, ময়মনসিংহ, জনাব এ এফ এম মনিরুজ্জামান, পরিচালক (গবেষণা) বারি, গাজীপুর হিসাবে সংশোধন করা হয়। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনা শেষে ২১তম সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরি কমিটির ২১তম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন করা হয়।

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ কারিগরি কমিটির ২১তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তাবয়ন।

কারিগরি কমিটির ২১তম সভা গত ২২-১২-৯০ ইং তারিখ এবং ৩১-১২-৯০ইং তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ২১তম সভার গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বিষয়ে আলোচনা হয়। আলোচনায় জানা যায় ২১তম সভায় গৃহীত বিভিন্ন সুপারিশসমূহ যথারীতি সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদগণকে জানানো হয় এবং চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের ২৭তম সভায় যথারীতি পেশ করা হয়। কারিগরি কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে উপস্থিত সদস্যগণ সন্তোষ প্রকাশ করেন।

আলোচ্য বিষয় -৩ ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বোনা আউশের দুটি জাত বিআর-২৪ (রহমত) এবং বি.আর-২৫ (আমানত) এর অনুমোদন।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বোনা আউশের দুইটি জাত বিআর-২৪ (রহমত) এবং বি আর-২৫ (আমানত) এর অনুমোদনের বিষয়টি সদস্য-সচিব জনাব মনির উদ্দিন খান, প্রধান বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) সভায় উপস্থাপন করেন এবং সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদকে জাত দুটি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরার জন্য আহবান জানান। ডাঃ নুর মোহাম্মদ মিয়া, মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ব্রি, উল্লেখিত জাত দুটির তথ্য তুলে ধরে বিস্তারিত আলোচনা করেন। আলোচনায় অংশ নেন জনাব মোঃ নাজমুল হুদা, ব্যবস্থাপক, বীজ উৎপাদন (চুক্তিবদ্ধ চাষী) বিএডিসি, জনাব মোঃ এনামুল হক, অতিরিক্ত পরিচালক (সরেজমিন), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং সভাপতি মহোদয়। বিস্তারিত আলোচনা এবং গবেষণামূলক বিভিন্ন তথ্যাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর উপস্থিত সদস্যগণ জাত দুটির মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে প্রস্তাবিত দুটি জাতের মধ্যে থেকে বিআর-২৫ জাতটি বিআর-২৪ (রহমত) নামে অনুমোদনের পক্ষে সুপারিশ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ বোনা আউশের জাত বিআর-২৫ কে বিআর-২৪ (রহমত) নামে চাষী পর্যায়ে চাষাবাদের অনুমোদনের বিষয় জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করা হয়।

আলোচ্য বিষয়-৪ ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত রোপা আমনের জাত বিআর-২৬ (নয়া পাজাম) এর অনুমোদন।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত রোপা আমনের জাত বিআর-২৬ (নয়া পাজাম) এর অনুমোদনের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনায় অংশ নেন সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ ডঃ নূর মোহাম্মদ মিয়া, মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ব্রি, ডঃ এ জে মিয়া, পরিচালক, বিনা, জনাব মোঃ নজমুল হুদা, ব্যবস্থাপক, বীজ উৎপাদন (কন্ট্রাক্ট গ্রোঃ), বিএডিসি জনাব মোঃ এনামুল হক, অতিরিক্ত পরিচালক (সরেজমিন), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং সভাপতি মহোদয়। ডঃ এ জে মিয়া, পরিচালক, বিনা, জাতটিকে বিনাশাইলের সাথে তুলনামূলক চাষ করা দরকার বলে জানান। জনাব মোঃ নাজমুল হুদা এলাকাভিত্তিক অনুমোদিত সবগুলো জাতের সাথে তুলনামূলক চাষ করার পর ছাড় করা দরকার বলে জানান। জনাব মোঃ এনামুল হক, জাতটি সবদিক থেকেই ভাল তাই ছাড় করা যেতে পারে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। সভাপতি মহোদয় জাতটিকে বিনাশাইলের সাথে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা দরকার বলে মত প্রকাশ করেন। এ ব্যাপারে প্রজননবিদ ডঃ নূর মোহাম্মদ মিয়া জানান যে, যেহেতু জাতটি পাজাম এবং বিআর-২৬ হতে সংকরায়নের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়েছে তাই কেবল পাজামের সাথেই তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং এই জাতটি পাজাম থেকে সবদিক দিয়েই ভাল। বিস্তারিত আলোচনা ও

গবেষণামুলক বিভিন্ন তথ্যাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জাতটি বিআর-২৫ (নয়া পাজাম) নামে চাষী পর্যায়ে চাষাবাদের নিমিত্তে অনুমোদনের জন্য উপস্থিত সদস্যগণ মতামত ব্যক্ত করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ রোপা আমনের জাত বিআর-২৫ (নয়া পাজাম) চাষী পর্যায়ে চাষাবাদের অনুমোদনের পক্ষে জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ পেশ করা হয়।

আলোচ্য বিষয়-৫ ঃ ইনস্টিটিউট অব পোষ্ট গ্রাজুয়েট ষ্টাডি ইন এগ্রিকালচার (ইপসা) কর্তৃক উদ্ভাবিত দুটি বারমাসী সীম, ইপসা সীম-১ এবং ইপসা সীম-২ এর অনুমোদন।

ইপসা কর্তৃক উদ্ভাবিত বারমাসী সীম ইপসা সীম-১ এবং ইপসা সীম-২ এর অনুমোদনের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ এ ব্যাপারে আলোচনা শুরু করেন। আলোচনায় অংশ নেন জনাব মোঃ নাজমুল হুদা, ব্যবস্থাপক বীজ উৎপাদন (কঃ গ্রোঃ), বিএডিসি জনাব মোঃ এনামুল হক, অতিরিক্ত পরিচালক (সরেজমিন), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং সভাপতি মহোদয়। জনাব মোঃ এনামুল হক জানান যে, যেহেতু খরিপ মৌসুমে আমাদের দেশে তেমন কোন সব্জী পাওয়া যায় না তাই খরিপ মৌসুমে বারমাসী এই সীমের জাত দুটি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে। তাছাড়া এই সীম দুটি সবদিক থেকে ভাল তাই অনুমোদন দেয়া যেতে পারে। বিস্তারিত আলোচনা শেষে উল্লেখিত জাত দুটি অনুমোদনের পক্ষে সদস্যগণ একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ 'ইপসা' কর্তৃক উদ্ভাবিত বারমাসী সীম ইপসা সীম-১ এবং ইপসা সীম-২ এর চাষী পর্যায়ে চাষাবাদের বিষয়ে জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করা হয়।

আলোচ্য বিষয়-৬ ঃ জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক জাত অুনমোদনের আবেদন পত্র ফরম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় সংশোধন আনয়ণ।

জাতীয় বীজ বোর্ডের ২৭ তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জাতীয় বীজ বোর্ডের জাত অনুমোদনের আবেদনপত্র ফরম প্রয়োজনীয় সংশোধন আনয়নের জন্য সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনা শেষে আবেদন পত্র ফরম সংশোধনের জন্য একটি ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি পরবর্তী কারিগরি কমিটির সভায় এ ব্যাপারে একটি রিপোর্ট পেশ করবেন।

কমিটি ঃ

১। পরিচালক, বীজ অনুমোদন সংস্থা- আহবায়ক
২। সদস্য পরিচালক (বীজ), বিএডিসি- সদস্য
৩। মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং বিভাগীয় প্রধান, ব্রি- সদস্য
৪। মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও বিভাগীয় প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বারি- সদস্য
৫। অতিরিক্ত পরিচালক (সরেজমিন), কৃষি সম্প্রাসারণ অধিদপ্তর- সদস্য।

আলোচ্য বিষয়-৭ ঃ বাংলাদেশ আণবিক কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত এবং জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত বিরল সরিষার নাম পরিবর্তনপূর্বক পেশকৃত নামের মধ্যে একটি শ্রুতিমধুর নাম নির্বাচন।

জাতীয় বীজ বোর্ডের ২৭তম সভায় বাংলাদেশ আণবিক কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত সরিষার দুটি জাত 'সফল' ও 'বিরল' অনুমোদনের বিষয়ে উপস্থাপন করা হলে বিস্তারিত আলোচনার পর উপস্থিত সকল সদস্যগণ জাত দুইটি অনুমোদনের স্বপক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন। তবে সভায় এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, 'বিরল' সরিষার নাম শ্রুতিমধুর নয় বিধায় পরিবর্তন করতে হবে। এই ব্যাপারে আলোচনাকালে বিনা এর প্রতিনিধি সভায় ৫টি নাম প্রস্তাব করেন। অগ্রণী, সিলভা, সঞ্চয়, রুপা ও মুক্তা। উপস্থিত সদস্যগণ 'বিরল' নাম রাখা সম্ভব না হলে 'অগ্রণী' নাম নির্বাচনের পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ অনুমোদিত সরিষার নাম বিরল অথবা 'অগ্রণী' রাখার জন্য সুপারিশ করা হয়।

আলোচ্য বিষয়-৮ ঃ

ক) বীজ পরীক্ষাগারে জাতের বিশুদ্ধতা পরীক্ষার জাতগত মিশ্রণ পরীক্ষার ব্যাপারে আলোচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
খ) গুদামে রক্ষিত বীজের বেলায় লট সাইজ নির্ধারণ সম্পর্কে আলোচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
গ) জাতীয় বীজ প্রযুক্তি কর্মশালা-১৯৯২ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
ঘ) জাতীয় বীজ বোর্ডের কার্যবিবরণী, অনুমোদিত জাত সমূহের বৈশিষ্ট এবং জাতীয় বীজ প্রযুক্তি কর্মশালা ১৯৮৯ এর কার্যবিবরণী মুদ্রণ।

উল্লেখিত ব্যাপারে প্রধান বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত), বীজ অনুমোদন সংস্থা সভায় অবহিত করেন যে, গবেষণাগারে জাতগত মিশ্রণ পরীক্ষার ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোন পদ্ধতি না থাকার কারণে জাতগত মিশ্রণ পরীক্ষা কাজে বিশেষ অসুবিধা হয়। তাছাড়া বীজের লট সাইজ জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক নির্দিষ্ট না থাকায় নমুনা সংগ্রহেও অসুবিধা হয়। এ ব্যাপারে পরিচালক, বীজ অনুমোদন সংস্থা, সুনির্দিষ্ট ও কার্যকারী পদ্ধতির অভাবে বিএডিসি'র সংগে ভুল বোঝাবুঝির সুযোগ রয়েছে বলিয়া সভাকে অবহিত করেন। আলোচনায় ডঃ নূর মোহাম্মদ মিয়া, মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ব্রি অবহিত করেন যে গবেষণাগারে বীজের জাত নির্ধারণ প্রক্রিয়াটা বেশ জটিল এবং তাহা অভিজ্ঞতার উপর

অনেকটা নির্ভরশীল। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার পর বীজের লট সাইজ নির্ধারণ ও বিশুদ্ধতার ব্যাপারে পরিচালক, বীজ অনুমোদন সংস্থাকে আহবায়ক এবং সদস্য পরিচালক, বীজ, বিএডিসি অতিরিক্ত পরিচালক (সরেজমিন), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও বিভাগীয় প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন ও কৌলিতত্ত্ব বিভাগ, ব্রি, মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও বিভাগীয় প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বারিকে সদস্য করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠিত হয়। কমিটির আহ্বায়ক এ ব্যাপারে একটি প্রতিবেদন পরবর্তী সভায় দাখিল করবেন বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অতঃপর জাতীয় বীজ প্রযুক্তি কর্মশালা-১৯৯২ অনুষ্ঠানের ব্যাপারে পরিচালক, বীজ অনুমোদন সংস্থা, সভাকে অবহিত করেন যে, জাতীয় বীজ বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৮৯ ইং সনে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের অর্থানুকূলে জাতীয় বীজ প্রযুক্তি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রতি দু'বছর অন্তর এ ধরনের কর্মশালা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত রয়েছে। তাই আগামী জানুয়ারী/৯২ মাসে পরবর্তী বীজ প্রযুক্তি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হতে পারে। সভায় উপস্থিত সদস্যগণ কর্তৃক এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনাপূর্বক জানুয়ারী-১৯৯২ মাসে বীজ প্রযুক্তি কর্মশালা অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সুপারিশ করা হয়। অতঃপর পরিচালক, বীজ অনুমোদন সংস্থা এই মর্মে সভাকে অবহিত করেন যে, জাতীয় বীজ প্রযুক্তি কর্মশালা- ১৯৮৯ এর কার্যবিবরণী, জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত ফসলের জাতসমূহের বৈশিষ্ট (২য় সংখ্যা) এবং জাতয়ি বীজ বোর্ডের কার্যবিবরণী (২য় সংখ্যা) বর্তমানে পান্ডুলিপি আকারে প্রস্তুত রয়েছে। এগুলি মুদ্রণ প্রয়োজন। এ ধরনের পূর্ববতী প্রকাশনাগুলো বিএআরসি কর্তৃক মুদ্রিত হয়েছে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার পর উল্লেখিত প্রকাশনাসমূহ বিএআরসির অর্থানুকূল্যে মুদ্রণের জন্য সুপারিশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

ক) বীজ পরীক্ষাগারে জাতের বিশুদ্ধতা পরীক্ষায় জাতিগত মিশ্রণ পরীক্ষা এবং গুদামে রক্ষিত বীজের বেলায় লট সাইজ নির্ধারণের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়।

খ) কমিটি আগামী কারিগরি কামিটির সভায় এ ব্যাপারে একটি প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

কমিটি ঃ

১।	পরিচালক, বীজ অনুমোদন সংস্থা	আহবায়ক
২।	সদস্য পরিচালক (বীজ), বিএডিসি	সদস্য
৩।	অতিরিক্ত পরিচালক (সরেজমিন), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
৪।	মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও বিভাগীয় প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন ও কৌলিতত্ত্ব বিভাগ, ব্রি	সদস্য
৫।	মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও বিভাগীয় প্রধান উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বারী	সদস্য

ক) জাতীয় বীজ প্রযুক্তি কর্মশালা-১৯৯২ আগামী জানুয়ারী ১৯৯২ মাসে বিএআরসি'র অর্থানুকূল্যে অনুষ্ঠিত হবার সুপারিশ পেশ করা হয়।

খ) জাতীয় বীজ প্রযুক্তি কর্মশালা-১৯৮৯ এর কার্যবিবরণী, জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত ফসলের জাত সমূহের বৈশিষ্ট (২য় সংখ্যা) এবং জাতীয় বীজ বোর্ডের কার্যবিবরণী (২য় সংখ্যা) বিএআরসি কর্তৃক মুদ্রণ করার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

আলোচ্য বিষয়-৯ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত তিষির জাত পি-১৪-২৫, (তিষি-২) (সুফলা, সুকলা, তৃষ্ণা) এর অনুমোদন।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত তিষির জাত পি-১৪-২৫ (তিষি-২) এর অনুমোদনের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনায় অংশ নেন জনাব এ জে মিয়া, পরিচালক, বিনা, জনাব মোঃ নাজমুল হুদা, ব্যবস্থাপক, বীজ উৎপাদন (কঃ গ্রোঃ) বিভাগ, বিএডিসি সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ এবং সভাপতি মহোদয়। জাতটির উপর অন-ফার্ম গবেষণার কোন উপাত্ত পরিবেশন করা হয় নাই বিধায় সভাপতি মহোদয় জাতটির ব্যাপারে অন-ফার্ম গবেষণার উপাত্তসহ কারিগরি কমিটির পরবর্তী সভায় দাখিল করার জন্য প্রস্তাব পেশ করেন এবং বিস্তারিত আলোচনার পর উক্ত
প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ অনফার্ম গবেষণার প্রয়োজনীয় উপাত্তসহ তিষির জাত পি-১৪-২৫ (তিষি-২) এর অনুমোদনের বিষয়ে কারিগরি কমিটির পরবর্তী সভায় পেশ করার জন্য সুপারিশ করা হয়।

আলোচ্য বিষয়- ১০ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত মূলার জাত পিংকি এর অনুমোদন।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত মূলার জাত পিংকি এর অনুমোদনের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। যেহেতু জাতটির উপর অন-ফার্ম গবেষণার কোন উপাত্ত দেয়া হয় নাই তাই জাতটির ব্যাপারেও অন-ফার্ম গবেষণার প্রয়োজনীয় উপাত্তসহ কারিগরি কমিটির পরবর্তী সভায় অনুমোদনের বিষয়ে পেশ করার জন্য উপস্থিত সদস্যগণ একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ মূলার জাত 'পিংকি' এর অনুমোদনের বিষয়ে অন-ফার্ম গবেষণার উপাত্তসহ কারিগরি কমিটির পরবর্তী সভায় পেশ করার সুপারিশ গৃহীত হয়।

আলোচ্য বিষয়-১১ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত পেঁপের জাত পি-০১১ 'গাজীশাহী' এর অনুমোদন।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত পেঁপের জাত পি-০১১ 'গাজীশাহী' এর অনুমোদনের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনায় অংশ নেন সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ ডঃ এ,কে,এম, আমজাত হোসেন, বিএআরআই, জনাব এ.জে.মিয়া পরিচালক, বিনা; জনাব এম.এনামুল হক, অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএই এবং সভাপতি মহোদয়। যেহেতু পেঁপের অনুমোদিত আর কোন জাত নেই তাই উপস্থিত সদস্যগণ এ জাতটিকে অনুমোদনের বিষয়ে একমত পোষণ করেন এবং জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় পেশ করার জন্য সুপারিশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত পেঁপের জাত পি-০১১ (গাজীশাহী) এর অনুমোদনের বিষয়ে জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করা হয়।

আলোচ্য বিষয়-১২ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত তরমুজের একটি সংকর জাত এফ-১ পদ্মা এর অনুমোদন।

তরমুজের সংকর জাত এফ-১ পদ্মা এর অনুমোদনের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ ডঃ এ,কে,এম, আমজাদ হোসেন, পরিচালক, সব্জী গবেষণা, বিএআরআই জানান যে এটি একটি ভাল জাত। কৃষকদের মাঠেও এর গবেষণা করা হয়েছে এবং খুব ভাল ফল দিয়েছে। জাপানের সংকর জাত টপইন্ড এর মত কৃষকরা এর চাষ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। জনাব মোঃ এনামুল হক, অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএই জানতে চান যে এই এফ-১ জাত ভাল তবে এ জাতটির প্যারেন্ট লাইন সংরক্ষণ কে করবে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ ডঃ এ,কে,এম,আমজাদ হোসেন জানান যে যেহেতু বিএডিসি এর বীজ বর্ধনে আগ্রহী সেখানেই এর প্যারেন্ট লাইন সংরক্ষন করতে হবে। অবশ্য বিএআরআই'র নিকটও লাইন সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা থাকবে। ইচ্ছুক কোন বেসরকারী বীজ কোম্পানীকেও প্রয়োজনে প্যারেন্ট লাইন প্রদান করা যেতে পারে। সদস্যগণ জাতটির অনুমোদনের ব্যাপারে সুপারিশ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত তরমুজের একটি সংকর জাত এফ-১ পদ্মা এর অনুমোদনের বিষয়ে জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করা হয়।

আলোচ্য বিষয়-১৩ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বেগুনের দুটি সংকর জাত এফ-১ 'শুকতারা' এবং এফ-১ তারাপুরি এর অনুমোদন।

বাংলদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বেগুনের দুটি এফ-১ হাইব্রিড শুকতারা এবং তারাপুরি এর অনুমোদনের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। বাংলাদেশে এখন বেগুনের কোন এফ-১ হাইব্রিড জাত নেই তাই বেগুনের এই হাইব্রিড জাত দুটিকে অধিক ফলনের জন্য অনুমোদনের ব্যাপারে সকল সদস্যগণ একমত পোষণ করেন। জনাব মোঃ নাজমুল হুদা, ব্যবস্থাপক, বীজ উৎপাদন (কঃ গ্রোঃ), বিএডিসি জানান যে এর বীজ উৎপাদন বিএডিসি করবে তবে এর লাইন সংরক্ষণ করবে বিএআরআই।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বেগুনের দুটি হাইব্রিড জাত এফ-১ শুকতারা এবং এফ-১ 'তারাপুরি' এর অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করেন।

আলোচ্য বিষয়-১৪ ঃ জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত সয়াবিনের জাত সোহাগ এর উদ্ভাবনের বিষয়ে সহযোগী দাবীদার জনাব মোঃ আবদুল খালেক, প্রকল্প পরিচালক (তৈল বীজ), বিএআরআই এর আবেদন।

এ ব্যাপারে জনাব এম,এ, খালেক, প্রকল্প পরিচালক (তৈলবীজ), বিএআরআই জানান যে সোহাগ জাত যেহেতু যৌথভাবে বিএইউ এবং বিএআরআই কর্তৃক উদ্ভাবন করা হয়েছে তাই পিবি-১ 'সোহাগ' এর উদ্ভাবনে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৌলিতত্ত্ব বিভাগের সহিত বিএআই এর নাম রাখা হউক। প্রফেসর ডঃ লুৎফর রহমান সোহাগ এর উদ্ভাবনের ব্যাপারে এমসিসির ও জড়িত থাকার কথা বলেন। তিনি বলেন যে, যৌথ দাবীদার হতে হলে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এমসিসি এবং বিএআর আই তিন প্রতিষ্ঠানেরই নাম থাকা দরকার। উপস্থিত সদস্যগণ কর্তৃক সোহাগ এর উদ্ভাবনে একক বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবর্তে যৌথভাবে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, এমসিসি এবং বিএআরআই এর নাম অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ সয়াবিনের জাত পিবি-১ সোহাগ' এর উদ্ভাবনে একক বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের নামের পরিবর্তে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, এমসিসি এবং বিএআরআই নাম যৌথভাবে অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-১৫ ঃ বাংলাদেশ আণবিক কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত মুগ কলাইর জাত বাসন্তি মুগ এর অনুমোদন।

এ জাতটি অনুমোদনের বিষয়ে আলোচনায় সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ জনাব আ.কা.শেখ, সিএসও, বিনা জানান যে, এ জাতটির প্রধান বৈশিষ্ট হলো সার্কোস্পোরা লিফ স্পট রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন এবং হলুদ মোজাইক ভাইরাস রোগ সহ্য করা ক্ষমতা সম্পন্ন। তাছাড়া কান্তি মুগ দুই তিন বারে ফসল সংগ্রহ করতে হয়। কিন্তু এ জাতটির একবারেই ফসল সংগ্রহ করা যায়। অতঃপর উপস্থিত সদস্যগণ এ জাতটিকে বাসন্তিমুগের পরিবর্তে 'বিনা মুগ' নামে অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ পেশ করে।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ আণবিক কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউ কর্তৃক উদ্ভাবিত মুগ কলাইর জাত বিনা মুগ-১ নামে অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ পেশ করা হয়।

আলোচ্য বিষয়-১৬ ঃ বাংলাদেশ আণবিক কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত টমেটোর নতুন জাত 'অগ্নিবিনা' (এ-২) এর অনুমোদন।

টমেটোর নতুন জাত অগ্নিবিনা (এ-২) এর অনুমোদনের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনায় সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ জনাব আ কা শেখ সিএসও, বিনা এ জাতটির বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। গবেষণামূলক বিভিন্ন তথ্য পরীক্ষা-নিরিক্ষার পর উপস্থিত সদস্যগণ এ জাতটি বিনা টমেটো-১ নামে অনুমোদনের বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ আণবিক কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত টমেটোর নতুন জাত বিনা টমেটো-১ নামে অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ পেশ করা হয়।

আলোচ্য বিষয়-১৭ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত নতুন সরিষার জাত ধলি এর অনুমোদন।

সরিষার জাত ধলির অনুমোদনের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনায় জনাব মোঃ নাজমুল হুদা, ব্যবস্থাপক, বীজ উৎপাদন (কঃ গ্রোঃ), বিএডিসি জানান যে বর্তমানে চাষীগণ স্বল্প মেয়াদী জীবনকাল বিশিষ্ট সরিষার বীজ কিনতে চায়। কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদী জীবনকাল সম্পন্ন সরিষার বীজ কেউ নিতে চায় না। জনাব নাজমুল হুদা আরও জানান যে, বর্তমানে চারটি হলুদ জাতের সরিষা আছে তাই আরও একটি হলুদ জাত দরকার কি না তা ভেবে দেখা দরকার। প্রফেসর ডঃ লুৎফর রহমান এ জাতটিকে ইতিপূর্বে অনুমোদিত অন্যান্য হলুদ জাতের সাথে আরও তুলনামূলক পরীক্ষা করে কারিগরি কমিটির পরবর্তী সভায় পেশ করার জন্য সুপারিশ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত সরিষার জাত ধলি পরবর্তী মৌসুমে অনুমোদিত জাতের সাথে আরো তুলনামূলক পরীক্ষা করে উপাত্ত সহ কারিগরি কমিটির পরবর্তী সভায় পেশ করার জন্য সুপারিশ করা হয়।

আলোচ্য বিষয়-১৮ ঃ কারিগরি কমিটির সদস্য হিসাবে পরিচালক, বিনাকে অন্তর্ভুক্তিকরণ।

সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটি সভাকে অবহিত করেন যে, পরিচালক বিনা বিগত ১২-১১-৯১ইং তারিখে এক পত্রের মাধ্যমে কারিগরি কমিটির সদস্যভূক্তির জন্য আবেদন করেছেন। তার আবেদনের প্রেক্ষিতে পরিচালক, বিনার সদস্যভূক্তির বিষয়টি সভায় আলোচনা হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে উপস্থিত সদস্যগণ পরিচালক, বিনাকে কারিগরি কমিটির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্তির ব্যাপারে একমত পোষণ করেন।

প্রফেসর ডঃ লুৎফুর রহমান, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদ থেকে একজন প্রজননবিদকে কারিগরি কমিটির সদস্য হিসাবে অন্ত র্ভূক্তির জন্য বলেন। এ ব্যাপারে আলোচনা শেষে সভাপতি মহোদয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদ থেকে একজন প্রজননবিদকে কারিগরি কমিটির সদস্য হিসাবে রাখা যেতে পারে বলে জানান এবং উপস্থিত সদস্যগণ এতে একমত পোষণ করেন। তবে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কৃষি অনুষদের পক্ষ থেকে একজন প্রজননবিদকে মনোনয়ন প্রদান করতে হবে।

সিদ্ধান্ত ঃ

ক) পরিচালক, বিনা কে কারিগরি কমিটির সদস্য হিসেবে অর্ন্তভূক্তির জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করা হলো।

খ) কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদের একজন প্রজননবিদকে কারিগরি কমিটির সদস্য হিসেবে অর্ন্তভুক্তির সুপারিশ করা হলো। কৃষি অনুষদ কর্তৃক এ ব্যাপারে একজন প্রজননবিদকে মনোনয়ন দিতে হবে।

আলোচ্য বিষয়-১৯ ঃ পাট, তুলা অনুরূপ ফসলের জাত অনুমোদনের ব্যাপারে সহায়তা করার জন্য জাতীয় কারিগরি কমিটিতে শিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট সমিতির সদস্যদের কারিগরি কমিটির সদস্যভূক্তি প্রসংগে।

এ ব্যাপারে সদস্য-সচিব সভাকে অবহিত করেন যে, বিগত ২৭তম জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় এই মর্মে একটি সিদ্ধান্তি গৃহীত হয়েছিল যে পাট, তুলা অনুরূপ শিল্পের কাচামালের জাত অনুমোদনের ব্যাপারে সহায়তা করার জন্য জাতীয় কারিগরি কমিটিতে শিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট সমিতির সদস্য কারিগরি কমিটির সদস্য হইবেন। এ ব্যাপারে সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে উল্লেখিত ফসলসমূহের জাত অনুমোদনের সময় সংশ্লিষ্ট শিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের কারিগরি কমিটিতে রাখার ব্যবস্থা করা হবে।

সিদ্ধান্ত ঃ পাট, তুলা অনুরূপ ফসরের জাত অনুমোদনের ব্যাপারে সহায়তা করার জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটিতে শিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট সমিতির সদস্যদের অন্তর্ভূক্তির জন্য তুলা উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী পরিচালক মনোনয়ন দিবেন।

অতঃপর আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষর-
(ডঃ এম.এস.ইউ চৌধুরী)
সভাপতি
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
এবং
নির্বাহী সহ-সভাপতি
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ।

স্বাক্ষর-
(মনির উদ্দিন খান)
সদস্য-সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এবং
প্রধান বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তা,
বীজ অনুমোদন সংস্থা।

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ২২তম সভায় উপস্থিত সদস্যদের নামের তালিকা ঃ

ক্রমিক নং নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠান

১। ডঃ নুর মোহাম্মদ মিয়া, মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ব্রি, গাজীপুর
২। মোঃ নাজমুল হুদা, ব্যবস্থাপক, বীজ উৎপাদন (চুক্তিবদ্ধ চাষী) বিভাগ, বিএডিসি
৩। ডঃ এ.জে.মিয়া, পরিচালক, বিনা
৪। এ.এফ.এম.মনিরুজ্জামান, পরিচালক (গঃ), বারি
৫। এম.এনামুল হক, অতিঃপরিচালক ডিএই (সরেজমিন উইং)
৬। মোঃ হাবিবুর রহমান, প্রকল্প পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) তৈল বীজ গবেষনা কেন্দ্র
৭। আব্দুল মুত্তালিব, পি এস ও, বিজেআরআই
৮। আতাউর রহমান, পি এস ও বিআইএনএ বিনা
৯। ডঃ লুৎফর রহমান, প্রফেসর, বাকৃবি

জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির বিশেষ সভার কার্যবিবরণী

গত ১২-০১-৯২ ইং তারিখ রবিবার বেলা ১২.৩০ মিনিটে ডঃ এম এস ইউ চৌধুরী, নির্বাহী সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ এবং সভাপতি, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর সভাপতিত্বে নির্বাহী সহ-সভাপতি মহোদয়ের অফিস কক্ষে কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় কারিগরি কমিটির সদস্য এবং জাতীয় বীজ বোর্ডের জাত অনুমোদনের আবেদনপত্র ফরম সংশোধনী উপ-কমিটির সদস্যদের উপস্থিতিতে (তালিকা সংযুক্ত) নিম্ন বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের জাত অনুমোদনের আবেদনপত্র ফরম সংশোধন।

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ২২তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক জাতীয় বীজ বোর্ডের জাত অনুমোদনের আবেদন পত্র ফরম সংশোধন কল্পে গঠিত উপ-কমিটি ফরম সংশোধনপূর্বক যে সুপারিশ পেশ করে তার উপর সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনার শুরুতে ফরমটি বাংলায় করার ব্যাপারে সভাপতি মহোদয় সকল সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ ব্যাপারে ডঃ নূর মোহাম্মদ মিয়া, ব্রি; ডঃ হেলালুল ইসলাম, বারি এবং অন্যান্য কয়েকজন সদস্য অভিমত ব্যক্ত করেন যে, জাত উদ্ভাবনের ব্যাপারে অনেক সময় বিদেশী বিশেষজ্ঞগণের সাহায্য সহযোগিতা দরকার হয় এবং তাদের সাথে যোগাযোগ করতে হয় তাই ফরমটি ইংরেজীতেই রাখা দরকার। সকল সদস্যগণ এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন। অতঃপর আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আবেদন পত্রে কতিপয় সংশোধনী যোগপূর্বক সংশোধনকৃত ফরমটি অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ পেশ করা হয় (সংযুক্ত-সংশোধনকৃত ফরম)।

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ বীজ পরীক্ষাগারে বিশুদ্ধতা পরীক্ষায় জাতের মিশ্রণ পরীক্ষার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং গুদামে রক্ষিত বীজের বেলায় লট সাইজ নির্ধারণ।

এ ব্যাপারে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। কারিগরি কমিটির ২২তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গঠিত উপ-কমিটির সুপারিশ মোতাবেক বীজের বিশুদ্ধতা এবং লট সাইজ নির্ধারণের জন্য গঠিত উপ-কমিটি হতে সদস্য-পরিচালক (বীজ), বিএডিসিকে বাদ দিয়ে বীজ প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ ডঃ এস বি সিদ্দিকী, ব্রি; ডঃ মোস্তাফিজুর রহমান, কৃষিতত্ত্ব বিভাগ, বারি এবং জনাব মোঃ নাজমুল হুদা, ব্যবস্থাপক, বীজ উৎপাদন (চুক্তিবদ্ধ চাষী), বিএডিসি কে অন্তর্ভুক্ত করে বর্ধিত উপ-কমিটি গঠন করা হয়। এই পুণর্গঠিত কমিটিকে আগামী এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একটি প্রতিবেদন কারিগরি কমিটির চেয়ারম্যান এর বরাবরে দাখিল করার জন্য দায়িত্ব প্রদান করা হয়। (পুণর্গঠিত কমিটির তালিকা সংযুক্ত)

স্বাক্ষর-
(মনির উদ্দিন খান)
সদস্য-সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এবং
প্রধান বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তা
বীজ অনুমোদন সংস্থা।

স্বাক্ষর-
(ডঃ এম.এস.ইউ চৌধুরী)
সভাপতি
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
এবং
নির্বাহী সহ-সভাপতি
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ।

পুণর্গঠিত উপ-কমিটির সদস্যদের নামের তালিকা ঃ

১।	জনাব এ কে এম তোফসির উদ্দিন সিদ্দিকী পরিচালক, বীজ অনুমোদন সংস্থা	আহবায়ক
২।	ডঃ নূর মোহাম্মদ মিয়া মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও বিভাগীয় প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন ও কৌলিতত্ত্ব বিভাগ, ব্রি	সদস্য
৩।	ডঃ মোঃ হেলালুল ইসলাম মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও বিভাগীয় প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বারি	সদস্য
৪।	জনাব মোঃ এনামুল হক, অতিরিক্ত পরিচালক (সরেজমিন) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
৫।	ডঃ এস.বি. সিদ্দিকী মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, কৃষিতত্ত্ব বিভাগ, ব্রি	সদস্য

৬। ডঃ মোস্তাফিজুর রহমান — সদস্য
উর্দ্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, কৃষিতত্ত্ব বিভাগ, বারি

৭। জনাব মোঃ নাজমুল হুদা — সদস্য
ব্যবস্থাপক, বীজ উৎপাদন (চুক্তিবদ্ধ চাষী), বি এ ডি সি

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের বিশেষ সভায় উপস্থিত সদস্যদের তালিকা ঃ

ক্রঃ নং — নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠান

১। জনাব জি এম মঈনুদ্দীন, মহা ব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি

২। জনাব মোঃ নাজমুল হুদা, ব্যবস্থাপক, বীজ উৎপাদন (কঃ গ্রোঃ) বি.এ.ডি.সি

৩। জনাব এম আর শরীফ, পরিচালক (সরেজমিন), ডিএই

৪। জনাব এ.এফ.এম. মনিরুজ্জামান, পরিচালক (গবেষণা) বারি

৫। জনাব মোঃ হেলালুল ইসলাম, মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বারি

৬। জনাবা সাদেকা আরংগজেব সিএস ও (ভারপ্রাপ্ত), বিজেআরআই

৭। জনাব নূর মোহাম্মদ মিয়া, মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, উদ্ভিদ প্রজনন, ব্রি

৮। জনাব এ.কে.এম, তোফসির উদ্দিন সিদ্দিকী, পরিচালক
বীজ অনুমোদন সংস্থা

৯। জনাব মনির উদ্দিন খান, মূখ্য বীজ প্রযুক্তিবিদ,
বীজ অনুমোদন সংস্থা

জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ত্রয়োবিংশ/২৩তম সভার কার্যবিবরণী

গত ৪-১০-৯২ইং (১৯-৬-৯৯ বাং) তারিখ রোববার বিকেল ২.০০ ঘটিকায় ডঃ এম এস ইউ, চৌধুরী, নির্বাহী সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ এবং সভাপতি, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর সভাপতিত্বে বিএআরসি সম্মেলন কক্ষে কারিগরি কমিটির ২৩তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় কারিগরি কমিটির সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ/বিজ্ঞানী/কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে (তালিকা সংযুক্ত) নিম্নবর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ কারিগরি কমিটির ২২তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

কারিগরি কমিটির ২২তম সভার কার্যবিবরণী বিভিন্ন গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রধান এবং সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীসহ কারিগরি কমিটির সকল সদস্যের নিকট যথাসময়ে প্রেরণ করা হয়েছিল। কার্যবিবরণী বিতরণের পর এ বিষয়ে কোন মন্তব্য বা আপত্তি আসেনি। তবে সভায় ডঃ নূর মোহাম্মদ মিয়া, মূখ্য বৈজ্ঞানিক অফিসার, বিআরআরআই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্বক জানান যে, কারিগরি কমিটির ২২তম সভার কার্যবিবরণীতে আলোচ্য বিষয়-৬ এ জাতীয় বীজ বোর্ডের জাত অনুমোদনের আবেদন পত্র ফরমে সংশোধনী আনয়নের জন্য গঠিত কমিটির একজন সদস্যের কর্মস্থলের বিবরণীতে কিছু ভুল রয়েছে, যা সংশোধনপূর্বক ২২তম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন করা যেতে পারে। ডঃ নূর মোহাম্মদ মিয়া, মূখ্য বৈজ্ঞানিক অফিসার, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বিআরআরআই, গাজীপুর হিসেবে সংশোধন করা হয়। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনা শেষে ২২তম সভায় কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়।

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ কারিগরি কমিটির ২২তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন।

কারিগরি কমিটির ২২তম সভা গত ১৩-১১-৯১ইং ও ৩০-১১-৯১ইং তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ২২তম সভার গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের বিষয়ে আলোচনা হয়। আলোচনায় জনাব মোঃ নাজমুল হুদা, ব্যবস্থাপক, বীজ উৎপাদন (কঃ গ্রোঃ) বিভাগ, বিএডিসি, জানান যে উদ্ভাবিত নতুন জাতের নামকরণে বেশ অসুবিধে দেখা দিয়েছে। কেননা, এক ফসলের জাতের নামের সাথে অন্য ফসলের জাতের নামের প্রায়ই মিল থাকে। এ ব্যাপারে জনপ্রিয় নামের পাশাপাশি ইনস্টিটিউটের নামও থাকা দরকার। সভাপতি মহোদয় নতুন জাতের নামকরণের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার জন্য আগামী কারিগরি কমিটির সভায় একটি এজেন্ডা থাকা প্রয়োজন বলে অভিমত প্রকাশ করেন।

এ যাবত যতগুলো জাত অনুমোদিত হয়েছে, সেগুলোর একটি তালিকা তৈরী এবং নামকরণের ব্যাপারে পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে আহবায়ক করে প্রয়োজনীয় সুপারিশ রাখার জন্য তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠনের সুপারিশ করা হয়। কমিটিতে অন্যান্য সদস্য হবেন ডঃ এম এম রশিদ, প্রকল্প পরিচালক, কন্দাল ফসল, বিএআরআই ও জনাব এম নাজমুল হুদা, ব্যবস্থাপক, বীজ উৎপাদন (কঃ গ্রোঃ), বিএডিসি। উক্ত কমিটি, কারিগরি কমিটির পরবর্তী সভায় এ ব্যাপারে একটি প্রতিবেদন পেশ করবেন। বিস্তারিত আলোচনায় প্রকাশ পায় যে ২২তম সভায় গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত যথারীতি সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদগণকে জানানো হয় এবং চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের ২৮তম সভায় পেশ করা হয়। কারিগরি কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তাবায়নে উপস্থিত সদস্যগণ সন্তোষ প্রকাশ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক এ যাবত যতগুলো জাত অনুমোদন করা হয়েছে, সেগুলোর একটি তালিকা তৈরী এবং নতুন জাতের নামকরণের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সুপারিশ রাখার জন্য ১) পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী (আহবায়ক), ২) ডঃ এম এম রশিদ, প্রকল্প পরিচালক, কান্দল ফসল, বিএআরআই ৩) জনাব মোঃ নাজমুল হুদা, ব্যবস্থাপক, বীজ উৎপাদন (কঃ গ্রোঃ), বিএডিসি এই তিন জনের একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি, কারিগরি কমিটির পরবর্তী সভায় এ ব্যাপারে একটি প্রতিবেদন পেশ করবেন।

আলোচ্য বিষয়-৩ ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত রোপা আউশের একটি জাত বিআর-২৬ (শ্রাবণী) এর অনুমোদন।

ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত রোপা আউশের জাত বি,আর-২৬ (শ্রাবণী) এর অনুমোদনের বিষয়টি কমিটির সদস্য-সচিব জনাব মনির উদ্দিন খান, প্রধান বীজ প্রত্যয়ন অফিসার (ভারপ্রাপ্ত), সভায় উপস্থাপন করেন এবং সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদকে জাতটির বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরার জন্য আহবান জানান। ডঃ নূর মোহাম্মদ মিয়া, মূখ্য বৈজ্ঞানিক অফিসার, বিআরআরআই, উল্লিখিত জাতটির তথ্য তুলে ধরে বিস্তারিত আলোচনা করেন। আলোচনায় অংশ নেন জনাব মোঃ নাজমুল হুদা, ব্যবস্থাপক বীজ উৎপাদন (কঃ গ্রোঃ), বিএডিসি জনাব মোঃ এনামুল হক, অতিরিক্ত পরিচালক (সরেজমিন), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং সভাপতি মহোদয়। জনাব মোঃ নাজমুল হুদা জাতটির সুপ্ততা এবং জীবনীশক্তির (Viability) কোনো উপাত্ত পরিবেশন করা হয়নি বলে জানান। তিনি এ যাবত জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত ধানের যেসব জাতগুলো মাঠে রয়েছে, সেগুলো কি অবস্থায় আছে তা নিরুপণের জন্য অতীতে যে কমিটি গঠন করা হয়েছিলো, সে কমিটিকে তাদের কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করার জন্য একটি তাগিদপত্র দেয়ার আহবান রাখেন। অন্যথায়, কমিটিকে আবার নতুন করে গঠন করার প্রস্তাব রাখেন।

অতঃপর বিস্তারিত আলোচনান্তে উপস্থিত সদস্যগণ কর্তৃক বিআর-২৬ (শ্রাবণী) জাতটিকে চূড়ান্ত অনুমোদনদানের লক্ষ্যে জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বিআর-২৬ (শ্রাবণী) জাতের ধান চাষী পর্যায়ে চাষাবাদের অনুমোদনদানের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ পেশ করা হয়। তবে এর সুপ্ততা এবং জীবনীশক্তির উপাত্ত অবশ্য সরবরাহ করতে হবে। ধানের অনুমোদিত জাতগুলো মাঠে বর্তমানে কি অবস্থায় রয়েছে, তা নিরুপণের জন্য ইতিপূর্বে গঠিত কমিটিকে কাজ সম্পন্ন করার জন্য তাগিদপত্র দিতে হবে। কারিগরি কমিটির সদস্য-সচিব এ ব্যাপারে একটি তাগিদপত্র জারী করবেন।

আলোচ্য বিষয়-৪ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক সংগৃহীত আলুর জাত 'আইল্‌সা' এর অনুমোদন।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক সংগৃহীত আলুর জাত আইল্‌সা এর অনুমোদনের বিষয়ে সভায় উপস্থাপন করা হলে এ জাতটির ওপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনায় অংশ নেন ডঃ এম এম রশিদ, প্রকল্প পরিচালক, কন্দাল ফসল, বিএআরআই। জনাব মোঃ এনামুল হক, অতিরিক্ত পরিচালক (সরেজমিন), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, জনাব মোঃ শরীফুর রহমান, মূখ্য আখ রোগতত্ত্ববিদ, ঈশ্বরদী সভায় জানান যে, জাতটির গুদামে সংরক্ষণ ক্ষমতা ভাল। সুতরাং জাত টিকে ছাড় করা যেতে পারে। জনাব জি এম মঈনুদ্দীন, বিএডিসি উল্লেখ করেন যে, এ জাতটির ফলন কম এবং জাতটি দীর্ঘ সুপ্ততাবিশিষ্ট। তাছাড়া, জাতটির গুদামজাত বিষয়ক কোন উপাত্ত পরিবেশন করা হয়নি, যা পরিবেশন করা দরকার। মাঠ মূল্যায়ন দলনেতা জনাব মোঃ এনামুল হক জানান যে স্বাভাবিক অবস্থায় এ জাতটি অধিক সুপ্ততাবিশিষ্ট বিধায় জাতটি ছাড় করা যেতে পারে। তবে এর রোগবালাই সম্বন্ধে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা দরকার। জাতটি যেহেতু প্রবর্তিত জাত, তাই হিমাগারে গোদামজাত করার ওপর আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার প্রয়োজন রয়েছে। যেহেতু দীর্ঘসুপ্ততাবিশিষ্ট আর কোন আলুর জাত আমাদের দেশে নেই, তাই জাতটি ছাড়করণের ব্যাপারে উপস্থিত সদস্যগণ একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ বিএআরআই কর্তৃক সংগৃহীত আলুর জাত আইল্‌সা এদেশে চাষী পর্যায়ে চাষাবাদের লক্ষ্যে অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করা হয়। তাবে জাতটির গুদামজাতের ওপর প্রয়োজনীয় উপাত্ত অবশ্যই দাখিল করতে হবে।

আলোচ্য বিষয়-৫ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত গমের দুটি জাত 'বি,এ,ডাব্লিউ-১৭১' (সাওগাত/নিশান) এবং বি.এ.ডাব্লিউ-৪৫২ (প্রতিভা/নূর) এর অনুমোদন।

বিএআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত গমের দু'টি জাত 'বি.এ.ডাব্লিউ-১৭১' (সাওগাত/নিশান) এবং বি.এ.ডাব্লিউ-৪৫২' (প্রতিভা/নুর), এর অনুমোদনের বিষয়টি উপস্থাপন করা হলে বিষয়টি নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনায় অংশ নেন সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ ডাঃ কাজী বেনজীর আলম, জনাব মোঃ নাজমুল হুদা, ব্যবস্থাপক, বীজ উৎপাদন (কঃ গ্রোঃ), বিএডিসি ও দলেনেতা জনাব মোঃ এনামুল হক, অতিরিক্ত পরিচালক (সরেজমিন), কৃষি সম্প্রাসারণ অধিদপ্তর। সদস্য-সচিব জনাব মনির উদ্দিন খান জানান যে, আলোচ্য জাতগুলো প্রচলিত জাতগুলো থেকে পার্থক্য করার জন্য পার্থক্যকরণ বা সনাক্তকরণ চিহ্ন নাই। পার্থক্যকরণ চিহ্ন ছাড়া জাত চিহ্নিতকরণ কাজ মাঠে সম্ভব হয় না বিধায় বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী'র পক্ষে পার্থক্য করা বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। বিস্তারিত আলোচনান্তে জাত দু'টিকে সনাক্তকরণ চিহ্নসহ কারিগরি কমিটির পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ সনাক্তকরণ চিহ্নসহ গমের জাত দু'টির অনুমোদনের বিষয়ে কারিগরি কমিটির পরবর্তী সভায় পেশ করার জন্য সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

আলোচ্য বিষয়-৬ ঃ ইক্ষু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ৪ (চার) টি ইক্ষু জাত ঈশ্বরদী-২২, ঈশ্বরদী-২৩, ঈশ্বরদী-২৪, ঈশ্বরদী-২৫ এর অনুমোদন।

ইক্ষু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ৪টি ইক্ষুর জাতের অনুমোদনের বিষয়টি সদস্য-সচিব জনাব মনির উদ্দিন খান সভায় উপস্থাপন করেন। আখের চারটি জাতের উপর সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনায় অংশ নেন জনাব মোঃ ইয়াসিন আলী, পরিচালক, এসআরটিআই, ডঃ নূর মোহাম্মদ মিয়া, মূখ্য বৈজ্ঞানিক অফিসার, বিআরআরআই ও জনাব মোঃ নজমুল হুদা, ব্যবস্থাপক, বীজ উৎপাদন (কঃ গ্রোঃ), বিএডিসি। ডঃ নূর মোহাম্মদ মিয়া জানান যে, প্রস্তাবিত আখের জাতগুলোর কোন অন-ফার্ম ট্রায়াল দেয়া হয়নি। এ ব্যাপারে পরিচালক, এসআরটিআই জানান, আখের অন-ফার্ম ট্রায়াল করা খুব অসুবিধেজনক। কারণ হিসেবে তিনি বলেন যে, যেহেতু ফসলটি দীর্ঘ মেয়াদী তাই এই দীর্ঘ সময়ে জাতটি চাষীর জমিতে আবাদ করা হলে চাষীর জমি হতে ফসল চুরি হয়ে যায় এবং ফলে উপাত্ত সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। ফলশ্রুতিতে জাতটি রিলিজ হওয়ার পূর্বেই চাষীগণ নিজেদের প্রচেষ্টায় ইহা বিক্ষিপ্তভাবে আবাদ করতে থাকে। ফলে জাতটির অনুমোদন প্রক্রিয়া বিঘ্নিত হয়। তাই এর অন্-ফার্ম ট্রায়াল করা হয়নি। তিনি আরও জানান যে ঈশ্বরদী-২২ জাতটি খরা, বন্যা ও জলবদ্ধতা সহিষ্ণু জাত। তাছাড়া, এই জাতটি আগাম পরিপক্ব জাত। ঈশ্বরদী -২৩ জাতটিও আগাম পরিপক্ব এবং মাঠে সহজে হেলে পড়ে না। ঈশ্বরদী-২৪ জাতটি জলাবদ্ধতাসহিষ্ণু এবং এর গুঁড়ের গুণগতমান অত্যন্ত ভাল। এই জাতের আখ চিবিয়ে খাওয়ার উপযোগী। ঈশ্বরদী-২৫ জাতটি বন্যাসহিষ্ণু এবং নদীর চর ও বন্যাপ্রবণ এলাকায় চাষাবাদের জন্য উপযোগী এবং লাল পচাঁ ও ডগা পঁচা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে উপস্থিত সদস্যগণ ঈশ্বরদী-২২ বন্যাসহিষ্ণু জাত হিসাবে, ঈশ্বরদী-২৪ জাতটি গুঁড় এবং খাওয়ার আখ হিসেবে এবং

ঈশ্বরদী-২৫ জাতটিকে গুঁড় এবং চিনির জন্য ভাল জাত হিসাবে বাংলাদেশে চাষাবাদের অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ পেশ করে। তবে ভবিষ্যতে ইক্ষুর জাত অনুমোদনের ব্যাপারে মিল ফার্মে, প্রাগ্রসর চাষীর জমিতে এবং ইক্ষু গবেষণাগার ফার্মে 'অন-ফার্ম ট্রায়ালের' ব্যবস্থা করে উপাত্তসহ কারিগরি কমিটির সভায় উপস্থাপন করতে হবে। নতুন ফর্মের আলোকে বর্তমানে প্রস্তাবকৃত জাতগুলির তথ্য প্রদান করতে হবে। অন্যথায়, জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করা যাবে না।

সিদ্ধান্ত ঃ ইক্ষু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত আখের জাত ঈশ্বরদী-২২, ঈশ্বরদী-২৪ এবং ঈশ্বরদী-২৫ জাত তিনটি চাষাবাদের লক্ষ্যে অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করা হয়। তবে নতুন ফর্মে পুণরায় সংশ্লিষ্ট জাতগুলোর জন্য আবেদন পত্র দাখিল করতে হবে। ভবিষ্যতে মিল ফার্মে, প্রাগ্রসর চাষীর জমিতে এবং ইক্ষু গবেষণাগারের ফার্মে 'অনফার্ম ট্রায়ালের' ব্যবস্থা করতে হবে।

আলোচ্য বিষয়-৭ ঃ বিবিধ

ক) বীজ পরীক্ষাগারে জাতের বিশুদ্ধতা পরীক্ষায় জাতিগত মিশ্রণ পরীক্ষা এবং গুদামে রক্ষিত বীজের বেলায় লট সাইজ নির্ধারণ বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করা হলে সদস্য-সচিব মনির উদ্দিন খান জানান যে উল্লিখিত বিষয়ে অতীতে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল, কিন্তু সেই কমিটি বিষয়টির ওপর সুনির্দিষ্ট কোন রুপরেখা দেননি। অথচ এ ব্যাপারে একটি নীতিমালা থাকা প্রয়োজন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে বিষয়টির ওপর একটি প্রতিবেদন পেশ করার জন্য ৫- সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বীজ পরীক্ষাগারে জাতের বিশুদ্ধতা পরীক্ষায় জাতিগত মিশ্রণ পরীক্ষা এবং গুদামে রক্ষিত বীজের বেলায় লট সাইজ নির্ধারণের বিষয়ে ৫-সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। কারিগরি কমিটির পরবর্তী সভায় কমিটি এ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন পেশ করবেন।

কমিটি ঃ-

১।	জনাব আ কা মু গিয়াস উদ্‌দীন মিল্‌কী পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী	আহবায়ক
২।	ডঃ নুর মোহাম্মদ মিয়া মুখ্য বৈজ্ঞানিক অফিসার, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বিআরআরআই	সদস্য
৩।	ডঃ এস বি সিদ্দিকী মূখ্যবৈজ্ঞানিক অফিসার, বিআরআরআই	সদস্য
৪।	জনাব জি এম মঈনুদ্দীন মহা-ব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি	সদস্য
৫।	জনাব এম নজমুল হুদা ব্যবস্থাপক বীজ উৎপাদন (কঃ গ্রোঃ) বিভাগ, বিএডিসি	সদস্য

অতঃপর আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ সমাপ্ত করেন।

স্বাক্ষর-
(মনির উদ্দিন খান)
সদস্য-সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এবং
প্রধান বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তা
বীজ অনুমোদন সংস্থা।

স্বাক্ষর- (ডাঃ এম.এস.ইউ চৌধুরী)
সভাপতি
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
এবং
নির্বাহী সহ-সভাপতি
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ।

৪-১০-৯২ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত কারিগরি কমিটির ২৩ তম সভায় সদস্য/কর্মকর্তাদের উপস্থিতির তালিকা

ক্রঃনং	নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠান
১।	ডঃ কাজী বেনজির আলম প্রধান বৈজ্ঞানিক অফিসার এবং প্রকল্প পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) গম গবেষণা কেন্দ্র
২।	জনাব মোঃ আবদুল জব্বার সহযোগী ইক্ষু প্রযুক্তিবিদ (গ্রেড-১) ইক্ষু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট
৩।	ডঃ এম.এ সামাদ মিয়া প্রধান উদ্ভিদ শরীরতত্ত্ববিদ ইক্ষু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট
৪।	ডঃ এ. আউয়াল প্রধান ইক্ষু প্রজননবিদ (গ্রেড-১) ইক্ষু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট
৫।	জনাব মোঃ শরীফুর রহমান প্রধান আখ রোগতত্ত্ববিদ, ইক্ষু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট
৬।	জনাব এম এ রশিদ অতিরিক্ত প্রধান, ইক্ষু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট
৭।	জনাব মোঃ ইয়াসিন আলী পরিচালক, ইক্ষু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট
৮।	জনাব মোঃ আবদুল মোতালেব প্রধান বৈজ্ঞানিক অফিসার, পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট।
৯।	জনাব আ.কা.মু. গিয়াস উদ্দীন মিল্‌কী পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
১০।	ডঃ মামুনুর রশিদ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
১১।	জনাব জি এম মঈনুদ্দীন মহা ব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি
১২।	জনাব মোঃ নজমুল হুদা ব্যবস্থাপক, বীজ উৎপাদন (কঃ গ্রোঃ) বিভাগ, বিএডিসি
১৩।	জনাব এম.এনামুল হক অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএই
১৪।	ডঃ নুর মোহাম্মদ মিয়া মূখ্য বৈজ্ঞানিক অফিসার, বিআরআরআই

জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির চতুর্বিংশ/২৪তম সভার কার্যবিবরণী

গত ২৫-৮-৯৩ ইং (১০-৩-১৪০০ বাং) তারিখ বুধবার বিকেল ২.৩০ ঘটিকায় ডঃ এম এস ইউ চৌধুরী, নির্বাহী সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ এবং সভাপতি কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর সভাপতিত্বে বিএআরসি সম্মেলন কক্ষে কারিগরি কমিটির ২৪তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় কারিগরি কমিটির সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ/বিজ্ঞানী/কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে (তালিকা সংযুক্ত) নিম্নবর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ কারিগরি কমিটির ২৩তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

কারিগরি কমিটির সদস্য-সচিব জানান যে, বিগত ২৩তম সভার কার্যবিবরণী বিভিন্ন গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রধান এবং সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীসহ কারিগরি কমিটির সকল সদস্যের নিকট যথাসময়ে প্রেরণ করা হয়েছে। কার্যবিবরণী বিতরণের পর এ বিষয়ে কোন মন্তব্য বা আপত্তি আসেনি। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনাশেষে ২৩তম সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়।

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ কারিগরি কমিটির ২৩তম সভার গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন।

কারিগরি কমিটির ২৩তম সভা গত ৪-১০-৯২ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। অদ্যকার সভায় ২৩তম সভার গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনাশেষে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

ক) ইতিপূর্বে যে সকল জাত জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে সেগুলোর নামকরণ পূর্বের মত চালু থাকবে। ইতিপূর্বে গঠিত উপ-কমিটি কর্তৃক ঐ সকল জাতগুলোর একটি ক্রমিক নম্বর প্রদানপূর্বক সংশোধন করে ঐ লিষ্ট ক্রম অনুসারে জাতীয় বীজ বোর্ডের অনুমোদনের জন্য-পেশ করা হবে। ফসলের জাত নামকরণের ব্যাপারে বিগত সভায় গঠিত উপ-কমিটির প্রস্তাব অনুমোদন করা হয় এবং সুপারিশসহকারে জাতীয় বীজবোর্ডের পরবর্তী সভায় পেশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অনুমোদিত ছকপত্রের নমুনা পরিশিষ্ট "ক" তে দেয়া হলো।

খ) পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী সভায় অবহিত করেন যে, অনুমোদিত বহু জাত নামে বহাল থাকলেও মাঠে নেই। তিনি এ ব্যাপারে বিএডিসি কর্তৃক গৃহীত সাম্প্রতিক কালের বীজ উৎপাদন কর্মসূচীর প্রতি উপস্থিত সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। দেখা যায় যে, ধানের মাত্র ৮/১০টি জাতই উৎপাদন প্রক্রিয়ার সংগে জড়িত এবং এ ব্যাপারে বিএডিসি'র মহা-ব্যবস্থাপক (বীজ) সভাকে অবহিত করেন যে চাহিদার কারণেই এমনটি ঘটে। এ ব্যাপারে মহা-পরিচালক, বিনা সভায় মত প্রকাশ করেন যে, চাহিদা সৃষ্টির ব্যাপারে অনেক সময়ই সকল জাত সমান প্রদর্শনীর সুবিধা পায়নি। যাহোক, এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং মাঠে বিভিন্ন ধানের জাত বর্তমানে কি পরিমাণ আবাদ হচ্ছে (Status report) সে ব্যাপারে/বিগত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত পরিবর্তন পূর্বক জনাব এম এনামুল হক অতিরিক্ত-পরিচালক, ডিএই জনাব জি এম মঈন উদ্দিন, মহা-ব্যবস্থাপাক (বীজ) বিএডিসি এবং জনাব মোঃ মোসলেহ্ উদ্দিন, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী উক্ত কমিটির আহ্বায়ক হবেন।

গ) ইক্ষু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউ কর্তৃক উদ্ভাবিত ঈশ্বরদী-২২, ২৪ ও ২৫ এই তিনটি অনুমোদিত জাতের ব্যাপারে জাতের নম্বরের ধারাবাহিকতা রক্ষাকল্পে সংস্থার ২৭-৫-৯৩ইং তারিখে গেজেট নোটিফিকেশন দেয়ার যে প্রস্তাব দেয়া হয় তা সুপারিশের জন্য বিবেচনা করা গেল না। গেজেট নোটিফিকেশন অনুমোদিত জাতের ক্রম অনুসারে দেয়া হবে।

আলোচ্য বিষয়-৩ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত গমের দুটি জাত বি.এ.ডব্লিউ-১৭১ (সওগাত/নিশান) এবং বি.এ.ডব্লিউ-৪৫২ (প্রতিভা/নূর) এর অনুমোদন।

বিএআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত গম এর জাত দুটি কারিগরি কমিটির ২৩তম সভায় উপস্থাপন করা হয়। বিষয়টি নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং সনাক্তকারী চিত্রসহ গমের জাত দুটি পরবর্তী কারিগরি কমিটির সভায় পেশ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সে মোতাবেক প্রস্তাবটি প্রকল্প-পরিচালক গম গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক উপস্থাপন করা হয়। তিনি জানেন যে, বি.এ.ডব্লিউ-১৭১ এবং বি.এ.ডব্লিউ-৪৫২ জাত দুটি সনাক্তকরণ চিত্রসহ প্রদান করা হয়েছে। মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে দেখা যায় বি.এ.ডব্লিউ-১৭১ জাতটির ফলন কাঞ্চন জাতের সহিত তুলনীয় এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন, জীবন মেয়াদও কাঞ্চনের তুলনায় কিছু কম এবং দানার রং সাদা। বি.এ.ডব্লিউ-৪৫২ জাতটি সেচসহ ও বিনা সেচে ফলন কাঞ্চন এবং সোনালিকার চেয়ে বেশী এবং আমন ধান কাটার পর দেরীতে বপনে জাত দু'টো উপযুক্ত। জাত দু'টো রাষ্ট রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন।

সিদ্ধান্ত ঃ বর্তমানে অনুমোদিত গম এর জাতের সংখ্যা অপ্রতুল এবং ফলন কাঞ্চনের সহিত তুলনীয় এবং রাষ্ট রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন বিধায় এসব কারণে জাত দু'টো অনুমোদন এর জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৪ ঃ আলুর জাত রিলিজ ও এম.এল.টি, পরীক্ষাকরণ।

ডঃ মামুনুর রশিদ, প্রকল্প পরিচালক, কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক উপস্থাপিত আলুর জাত রিলিজ করার প্রক্রিয়া সংক্ষিপ্তকরণ প্রস্তাব নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয় এবং জাত রিলিজ করার পূর্বে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও বিএডিসি'র সহায়তায় চাষীদের মাঠে এম.এল.টি পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত অনুমোদন করা হয়। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করবেন প্রকল্প পরিচালক, কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র।

আলোচ্য বিষয়-৫ঃ বিএআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত আলুর দু'টি নতুন জাত ক্লোন পি-৮৬.৪৫৭ ও পি-৮৭.৩৬৪ এর অনুমোদন।

জাত দুটি অনুমোদনের ব্যাপারে আবেদনপত্রগুলি পরীক্ষা করা হয় এবং লক্ষ্য করা যায় যে, আবেদনপত্রের সকল নির্ধারিত ছক যথাযথ পূরণ করা হয়নি। এ ব্যাপারে সদস্য-সচিব, সভাকে অবহিত করেন যে, মাত্র ১দিন পূর্বে তিনি আবদনসমূহ পেয়েছেন, কাজেই আবেদনের ত্রুটি ধরা পড়লেও প্রয়োজনীয় ত্রুটি দূর করে অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা যায় কি না সে জন্যই তিনি সভায় সকল সম্মানিত সদস্যদের বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করেছেন। এ ব্যাপারে সভাপতি মহোদয় জানান যে, আলুর ব্যাপারে যেহেতু অনুমোদিত জাতের সংখ্যা খুব কম। তাই প্রয়োজনীয় তথ্য আবেদন পত্রের চাহিদা অনুযায়ী পুরোপুরি সরবরাহ করা হলে পরবর্তী বীজ বোর্ডের সভায় উপস্থাপন করা যেতে পারে। তবে ভবিষ্যতে অসম্পূর্ণ কোন প্রকার আবেদন বিবেচনার জন্য কারিগরি কমিটির সভায় পেশ করা যাবে না। সিদ্ধান্তটি সভায় অনুমোদিত হয়। প্রকল্প-পরিচালক (কন্দাল ফসল)-কে প্রয়োজনীয় তথ্যসহ আবেদন পত্র পুনরায় সদস্য-সচিব, কারিগরি কমিটির নিকট পেশ করতে অনুরোধ করা হয়।

আলোচ্য বিষয়-৬ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত মিষ্টি আলুর দুটি জাত ক্লোন এস.পি-৩৯৬ (ডি-৪৪) এবং এস,পি-৩৯৭ (ডি-৫৩) এর অনুমোদন।

আবেদনপত্রে ত্রুটি বিচ্যুতি থাকায় আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করে পরবর্তী করিগরী কমিটির সভায় উপস্থাপনের অনুরোধ জানানো হয়।

আলোচ্য বিষয়-৭ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত দু'টি ছোলার জাত বারিছোলা-২ ও বারিছোলা-৩ এর অনুমোদন।

জাত দু'টি সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা হয়। আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করা হয়নি। আবেদন পত্র যথাযথভাবে পূরণস্বাপেক্ষে অনুমোদনের সুপারিশ করা গেল। আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করে পুনঃ দাখিল করা হলে পরবর্তী জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় উপস্থাপনের জন্য সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৮ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত কাউপি জাত বারিফলন-১ এর অনুমোদন।

সভায় কাউপি জাত বারিফলন-১ সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা হয়। উক্ত জাতের নাম বারি গোসীম-১-চট্টলা) নামকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আবেদন পত্র যথাযথভাবে পূরণ করা হয়নি বিধায় আবেদনপত্রের ছক যথাযথভাবে পূরণ করা পেক্ষে জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় উপস্থাপনের জন্য সদস্য-সচিব, কারিগরি কমিটি বরাবরে প্রেরণের জন্য উদ্ভাবনী কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানানো হলো।

আলোচ্য বিষয় -৯ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত মসুর এর জাত ফারুনী এর অনুমোদন।

এ জাতটির আবেদনপত্রও ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় অনুমোদনের ব্যাপারে জাতীয় বীজবোর্ডের সভায় উপস্থাপনের জন্য আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করে সদস্য-সচিব, কারিগরি কমিটি বরাবরে পুনঃ দাখিলের অনুরোধ জানানো গেল।

আলোচ্য বিষয়-১০ ঃ বিবিধ।

ক) সদস্য-সচিব, কারিগরি কমিটি সভাকে অবহিত করেন যে বিভিন্ন ফসলের জাত উদ্ভাবনের নিমিত্তে আবেদনপত্র এক দিন পূর্বে তাঁর কার্য্যালয়ে দাখিল করায় আবেদনসমূহ পুরোপুরিভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি। এ ব্যাপারে সভায় দীর্ঘ আলোচনা করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ জাত উদ্ভাবনী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কারিগরি কমিটির সভার অন্ততঃ ১৫ দিন পূর্বে সদস্য-সচিব বরাবরে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত ৪৮ কপি ছকপত্র যথাযথভাবে পূরণপূর্বক দাখিল করতে হবে। অন্যথায় আবেদপত্র বিবেচনা করা সম্ভব হবে না। কোন অসম্পূর্ণ আবেদন সভায় উপস্থাপন করা যাবে না। অনুমোদিত ছক পত্রের এক কপি প্রত্যেক সদস্য বরাবরে/গবেষণা কেন্দ্রে প্রেরণের ব্যবস্থা নিবেন সদস্য-সচিব।

ক) সভাপতি মহোদয় Seedmen's society of Bangladesh এর সভাপতি জনাব বি.আই.সিদ্দিকী কর্তৃক তাঁর সোসাইটিকে কারিগরি কমিটির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তির আবেদন পত্রের ব্যাপারে সভায় উপস্থিত সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, উক্ত সোসাইটি থেকে একজন প্রতিনিধি জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটিতে অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে কারিগরি কমিটির আপত্তি নেই, তবে কে হবেন সে ব্যাপারে জাতীয় বীজ বোর্ডের সিদ্ধান্ত প্রয়োজন।

খ) সভায় এই মর্মে আলোচনা হয় যে, বর্তমানে ফসলের জাত মূল্যায়ন করার ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট ছকপত্র না থাকায় মূল্যায়ন প্রতিবেদনে কোন সামঞ্জস্য থাকে না। এ ব্যাপারে একটি নির্দিষ্ট ছকপত্র অনুমোদিত থাকলে বিশেষ কিছু গুণাবলীর ব্যাপারে তথ্য নির্ধারিত থাকিবে। ফলে মূল্যায়ন ভাল হবে। বিস্তারিত আলোচনার পর পরিচালক, বীজ প্রত্যায়ন এজেন্সী-কে আহ্বায়ক করে এবং জনাব নাজমুল হুদা, প্রধান বীজতত্ত্ববিদ, কৃষি মন্ত্রণালয়-কে সদস্য করে দু'সদস্যের একটি উপ-কমিটি গঠন করা হলো। এ কমিটি ছকপত্র তৈরী করবেন।

অতপরঃ আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ সমাপ্ত করেন।

স্বাক্ষর-
(মনির উদ্দিন খান)
সদস্য-সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এবং
প্রধান বীজ প্রত্যয়ন অফিসার (ভারপ্রাপ্ত)
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী।

স্বাক্ষর-
(ডাঃ এম এস ইউ চৌধুরী)
সভাপতি
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
এবং
নির্বাহী সহ-সভাপতি
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ।

ছকপত্র

উদ্ভাবনকারী অথবা গবেষণা প্রতিষ্ঠানের নাম	সংক্ষিপ্ত নাম	ফসলের নাম	প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত জাতের ক্রমিক নং	কোন জনপ্রিয় নাম	জাতের নাম
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট	বিআরআরআই	ধান	২৮	সৌরভ	বিআর-ধান-২৮ (সৌরভ)

২৫-৮-৯৩ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত কারিগরি কমিটির ২৪তম সভায় উপস্থিত সদস্য/কর্মকর্তাদের তালিকা

ক্রঃ নং-	পদবী ও প্রতিষ্ঠান
১। জনাব মোঃ আঃ সাত্তার	পরিচালক, সরেজমিন উইং, ডিএই
২। জনাব এম এনামুল হক	অতিরিক্ত পরিচালক, সরেজমিন উইং, ডিএই
৩। জনাব মোঃ শফিকুল আলম	পরিচালক (কৃষি), বিজেআরআই
৪। জনাব এম এ মালেক	প্রকল্প পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত),ডাল গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই
৫। জনাব এম এ রাজ্জাক	প্রকল্প পরিচালক (গম) বিএআরআই
৬। ডঃ মামুনুর রশিদ	প্রকল্প পরিচালক, কন্দাল ফসল গবেষনা কেন্দ্র বিএআরআই
৭। জনাব মোঃ নজমুল হুদা	প্রধান বীজতত্ত্ববিদ, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রাণালয়
৮। জনাব জি এম মঈনুদ্দীন	মহা-ব্যবস্থাপক (বীজ) বিএডিস
৯। জনাব মোঃ ইকবাল আকতার,	প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র
১০। জনাব মোঃ হারুন-অর রশীদ	উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিএআরআই
১১। জনাব মোহাম্মদ হোসেন	উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিএআরআই
১২। জনাব এ জে মিয়া	মহা-পরিচালক, বিনা
১৩। জনাব কে এম লোকমান	মান নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
১৪। জনাব মোঃ মোসলেহ্ উদ্দিন	পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
১৫। জনাব মনির উদ্দিন খান	প্রধান বীজ প্রত্যয়ন অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী।

জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির পঞ্চবিংশ/২৫তম সভার কার্যবিবরণী

গত ১২-৬-৯৪ ইং ও ২-৭-৯৪ইং তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকায় ডঃ এম এস ইউ চৌধুরী, চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এবং নির্বাহী সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ, এর সভাপতিত্বে বিএআরসি সম্মেলন কক্ষে যথাক্রমে কারিগরি কমিটির ২৫তম সভা এবং এর বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়।

কারিগরি কমিটির উপস্থিত সদস্যগণের তালিকা যথাক্রমে পরিশিষ্ট 'ক' ও 'খ' এ দেয়া হলো। সভায় আলোচিত বিষয়গুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ কারিগরি কমিটির ২৪তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ১২-৯-৯৩ ইং তারিখের ১২৯৮ (২৫) নং স্মারকে কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ২৪তম সভার কার্যবিবরণী কমিটির সকল সদস্য এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের নিকট বিতরণ করা হয়। এ সভায় কারিগরি কমিটির সদস্য-সচিব জানান যে অদ্যাবধি কার্যবিবরণীর ওপর কোন সদস্যের নিকট থেকে মন্তব্য বা আপত্তি পাওয়া যায়নি। চেয়ারম্যান মহোদয় কোন সদস্যের ২৪তম সভার কার্যবিবরণীর ওপর কোন বক্তব্য থাকলে তা পেশের জন্য অনুরোধ জানান। কোন সদস্যের কোন বক্তব্য না থাকায় কার্যবিবরণী সঠিকভাবে রেকর্ড করা হয়েছে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরি কমিটির ২৪তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ কারিগরি কমিটির ২৪তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন।

কারিগরি কমিটির ২৪তম সভার নয়টি সিদ্ধান্ত (২.১-২.৯) বাস্তবায়নের অগ্রগতির বিবরণ সদস্য-সচিব সভায় পড়ে শোনান। চেয়ারম্যান মহোদয় সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়নের অগ্রগতির ওপর সদস্যদের মতামত আহ্বান করেন। সদস্যগণ এ বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এবং নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

ক) দেশে ধান ফসলের বিভিন্ন জাতের আবাদের স্ট্যাটাস রিপোর্ট প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত কমিটিকে পরবর্তী কারিগরি কমিটির সভায় তাদের প্রতিবেদন দাখিলের জন্য অনুরোধ করা হলো।

খ) আলুর জাত ছাড়করণের পদ্ধতি সহজীকরণ কমিটিকে তাদের সুপারিশমালা পরবর্তী কারিগরি কমিটির সভায় পেশ করার অনুরোধ জানানো হলো।

গ) ফসলের জাত মূল্যায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত ছকপত্র অনুমোদন করা হয় এবং এখন হতেই উক্ত ছকপত্র ব্রিডার কর্তৃক যথাযথভাবে পুরণ করে তাঁর কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তিনি কারিগরি কমিটির সদস্য-সচিবের নিকট জমা দেবেন। অতঃপর কারিগরি কমিটির সদস্য-সচিব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মূল্যায়ন টিমের নেতার নিকট প্রেরণ করবেন। অনুমোদিত ছকপত্র পরিশিষ্ট- "গ" এ দেয়া হলো। আলোচ্য বিষয়-২ এর সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়নের অগ্রগতিতে সকল সদস্য সন্তোষ প্রকাশ করেন।

আলোচ্য বিষয়-৩ ঃ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তাবিত জাতসমূহের অনুমোদন।

৩.১ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত চারটি প্রস্তাবিত জাত যথা-ব্রি ধান-২৮, ব্রি ধান-২৯, 'ব্রি ধান-৩০' এবং ব্রি ধান-৩১ এর গুণাবলী বর্তমানে উফশী জাতগুলোর চেয়ে কতটা ভাল তা সদস্যগণ পর্যালোচনা করেন। আলোচনায় বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর পরিচালক উল্লেখ করেন যে, জাতগুলোর সনাক্তকারী বৈশিষ্ট না থাকায় প্রত্যয়ন কার্যক্রমে অসুবিধে হচ্ছে এবং বীজ বর্ধনকারী প্রতিষ্ঠানের সংগে জাত নিয়ে প্রায়ই মতভেদ সৃষ্টি হচ্ছে। মহা ব্যবস্থাপক (বীজ) বিএডিসি, মত প্রকাশ করেন যে বর্তমানে আউশ, বোরো ও আমন মৌসুমে ভাল জাতের সংখ্যা অল্প। সকল দিক বিবেচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ ব্রি ধান-২৮, ব্রি ধান-২৯, ব্রি ধান-৩০ এবং ব্রি ধান-৩১ নামে জাত চারটি অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডকে সুপারিশ করা হলো।

৩.২ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট আলু, মিষ্টি আলু ও সরিষা এই তিনটি ফসলের ৮টি জাত অনুমোদনের প্রস্তাব করেন। সভায় সদস্যগণ প্রস্তাবিত জাতগুলির আবেদন ও সংশ্লিষ্ট উপাত্ত যাচাই করে দেখেন। অতপর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

ক) মিষ্টি আলুর দু'টো জাত যথা- বারি মিষ্টি আলু-৪ এবং বারি মিষ্টি আলু-৫ অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো। তবে উক্ত জাত দুটোর সংরক্ষণকালীন ওজন ঘাটতির উপাত্ত সরবরাহ করতে হবে।

খ) সরিষা জাত ধলি (YS-172) কে বারি সরিষা-৬ নামে অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

গ) আলুর ৫টি জাত, যথা- গ্র্যানোলা, ক্লিওপেট্রা, বিনেলা, অবেলিক্স ও আজিবা এর কৃষিতাত্ত্বিক পরীক্ষা, হিমাগারে ওজন হ্রাস ও রোগবালাই প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পর্কে পূর্ণাংগ উপাত্ত বিএআরআই হতে প্রাপ্তির পর পরবর্তী বর্দ্ধিত সভায় তা পেশ করতে সদস্য-সচিবকে অনুরোধ করা

হলো। অতঃপর অপরাহ্ন ১-১৫ মিনিটে চেয়ারম্যান মহোদয় সাময়িকভাবে ঐদিনের জন্য সভা মুলতবি ঘোষণা করেন এবং পরবর্তী বর্দ্ধিত সভা ০২-৭-৯৪ খ্রি. তারিখ সকাল ১০.০০ টায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হবে বলে সবাইকে জানান।

০২-৭-৯৪ খ্রি. তারিখ সকাল ১০.০০ টায় বিএআরসি সম্মেলন কক্ষে ডঃ এম,এস,ইউ চৌধুরী, চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড, এর সভাপতিত্বে ২৫তম বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আলোচিত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নে দেয়া হলো।

৩.৩ বাংলাদেশ আণবিক কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ছোলা, মাষকালাই ও মুগ ফসলের তিনটি প্রস্তাবিত জাত যথাক্রমে বিনা ছোলা-২, বিনা মাষ-১ ও বিনা মুগ-২ বর্তমানে অনুমোদিত জাতগুলোর চেয়ে ভাল বলে সদস্যগণ মত প্রকাশ করেন। অতঃপর সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ বিনা ছোলা-২, বিনা মাষ-১ এবং বিনা মুগ-২ জাত তিনটি জাতীয় বীজ বোর্ডে অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়- ৪.১ ঃ বীজ লটের সাইজ ও পরীক্ষাগারে বিজাত নির্ণয়ের পদ্ধতি।

জাতীয় বীজ বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৯২ সনে ডঃ নুর মোহাম্মদ মিয়া, মুখ্য বৈজ্ঞানিক অফিসার ও প্রধান, ব্রিডিং ডিভিশন, বিআরআরআই কে আহ্বায়ক করে এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালা তৈরী করে তা কারিগরি কমিটিতে দাখিলের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটির ১৯৯২ সনে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং সুপরিশমালা তৈরীর জন্য আরো সময়ের প্রয়োজন বলে উল্লেখ করা হয়। ডঃ নুর মোহাম্মদ মিয়া জানান যে ১৯৯৩ সনে এ কমিটি আর কোন মিটিং করতে পারেনি এবং কাজের তেমন অগ্রগতি ও সাধিত হয়নি। তিনি শীঘ্রই অবসরজনিত ছুটিতে যাবেন বিধায় এ কমিটির দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চান। বিষয়টি সভায় আলোচনা করা হয় এবং নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ (ক) বীজ লটের সাইজ ও পরীক্ষাগারে বিজাত নির্ণয়ের পদ্ধতি নির্ণয়ের জন্য ডঃ নুর মোহাম্মদ মিয়া কে আহবায়ক করে গঠিত পূর্বের কমিটি বহাল রাখা হলো এবং বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী এ কমিটির কাজের দাপ্তরিক সুযোগ-সুবিধে প্রদান করবে।
(খ) যথাশীঘ্র সম্ভব এ কমিটি সুপারিশমালা তৈরী করে সদস্য সচিবের নিকট দাখিল করবে যাতে কারিগরি কমিটির পরবর্তী সভায় তা আলোচনা করা যায়।

আলোচ্য বিষয়- ৪.২ ঃ কারিগরি কমিটিতে কৃষক সংগঠনের প্রতিনিধি নিয়োগ।

জাতীয় বীজ বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কারিগরি কমিটিতে সদস্য হিসেবে কোন কৃষক সংগঠন হতে অদ্যাবধি কোন মনোনয়ন পাওয়া যায়নি। সকল ফসলের জন্য দক্ষ একজন কৃষক চিহ্নিত করাও অসম্ভব। জাতীয় বীজ বোর্ডের নির্বাচন অনুযায়ী তুলা উন্নয়ন বোর্ডের অতিরিক্ত পরিচালক পদবীর কোন কর্মকর্তা ঐ প্রতিষ্ঠানে নেই। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ (ক) কারিগরি কমিটিতে সদস্য মনোনয়নের জন্য কৃষি উন্নয়নে রাষ্ট্রপতি পুরস্কাপ্রাপ্ত চাষীদের মধ্যে হতে প্রধান প্রধান ফসলগুলির জন্য একজন করে চাষী বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর যৌথভাবে নির্বাচন করবে এবং কারিগরি কমিটির আলোচ্য বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত ফসলের ওপর ভিত্তি করে প্রয়োজনীয় সংখ্যক চাষীকে সভায় যোগদানের জন্য সদস্য-সচিব আমন্ত্রণ জানাবেন। বিষয়টি জাতীয় বীজ বোর্ডের অনুমোদনের জন্য সুপরিশ করা হলো।
(খ) অতিরিক্ত পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, পরিবর্তে প্রকল্প পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ডকে কারিগরি কমিটির সদস্য হিসেবে নিয়োগ করার সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়- ৪.৩ ঃ বীজ ফসলের বীজমান পুনঃনির্ধারণ।

সভায় সদস্য-সচিব জানান যে বর্তমানে প্রচলিত ফসলের বীজমান, যেমন-বিশুদ্ধ বীজ (Species purity), অন্যান্য ফসলের বীজ ও জড় পদার্থের শতকরা হার (ওজনে) অত্যন্ত শিথিল। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর পরীক্ষাগারের উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে, ধান, গম ও পাট ফসলের বীজের গড় বিশুদ্ধতার হার যথেষ্ট উন্নত। ভিত্তি ও প্রত্যায়িত শ্রেণীর বিশুদ্ধতার শতকরা হার অধিকাংশ ক্ষেত্রে ৯৯% বা তার অধিক পাওয়া যাচ্ছে। উপস্থিত সকল সদস্য বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করেন এবং নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর পরিচালককে আহবায়ক করে একটি কমিটি করা হলো। কমিটিতে বিএডিসি, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফ্তর, সীডমেন্স সোসাইটি ও বীজ উইং-এর একজন করে প্রতিনিধি থাকবে। আগামী আট সপ্তাহের মধ্যে এ কমিটি একটি সুপারিশ তৈরী করে কারিগরি কমিটির সদস্য-সচিবের মাধ্যমে কারিগরি কমিটিতে উপস্থাপন করবে।

আলোচ্য বিষয়- ৫.১ (অতিরিক্ত) ঃ আলুর ৫টি জাত অনুমোদন।

পূর্ব সিদ্ধান্ত মোতাবেক আলুর ৫টি প্রস্তাবিত জাত যথা- গ্রানোলা, ক্লিওপেট্রা, বাইনেলা আজিবা ও অবেলিক্স বর্তমানে প্রচলিত উত্তম জাতসমূহের গুণাবলীর সংগে তুলনা ও আলোচনা করে দেখা হয় এবং নিম্নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বর্তমান দেশে অনুমোদিত আলু বীজের জাতের স্বল্পতার কারণে বিশেষ বিবেচনায় গ্র্যানোলা, ক্লিওপেট্রা ও বাইনেলা জাত তিনটি যথাক্রমে বারি আলু-১৩ (গ্র্যানোলা), বারি আলু-১৪ (ক্লিওপেট্রা) ও বারি আলু-১৫ (বাইনেলা) নামে অনুমোদনের সুপরিশ বীজ বোর্ডের নিকট করা হলো ।

আলোচ্য বিষয় ৫.২ (অতিরিক্ত) ঃ সরিষার জাত অনুমোদন।

বিএআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত ন্যাপাস প্রজাতির বারি সরিষা ৭ ও বারি সরিষা ৮ এর গুনাবলী নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সকল দিক থেকে জাত দুটো অনুমোদিত সকল জাতের তুলনায় ভাল বলে প্রতীয়মান হয় ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ বারি সরিষা -৭ ও বার সরিষা -৮ জাত দুটো অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়- ৫.৩ (অতিরিক্ত) ঃ বার্লির জাত অনুমোদন।

প্রস্তাবিত বারি বার্লি-১ এবং বারি বার্লি-২ জাত দুটোর গুণাবলী নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। বার্লির অনুমোদিত কোন জাত নেই এবং জাত দুটোর ফলন স্থানীয় জাতের চেয়ে ভাল। সকল সদস্য জাত দুটোর ছাড়করণের পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ বারি বার্লি-১ ও বারি বার্লি-২ নামে জাত দুটো অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয় (অতিরিক্ত)- ৫.৪ ঃ ধানের জাত অনুমোদন।

বিআরআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রস্তাবিত ব্রি ধান-২৭ ও ব্রি ধান-৩২ সম্পর্কে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আউশ মৌসুমে ব্রি ধান-২৭ বরিশাল অঞ্চলে এবং আমন মৌসুমে ব্রি ধান-৩২ কুমিল্লা অঞ্চলে আবাদের উপযুক্ত। জাতের স্বল্পতা ও ব্রি ধান-২৭ ছিটিয়ে বপন ও ব্রি ধান-৩২ জোয়ার-ভাঁটা এলাকায় আবাদের বিশেষ গুণের কথা বিবেচনা করে সকল সদস্য জাত দুটো ছাড়করণের পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ ব্রি ধান-২৭ ও ব্রি ধান-৩২ নামে জাত দুটো যথাক্রমে কুমিল্লা ও বরিশাল অঞ্চলে আবাদের জন্য অনুমোদেনের সুপারিশ বীজ বোর্ডের নিকট করা হলো।

আলোচ্য বিষয় (আলোচ্য বিবরণী বর্হিভূত)- ৫.৫ ঃ সয়াবিনের জাত অনুমোদন

ডঃ লুৎফর রহমান বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বিএআরআই এবং এমসিসি-এর যৌথ উদ্যোগে একটি ছোট দানার সয়াবিন জাত উদ্ভাবন করেছেন। জাতটির জন্য নির্দিষ্ট কোন আবেদন পত্র নেই। ডঃ লুৎফর রহমান এই জাতটির সুবিধাদি বিষয়ে উপাত্ত সকল সদস্যকে অবহিত করেন এবং সকল সদস্য আনুষ্ঠানিক আবেদন পত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে জাতীয় বীজ বোর্ডের পরবর্তী সভায় তা পেশ করার পক্ষে মত দেন।

সিদ্ধান্ত ঃ সকল প্রয়োজনীয় তথ্য সম্বলিত আনুষ্ঠানিক আবেদন ৭-৭-৯৪ খ্রি. এর মধ্যে কারিগরি কমিটির সদস্য-সচিবের নিকট জমাদানের শর্তে বিশেষ বিবেচনায় এ জাতটি ছাড়ের জন্য সুপারিশ জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট করা হলো।

অতপর সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় চেয়ারম্যান মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(আ কা মু গিয়াস উদ্দীন মিল্‌কী)
সদস্য-সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী

(ডঃ এম এস ইউ চৌধুরী)
চেয়ারম্যান
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও নির্বাহী সহ-সভাপতি
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ

(পরিশিষ্ট-ক)

১২-৬-১৯৯৪ তারিখে অনুষ্ঠিত কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ২৫তম সভায় উপস্থিত সদস্যদের নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠানের নাম।

ক্রঃনং	নাম	পদবী ও প্রতিষ্ঠানের নাম
১।	জনাব আ কা মু গিয়াস উদ্দিন মিল্‌কী	পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর।
২।	ডঃ নূর মোহাম্মদ মিয়া	পরিচালক, ব্রি, গাজীপুর
৩।	জনাব আনোয়ারুল কাদের শেখ	পরিচালক, বিনা, ময়মনসিংহ
৪।	ডঃ হামিজ উদ্দিন আহমেদ	প্রকল্প পরিচালক, বি.এ.আর.আই
৫।	জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম	এস.আর.টি.আই
৬।	জনাব আঃ খালেক মিয়া	প্রফেসর, ইপসা
৭।	ডঃ লুৎফর রহমান	প্রফেসর, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
৮।	জনাব আনোয়ারুল হক	সহ-সভাপতি, এস.এস.বি
৯।	জনাব জি এম মঈনুদ্দীন	মহা-ব্যবস্থাপক (বীজ), বি.এ.ডি.সি
১০।	জনাব এম এনামুল হক	অতিরিক্ত পরিচালক, ডি.এ.ই
১১।	জনাব এ এম তোফসির উদ্দিন সিদ্দিকী মহা-পরিচালক	মহা-পরিচালক, কৃষি মন্ত্রণালয় বীজ উইং (পর্যবেক্ষক)

(পরিশিষ্ট-খ)

০২-০৭-৯৪ তারিখে অনুষ্ঠিত কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ২৫তম বর্ধিত সভায় উপস্থিত সদস্যদের নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠানের নাম ।

ক্রঃ নং	নাম ও পদবী	প্রতিষ্ঠানের নাম
১।	জনাব আ কা মু গিয়াস উদ্দীন মিলকী,	পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
২।	জনাব শফিকুল আলম, পরিচালক (কৃষি)	বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট
৩।	ডঃ নুর মোহাম্মদ মিয়া ভারপ্রাপ্ত পরিচালক (গবেষণা)	বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
৪।	জনাব আনোয়ারুল হক, সহ-সভাপতি	সীডমেনস্ সোসাইটি অব বাংলদেশ
৫।	জনাব এম.এ. সালাম, যুগ্ম পরিচালক বিএডিসি, পক্ষে-মহা ব্যবস্থাপক (বীজ)	বাংলদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন
৬।	ডঃ শেখ মোঃ এরফান আলী, পরিচালক	ইক্ষু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ, ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা
৭।	জনাব এ এফ এম শামছুল ইসলাম উপ-পরিচালক (মার্কেটিং) ও প্রকল্প পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)	তুলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা
৮।	জনাব এম এনামুল হক, অতিরিক্ত পরিচালক	ডিএই
৯।	ডঃ হামিজ উদ্দিন আহমেদ, প্রকল্প পরিচালক	বি.এ.আর.আই (তৈল বীজ)
১০।	ডঃ লুৎফর রহমান,	প্রফেসর, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
১১।	জনাব মোঃ নজমুল হুদা	প্রধান বীজতত্ত্ববীদ, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়

Form for Field Evaluation of a Variety

(To be used by the field evaluation team for the variety proposed for release. Team will install procedure for field visit in as many numbers as necessary but three visits must be made by the full team)

Part- I General Information : (To be filled up by the Breeder)

1. Name and address of the breeder/applicant :
2. Specific objective of the new variety development:
3. Reference (if any) indicating the requirement for development of such variety:
4. Name of the proposed variety/line:
5. Agronomical requirement of the variety:
   a) Method of cultivation :
   b) Seed rate per hectare :
   c) Spacing :
   d) Fertilizer requirement per hectare :
6. Ecological requirement of the variety:
   a) Season
   b) Soil
   c) Water
7. Name of check variety/varieties:
8. Duration (in days) of the crop (seed to seed):
9. Yield (T/ha.)
10. Distinguishing character/characters:
11. Resistance to diaseases and insects:
12. Thousand seed weight:
13. Physical character of the produce (Shape, size, colour, texture etc.):
14. Locations of plots :

Part II Visit during the period from planting/sowing to pre-flowering stage:

1. Date of visit:
2. Age (in days) of the plant (Calculated from the date of sowing):
3. Extent of variability in the population : (height, colour, leaf size etc. Mention the character and make remarks about acceptability.):
4. Distinguishing character to identify the variety (if noticed.) :
5. Cultural practices followed:
   1) Planting
   2) Fertilizer use
   3) Water management
6. Prevalence of disease : (Name and make remark about severity)
7. Prevalence of insect and pests:
   (Name and remark about the severiety of attack)
8. Any other distinct feature of the proposed variety (if noticed.):

Part III. Visit any time during flowering to harvest.

1. Date of visit:
2. Age (in days) of the plant:
   (Calculated from the date of sowing)
3. Extent of variability:
4. Distinct character to identfy the variety:
5. Prevalence of disease:
6. Problem of disease and pest:
7. Any other distinct character:

Part –IV visit during crop cutting : (Enclose crop cutting report)

1. Duration of the crop (Seed to Seed):
2. Yield (t/ha.)
3. Thousand seed weight:
4. Physical character (Shape, size, texture, colour etc) of the produce:

Part –V Comment about acceptability of the variety (with specific fact/reason and justification.)

Signature of the team leader:
Name:
Designation:

জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির বিশেষ সভা এবং বিশেষ বর্ধিত সভার কার্যবিবরণী

গত ২২-৮-৯৪ ইং ও ৩-৯-৯৪ইং তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকায় ডঃ এম এস ইউ চৌধুরী, চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এবং নির্বাহী সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ এর সভাপতিত্বে বিএআরসি সম্মেলন কক্ষে যথাক্রমে কারিগরি কমিটির বিশেষ সভা এবং বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়।
করিগরী কমিটির উপস্থিত সদস্যগণের তালিকা যথাক্রমে পরিশিষ্ট 'ক' ও 'খ' এ দেয়া হলো। সভায় আলোচিত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

আলোচ্য বিষয় ঃ বিদেশী আলুর জাত ছাড়করণের উপর পেশকৃত সুপারিশমালার আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
আলোচনা ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ২৪তম (২৫-৮-৯৩ইং অনুষ্ঠিত) সভায় আলুর জাত রিলিজ করার প্রক্রিয়া সংক্ষিপ্তকরণের প্রস্তাব নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। তৎপর বিষয়টি গত ২৬-১০-৯৩ইং তারিখে জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় আলোচনা হয় এবং সিদ্ধান্ত হয় যে "আলুর জাত ছাড়করণের জন্য প্রস্তাবিত সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি ও প্রচলিত পদ্ধতির তুলনায় সুবিধাদি ব্যাখ্যাপূর্বক বীজ বোর্ডের বিবেচনার নিমিত্তে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করার জন্য কারিগরি কমিটিকে অনুরোধ করা হলো"। সিদ্ধান্ত মতে ডঃ আবুল কাসেম, মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, আলু গবেষণা কেন্দ্র, বারি একটি প্রস্তাব তৈরী করে সভায় পেশ করেন এবং এর সুবিধাদি ব্যাখ্যা করেন। দীর্ঘ আলোচনার পর সদস্যগণ মনে করেন যে প্রস্তাবে আলুর জাতের ট্রায়াল ও মূল্যায়ন পদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণ এবং প্রস্তাবিত পদ্ধতির সুবিধা উল্লেখপূর্বক প্রস্তাবটি সংশোধন প্রয়োজন। প্রস্তাবিত পদ্ধতিটি ডঃ আবুল কাসেম সংশোধিত আকারে ৩-৯-৯৪ তারিখের বর্ধিত সভায় উপস্থাপন করবেন। অতঃপর বিকাল ১৩.১৫ টায় চেয়ারম্যান মহোদয় সভা মুলতবী ঘোষণা করেন।
৩/৯/৯৪ ইং তারিখ সকাল ১০.০০ টায় বিএআরসি সম্মেলন কক্ষে ডঃ এম এস ইউ চৌধুরী, চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর সভাপতিত্বে বিশেষ বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পূর্বোক্ত দিনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রস্তাবিত পদ্ধতি ও প্রচলিত পদ্ধতির সুবিধা অসুবিধাসহ সংশোধিত আকারে বিদেশী জাতের আলুর ট্রায়াল ও মূল্যায়ন পদ্ধতি আলোচনা হয়। আলোচনাকালে পদ্ধতিটির কিছু কিছু অংশ পরিমার্জন করা হয় এবং নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ
১। বিদেশী আলুর জাতের ছাড়করণের প্রস্তাবিত সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিটি আংশিক সংশোধনসহ বিবেচনার জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশসহ প্রেরণ করা হবে।
২। প্রস্তাবটি প্রেরণের পূর্বে ১০/৯/৯৪ তারিখের মধ্যে পরিমার্জন ও পুনঃমুদ্রণ করে ডঃ আবুল কাসেম কারিগরি কমিটির চেয়ারম্যানের নিকট পেশ করবেন এবং চেয়ারম্যান মহোদয় বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, বিএডিসি, বীজ উইং ও পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট এর প্রতিনিধি সহ পরিমার্জিত প্রস্তাবটি নিবিড়ভাবে যাচাই করে দেখবেন।
৩। যাচাই এর পর প্রস্তাবিত পদ্ধতিটি কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য-সচিব এর নিকট জমা দেবেন। তিনি (সদস্য-সচিব) প্রস্তাবটি জাতীয় বীজ বোর্ডের বরাবরে প্রেরণ করবেন।
অতঃপর সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় চেয়ারম্যান মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বা-
(মোঃ মোসলেহ উদ্দিন)
সদস্য-সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী।

স্বা-
(ডঃ এম এস ইউ চৌধুরী)
চেয়ারম্যান
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও নির্বাহী সহ-সভাপতি
বাংলদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ।

(পরিশিষ্ট-ক)

২২/৮/৯৪ইং তারিখে কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর বিশেষ সভায় উপস্থিত সদস্যদের নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠানের নাম।

ক্রঃ নং	নাম ও পদবী	প্রতিষ্ঠান
১।	আবদুল মুত্তালিব, সি,এস,ও (ভারপ্রাপ্ত)	বিজেআরআই
২।	মোঃ নাসির উদ্দিন, পরিচালক (গবেষণা) ইনচার্জ	বি আর আর আই
৩।	আবুল কাসেম	বি এ আর আই
৪।	ডঃ মোঃ ইকবাল আকতার	বি এ আর আই
৫।	ডঃ আনোয়ারুল কাদের শেখ	বিনা
৬।	এম.এনামুল হক, অতিরিক্ত পরিচালক	ডি এ ই
৭।	আনোয়ারুল হক, ভি পি	এস,এ,বি
৯।	জি এম মঈনুদ্দীন,	মহাব্যবস্থাপক, (বীজ) বিএডিসি
১০।	ডঃ মোঃ শহিদুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক (কন্দাল)	বিএআরআই
১১।	মোঃ গোলাম রসুল, সিনিয়র মার্কেটিং অফিসার পক্ষে/-প্রকল্প পরিচালক	তুলা উন্নয়ন বোর্ড

(পরিশিষ্ট-খ)

০৩/৯/৯৪ইং তারিখে অনুষ্ঠিত কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর বিশেষ বর্দ্ধিত সভায় উপস্থিত সদস্যদের নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠানের নাম।

ক্রঃ নং	নাম ও পদবী	প্রতিষ্ঠানের নাম
১।	মোঃ নাসির উদ্দিন, পরিচালক (গবেষণা) ভারপ্রাপ্ত	বিআরআরআই
২।	এ এফ এম শামছুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক, (ভারপ্রাপ্ত)	তুলা উন্নয়ন বোর্ড
৩।	আবদুল মুত্তালিব, সিএসও (ভারপ্রাপ্ত)	বিজেআরআই
৪।	আনোয়ারুল কাদের শেখ, পরিচালক	বিনা
৫।	মোঃ মোসলেহ উদ্দিন, অতিঃপরিচালক	এস সিএ
৬।	এ.এইচ. এম দেলওয়ার হোসেন, পিসিএ (গ্রে-১)	এস আর টি আই
৭।	মোঃ শহিদুল ইসলাম, পরিচালক (কন্দাল)	বিএআরআই
৮।	মোঃ নজমুল হুদা, প্রধান বীজতত্ত্ববিদ	কৃষি মন্ত্রণালয়
৯।	মোঃ সাদেক আলী, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	কান্দল গবেষণা কেন্দ্র
১০।	আনোয়ারুল হক, ভি পি	এস এস বি
১১।	জি.এম.মঈনুদ্দীন	মহাব্যবস্থাপক, (বীজ) বিএডিসি
১২।	এম এ সালাম, যুগ্ম-পরিচালক (মান নিয়ন্ত্রণ)	আলু বীজ, বিএডিসি
১৩।	মোঃ মাহবুবুর রহমান, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (গবেষণা)	বাঃকৃঃগঃ ইনস্টিটিউট

জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ষড়বিংশ/২৬তম সভার কার্যবিবরণী

গত ১২/০১/৯৫ ইং তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকায় ডঃ এম এস ইউ চৌধুরী, চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এবং নির্বাহী সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ এর সভাপতিত্বে বিএআরসি সম্মেলন কক্ষে কারিগরি কমিটির ২৬তম সভা অনুষ্ঠিত হয়।

কারিগরি কমিটির উপস্থিত সদস্যগণের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' এ দেয়া হলো। সভায় আলোচিত বিষয়ের বিবরণ ও গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো ।

আলোচ্য বিষয় -১ ঃ কারিগরি কমিটির ২৫ তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ১৪/০৭/৯৪ ইং তারিখের ৮৭৭ (১৬) নং স্মারকে কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজবোর্ড, এর ২৫তম সভার কার্যবিবরণী কমিটির সকল সদস্যদের নিকট বিতরণ করা হয়। এ সভায় কারিগরি কমিটি কার্যবিবরণীর ২ (গ) সিদ্ধান্ত এর বিষয়ে দ্বিমত করে তিনি মূল্যায়ন ছক পত্রের পরিবর্তে জাত ছাড়করণের ছক পত্রের ১ম অংশ পূরণ ও কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রেরণের সিদ্ধান্ত হয়েছিল বলে উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া অন্য কোন আপত্তি/মন্তব্য অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি। মূল্যায়নের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এতে অংশগ্রহণ করে ডঃ নাসির উদ্দিন বলেন যে মূল্যায়ন টিমের নেতার দায়িত্ব সদস্য-পরিচালক (শস্য), বিএআরসি কে দেয়া হলে কাজের সুবিধা হবে এবং মূল্যায়নের ছক পত্র অনুযায়ী তিন ধাপে মূল্যায়নের পরিবর্তে এক ধাপেই করতে হবে। অন্যথায় মূল্যায়ন কার্য্যক্রম ম্যানেজ করা কঠিন হবে। বর্তমান দলনেতা জনাব মোঃ এনামুল হক বলেন মূল্যায়নের কাজটি বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর একক দায়িত্ব থাকলেই সবচেয়ে ভাল হবে। আলোচনায় অনেক সম্মানিত সদস্য অভিমত পোষণ করেন যে আপাতত তিন ধাপেই মূল্যায়ন কাজ চালিয়ে যেতে হবে এবং অসুবিধা হলে পরে দেখা যাবে।

সিদ্ধান্ত ঃ

ক) মূল্যায়ন ছকপত্র বলবৎ রাখা হলো এবং ২৫তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হলো।

খ) সদস্য-পরিচালক (শস্য), বিএআরসি কে কারিগরি কমিটিতে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করার সুপারিশ জাতীয় বীজ বোর্ডকে করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ কারিগরি কমিটির বিশেষ সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী ৬/১২/৯৪ইং তারিখের ১৫৭৪ (১৫) নং স্মারকে কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর বিশেষ সভার কার্যবিবরণী কমিটির সকল সদস্যের নিকট বিতরণ করা হয়। কারিগরি কমিটির সদস্য-সচিব এ সভায় জানান যে অদ্যাবধি কার্যবিবরণীর ওপর কোন সদস্যের নিকট থেকে মন্তব্য বা আপত্তি পাওয়া যায়নি। কোন সদস্যের কোন বক্তব্য না থাকায় কার্যবিবরণী সঠিকভাবে রেকর্ড করা হয়েছে বলে সিদ্ধান্ত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরি কমিটির বিশেষ সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৩ ঃ কারিগরি কমিটির ২৫তম ও বিশেষ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন।

কারিগরি কমিটির ২৫তম ও বিশেষ সভার সিদ্ধান্তসমূহের অগ্রগতির বিবরণ সদস্য-সচিব সভায় পড়ে শুনান। চেয়ারম্যান মহোদয় সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়নের অগ্রগতির ওপর সদস্যদের মতামত আহ্বান করেন। সদস্যগণ এ বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এবং নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

ক) জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক সুপরিশকৃত ৯টি ফসলের ২০টি জাতের মধ্যে ৮টি ফসলের ১৯টি জাত অনুমোদন করায় সভায় সকল সদস্য সন্তোষ প্রকাশ করেন।

খ) সয়াবীনের সুপরিশকৃত জাতটির মূল্যায়ন প্রতিবেদন মূল্যায়ন টিমের নেতার নিকট থেকে পাওয়া গেলে জাতটি অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডকে পুনরায় সুপারিশ করা হবে।

গ) এ সভায় ধানের আবাদের স্ট্যাটাস নির্ণয় কমিটিকে ধানের আবাদের স্ট্যাটাস রিপোর্ট পরবর্তী সভায় আলোচনার জন্য দাখিলের অনুরোধ পুনরায় করা হলো এবং কমিটিতে বিএআরআই এর একজন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করতে আহ্বায়ক অনুরোধ করা হলো।

ঘ) বীজ লটের সাইজ ও পরীক্ষাগারে বিজাত নির্ণয়ের পদ্ধতি নির্ধারণ কমিটির মিটিং এর সিদ্ধান্ত যথোপযুক্ত হয়েছে বলে বিবেচনা করা হয়।

ঙ) বীজ মান পুনঃনির্ধারণ কমিটিকে পরবর্তী সভার আলোচনার জন্য প্রতিবেদন দাখিলের জন্য পুনরায় অনুরোধ করা হলো।

চ) কৃষক সংগঠন হিসেবে সুনির্দিষ্ট কিছু না থাকায় কারিগরি কমিটিতে কৃষক সংগঠনের প্রতিনিধির পদটি বাদ দেয়ার সুপারিশ জাতীয় বীজ বোর্ডকে করা হলো।

ছ) বিদেশী আলুর জাত ছাড়করণের পদ্ধতি সংক্ষিপ্তকরণের Revised Procedure of Potato Variety Evaluation System in Bangladesh: Exotic and Locally Developed পদ্ধতিটি কারিগরি কমিটির বিশেষ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়ে সদস্য-সচিব প্রেরণ করায় সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়।

আলোচ্য বিষয়-৪ ঃ ফসলের জাত ছাড়করণ।

৪.১ বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত আখের দু'টি প্রস্তাবিত জাত যথা-এসআরটিআই আখ-২৬ ও এসআরটিআই আখ-২৭ এর গুণাবলী সদস্যগণ পর্যালোচনা পূর্বক নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ এসআরটিআই আখ-২৬ ও এসআরটিআই আখ-২৭ নামে জাত দু'টি অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডকে সুপারিশ করা হলো।

৪.২ ইনস্টিটিউট অব পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট ষ্টাডিজ ইন এগ্রিকালচার (ইপসা) কর্তৃক উদ্ভাবিত ইপসা পেয়ারা-১ এর গুণাবলি পর্যালোচনা পূর্বক নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ ইপসা পেয়ারা-১ নামে জাতটি অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডকে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৫ঃ কারিগরি কমিটিতে চাষী সংগঠনের প্রতিনিধি নির্বাচন।

কারিগরি কমিটির ২৫তম সভার ৪.২ সিদ্ধান্ত সভায় বিশদভাবে আলোচনা করা হয়। আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরি কমিটির ২৫তম সভার ৪.২ সিদ্ধান্তটি বাতিল করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৬ ঃ মূল্যায়ন টিমের কার্যক্রম।

মূল্যায়ন টিম, কারিগরি কমিটি এর নেতার নিকট থেকে সময়মত প্রতিবেদন না পাওয়ায় নিয়মানুযায়ী মূল্যায়ন কাজ সমাধান না হওয়ার বিষয়ে অনেক সদস্যই সভাকে অবহিত করেন। সভায় আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ মূল্যায়ন টিমের নেতাকে উক্ত বিষয়ে কার্যকরি ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করা হলো।

অতঃপর সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় চেয়ারম্যান মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বা-
(মোঃ মোসলেহ উদ্দিন)
সদস্য-সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও পরিচালক (চঃ দাঃ)
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী।

স্বা-
(ডঃ এম এস ইউ চৌধুরী)
চেয়ারম্যান
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও নির্বাহী সহ-সভাপতি
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ।

(পরিশিষ্ট-ক)

১২/১/১৯৯৫ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ২৬তম সভায় উপস্থিত সদস্যদের নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ

ক্রঃ নং	নাম ও পদবী	প্রতিষ্ঠানের নাম
১।	শেখ মোঃ এরফান আলী পরিচালক	এসআরটিআই
২।	সাদেকা আরংজেব পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)	বিজেআরআই
৩।	মোঃ জালাল উদ্দিন, উপ-পরিচালক, এসটিএল পক্ষে/ মহা-ব্যবস্থাপক	বিএডিসি
৪।	লুৎফর রহমান, প্রফেসর	বাকৃবি
৫।	আনোয়ারুল হক	এসএসবি
৬।	মোঃ নাসির উদ্দিন পরিচালক (গবেষণা)	বি আর আর আই
৭।	এম এনামুল হক অতিরিক্ত পরিচালক (সরেজমিন)	ডিএই
৮।	এফ এইচ রিকাবদার	তুলা উন্নয়ন বোর্ড
৯।	ডঃ আইয়ুবুর রহমান চৌধুরী	ইপসা

জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির সপ্তবিংশ/২৭তম সভার কার্যবিবরণী

৮/৫/৯৫ ইং তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকায় ডঃ এম এস ইউ চৌধুরী, চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এবং নির্বাহী সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ এর সভাপতিত্বে বিএআরসি সম্মেলন কক্ষে কারিগরি কমিটির ২৭তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। কারিগরি কমিটির উপস্থিত সদস্যগণের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' এ দেয়া হলো। সভায় আলোচিত বিষয়গুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

আলোচ্য বিষয় ১ ঃ কারিগরি কমিটির ২৬তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ ।

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ৯/২/৯৫ ইং তারিখের ১৯৪ (২০) নং স্মারকে কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড, এর ২৬তম সভার কার্যবিবরণী কমিটির সদস্যগণের নিকট বিতরণ করা হয়। কার্যবিবরণী বিতরণের পর এর ওপর কোন সদস্যের নিকট থেকে মন্তব্য বা আপত্তি পাওয়া যায়নি। তবে সভার দিন লিখিতভাবে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (গবেষণা) জানান যে মাঠ মূল্যায়ন সম্বন্ধে সভাপতি এবং তাঁর বক্তব্য সঠিকভাবে উল্লেখ করা হয়নি। উপস্থিত সম্মানিত সদস্যগণের মধ্যে অনেকেই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এবং কার্যবিবরণীতে ডঃ নাসির উদ্দিন, পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, এর বক্তব্যে " বিএআরসিতে তহবিলসহ একটি মূল্যায়ন সেল খোলা যেতে পারে" এবং "মৌসুমী/এনুয়াল শস্যের ক্ষেত্রে একবার ও পেরেনিয়াল/রেটুন শস্যের জন্য দুই বার মাঠ মূল্যায়ন করলেই যথেষ্ট হবে"। এ কথাগুলো প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে বলে মত প্রকাশ কারণে।

সিদ্ধান্ত ঃ

ক) কারিগরি কমিটির ২৬তম সভার আলোচ্য বিষয়-১ অনুচ্ছেদে ডঃ নাসির উদ্দিন, পরিচালক (গবেষণা), ব্রি এর বক্তব্য সংশোধন করে নিম্নরুপ করা হলো ঃ "মাঠ মূল্যায়নের জন্য বিএআরসি তে তহবিলসহ একটি মূল্যায়ন সেল খোলা যেতে পারে, মূল্যায়ন টিমের নেতার দায়িত্ব সদস্য-পরিচালক (শস্য), বিএআরসি কে দেয়া হলে কাজের সুবিধে হবে। মূল্যায়ন ছকপত্র অনুযায়ী তিন ধাপে মূল্যায়নের পরিবর্তে এ্যানুয়াল/মৌসুমী শস্যের ক্ষেত্রে এক ধাপে করতে হবে এবং পেরেনিয়াল/রেটুন শস্যের জন্য দুই বারে মাঠ মূল্যায়ন করলেই যথেষ্ট হবে। অন্যথায় মূল্যায়ন কার্যক্রম ম্যানেজ করা কঠিন হবে"।

খ) কোন আপত্তি না থাকায় ২৬তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ কারিগরি কমিটির ২৬তম সভার গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন।

কারিগরি কমিটির ২৬তম সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতির বিবরণ সদস্য সচিব সভায় পড়ে শুনান। চেয়ারম্যান মহোদয় সিদ্ধান্ত গুলো বাস্তবায়নের অগ্রগতির উপর সদস্যদের মতামত আহ্বান করলে সদস্যগণ এ বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। আলোচনার বিবরণ ও সিদ্ধান্ত নিম্নে ২.১ হতে ২.৫ অনুচ্ছেদ উল্লেখ করা হলো ঃ

২.১ সুপারিশ অনুমোদন।

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৩তম সভায় কারিগরি কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি কে কারিগরি সদস্য নিয়োগ, আখের দু'টি ও, পেয়ারার একটি জাতের অনুমোদন এবং বীজের লট সাইজ ও পরীক্ষাগারে বিজাত নির্ণয় পদ্ধতি অনুমোদন করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ ক) কারিগরি কমিটির উক্ত প্রস্তাবগুলো জাতীয় বীজ বোর্ড অনুমোদন করায় সভা সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং নবাগত সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি কে স্বাগত জানান হয়।

২.২ কারিগরি কমিটিতে কৃষক সংগঠনের প্রতিনিধি নিয়োগ।

জাতীয় বীজ বোর্ড কারিগরি কমিটিতে একজন কৃষক সংগঠনের প্রতিনিধি সদস্য হিসেবে অর্ন্তভূক্ত করে দিয়েছে। কারিগরি কমিটির ২৫তম সভায় এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা হয়। কৃষক সংগঠন হিসেবে সুনির্দিষ্ট কিছু না থাকায় বিকল্প হিসেবে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত চাষীদের একটি প্যানেল তৈরী এবং আলোচ্য বিষয় অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ফসলের জন্য পুরস্কার প্রাপ্ত চাষীকে কমিটির সভায় আমন্ত্রণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ উদ্দেশ্যে প্যানেল তৈরী করতে গিয়ে দেখা যায় পুরস্কার প্রাপ্ত চাষীদের নামের ঘোষণা হাল নাগাদ অবস্থায় পাওয়া যাচ্ছে না এবং দূরদূরান্তে চাষীদের আমন্ত্রণ করে এনে তাদের জন্য খরচ মেটানোর তহবিল কারিগরি কমিটির নেই। অনেক সদস্যই মনে করেন জাতীয় পর্যায়ের এরুপ একটি কারিগরি বিষয়ে সুপারিশ তৈরীর কমিটিতে চাষীদের অংশগ্রহণে সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত সীমিত। এগুলো বিবেচনা করে কারিগরী কমিটির ২৬তম সভায় ২৫তম সভার সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত বাতিল করা হয় এবং জাতীয় বীজ বোর্ডকে কারিগরি কমিটিতে কৃষক সংগঠনের প্রতিনিধি না রাখার ব্যাপারে সুপারিশ করা হয়। কিন্তু জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৩তম সভায় কারিগরি কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সদস্য পদটি বাদ দেয়ার প্রস্তাব অনুমোদন না করে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্তদের মধ্য হতে কৃষক প্রতিনিধি নির্বাচনের অনুরোধ করে। সে প্রেক্ষিতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহায়তায় রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্তদের তালিকা তৈরী করা হয়েছে। তালিকাটি পর্যালোচনা করে দেখার

জন্য সভায় পেশ করা হয়। কমিটির উপস্থিত প্রায় সকল সদস্যই কারিগরি কমিটিতে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত চাষীদের মধ্য হতে প্রতিনিধি নিয়োগে প্রকৃত সুফল পাওয়া যাবে না বরং নানা অসুবিধা হবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরি কমিটিতে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত চাষীদের পরিবর্তে কৃষক সংগঠনের প্রতিনিধি সদস্য হিসেবে নিয়োগের জন্য কৃষক সংগঠনের উপযুক্ত প্রতিনিধি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ঠিক করে সদস্য-সচিব কারিগরি কমিটিকে অতিসত্ত্বর জানিয়ে দেবে।

২.৩ মূল্যায়ন টিমের কার্যক্রম।

কারিগরি কমিটির ২৬তম সভায় সময়মত ও নিয়মানুযায়ী মূল্যায়ন কাজ সম্পন্ন করার জন্য মূল্যায়ন টিমের দলনেতাকে কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করা হয়েছিল। এ বিষয়ে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৩তম সভায় আলোচনা এবং সময়মত পদ্ধতি অনুযায়ী মাঠ পরিদর্শন করে নির্ধারিত ছকে প্রতিবেদন প্রদানের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কাজের সুবিধার্থে জাতীয় বীজ বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নয়টি অঞ্চলের জন্য ইতোমধ্যে নয়টি কমিটি গঠন করা হয়েছে। নয়টি কমিটির মাধ্যমে মূল্যায়ন করে কারিগরি কমিটির সদস্য সচিবের দ্বারা কাজটি করা কঠিন হবে বলে কোন কোন সদস্য অভিমত ব্যক্ত করেন। ডঃ নাসির উদ্দিন, পরিচালক (গবেষণা), ব্রি বলেন যে জাত মূল্যায়নের জন্য বিএআরসির অধীনে প্রয়োজনীয় তহবিলসহ একটি কোষ স্থাপন করা যুক্তিযুক্ত হবে। ডিএই এর ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত পরিচালক জনাব নাসির উদ্দিন ভূইয়া বলেন নয়টি দলের পরিবর্তে পূর্বের মত কেন্দ্রীয় ভাবে একক দলের মাধ্যমেই মূল্যায়ন কাজ করা ভাল হবে। বিনার (বিআইএনএ) পরিচালক ডঃ আনোয়ারুল কাদের শেখ বলেন যে, অঞ্চলভিত্তিক কমিটির দলনেতাদের মাঠ মূল্যায়ন প্রতিবেদন সরাসরি কারিগরি কমিটির সদস্য-সচিবের নিকট প্রেরণের পরিবর্তে পরিচালক (সরেজমিন), কৃষি সম্পসারণ অধিদপ্তরের মাধ্যমে হতে পারে। ইক্ষু গবেষণার পরিচালক ডঃ এরফান আলী সাহেবও অনুরূপ মত পোষণ করেন। বীজ উইং এর ডঃ নজমুল হুদা অঞ্চলভিত্তিক অনুমোদিত নয়টি মাঠ মূল্যায়ন দলকে জাতীয় বীজ বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। যদি এ ব্যবস্থায় পূর্বের মত অসুবিধে হয় তখন প্রয়োজনীয় সংশোধন করা যাবে বলে মত দেন। বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ ক) মূল্যায়নের কাজ জাতীয় বীজ বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আপাতত নয়টি অঞ্চল ভিত্তিক অনুমোদিত মাঠ মূল্যায়ন কমিটির মাধ্যমেই চালু থাকবে এবং অনুমোদিত মূল্যায়ন ছক অনুযায়ী মাঠ মূল্যায়নের কাজ চলবে। তবে দলনেতাগণ মাঠ মূল্যায়ন প্রতিবেদন পরিচালক (সরেজমিন), ডিএই বরাবরে প্রেরণ করবেন। তিনি অঞ্চলভিত্তিক প্রতিবেদন যাচাই করে মতামতসহ সদস্য-সচিব কারিগরি কমিটির নিকট প্রেরণ করবেন।

খ) মাঠ মূল্যায়নের কাজ অধিকতর সঠিকভাবে এবং দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য পরবর্তীতে বিএআরসির অধীনে প্রয়োজনীয় তহবিলসহ একটি মাঠ মূল্যায়ন কোষ তৈরী করা যেতে পারে এবং এর জন্য একটি প্রকল্প প্রস্তাব বিএআরসি সরকারের নিকট পেশ করতে পারে।

২.৪ ধানের বিভিন্ন জাতের বর্তমান আবাদের স্ট্যাটাস রিপোর্ট।

ধানের বিভিন্ন জাতের বর্তমান আবাদ স্ট্যাটাস রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট উপ-কমিটি প্রণয়ন করে দাখিল করেছে। এ রিপোর্ট কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ১৯৯৩-৯৪ সনের ধানের সারাদেশের আবাদের প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন তৈরী করা হয়। সভায় প্রতিবেদনটি আলোচনা করা হয়। আলোচনায় ডঃ নজমুল হুদা জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক ধানের জাতের অনুমোদিত তালিকা হতে সর্বনিম্ন আবাদ পর্যায়ের কিছু জাত বাদ দেওয়ার কথা তোলেন। অন্য সদস্যগণ রিপোর্টটি শুধু জ্ঞাতার্থে বিতরণের পক্ষে মত দেন।

সিদ্ধান্ত ঃ ক) ধানের বিভিন্ন জাতের আবাদের স্ট্যাটাস রিপোর্ট অনুমোদন করা হলো। রিপোর্টটি সদস্যদের জ্ঞাতার্থে বিতরণ করা হবে।

২.৫ বীজ মান পুনঃ নির্ধারণ।

কারিগরি কমিটির ২৫তম সভায় ফসলের বীজ মান পুনঃ নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের বিষয় বিবেচনা করে যে উপ-কমিটি গঠন করা হয়েছে তার একটি সভা ইতোমধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে উপ-কমিটি ধান, গম ও পাট ফসলের মান তাদের কার্যক্রমে অন্তর্ভূক্ত রেখেছে। তারা কাজটি করার জন্য আরও সময় লাগবে বলে মনে করেন। সভায় আলোচনাকালে উপস্থিত সদস্যগণ উপ-কমিটিতে কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র ও ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট হতে প্রতিনিধি নিয়োগ প্রয়োজন বলে মনে করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ উপ-কমিটিতে বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র হতে একজন করে প্রতিনিধি সদস্য হিসেবে নিয়োগ করতে হবে। উপ কমিটিকে পরবর্তী কারিগরি কমিটির মিটিং এর পূর্বে প্রতিবেদন কারিগরি কমিটির সদস্য-সচিবের নিকট দাখিলের অনুরোধ করা হয়।

আলোচ্য বিষয়-৩ ঃ বেসরকারী পর্যায়ে বীজ প্রত্যয়ন।

বেসরকারী পর্যায় হতে বীজ প্রত্যয়নের অনুরোধ বর্তমানে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর নিকট আসছে। বর্তমান বীজ আইন-১৯৭৭, বীজ বিধি-১৯৮০ এবং বীজ নীতি,এর বিভিন্ন ধারা ও অনুচ্ছেদে স্বেচ্ছাভিত্তিক প্রত্যয়ন প্রদানের বিধান আছে। জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩১/১০/৮৯ তারিখের ২৫তম সভায় বীজ কর্পোরেশন কর্তৃক নীতি নির্ধারণের পর বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বেসরকারী পর্যায়ে প্রত্যয়নের কাজ করতে পারবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। এ বিষয়ে চেয়ারম্যান মহোদয় মন্ত্রণালয়ের বীজ উইং এর প্রতিনিধি ডঃ নজমুল হুদার নিকট মতামত জানতে চাইলে তিনি বীজ আইন ও বীজ নীতিতে প্রত্যয়নের সংস্থান আছে এবং এখন বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বেসরকারী পর্যায়ে প্রত্যয়নের কাজ শুরু করতে পারে বলে মত দেন। অন্যান্য সদস্যগণ ও তাঁর মতামত সমর্থন করেন। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর পরিচালক জানান যে, প্রত্যয়ন কাজ শুরু করতে হলে বীজ আইনে ফসল প্রত্যয়নের জন্য আবেদন প্রতি ২৫/= টাকা এবং বীজ পরীক্ষার জন্য নমুনা প্রতি ৫/= টাকা ফি ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে আদায়ের বিধান আছে। এই ফি আদায় করতে হলেও কারিগরি কমিটির অনুমোদন প্রয়োজন। এ বিষয়ে সদস্যগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এবং নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ ক) বেসরকারী পর্যায়ের বীজ প্রত্যয়নের জন্য বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে তার সামর্থ অনুযায়ী প্রত্যয়ন কাজ শুরু করার অনুমোদন দেয়ার জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডকে সুপারিশ করা হলো।

খ) বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে প্রত্যয়ন সেবার বিনিময়ে বীজ বিধিতে নির্ধারিত ফি ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে গ্রহণ করার পক্ষে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয় ৪ ঃ ব্রিডার সীডের প্রত্যয়ন।

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৩তম সভার ৭ (১) সিদ্ধান্তে বীজ আইন ও বীজ নীতি অনুযায়ী ব্রিডার সীড প্রত্যয়নের বিষয়টি কারিগরি কমিটিতে আলোচনা করে নির্দিষ্ট সুপারিশ পেশ করতে বলা হয়। এ বিষয়ে সভার চেয়ারম্যান মহোদয় বীজ উইং এর প্রতিনিধি ডঃ নজমুল হুদার নিকট থেকে পটভূমি জানতে চান। তিনি জানান যে নিয়মানুযায়ী ব্রিডার সীড প্রত্যয়ন হতে হবে এবং প্রত্যয়নের দায়িত্ব বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী'কে দেয়া আছে। তবে বর্তমানে ব্রিডার সীড প্রত্যয়ন হচ্ছে না। যার ফলে আইন অনুযায়ী ভিত্তি বীজ প্রত্যয়নে অসুবিধে হচ্ছে। ডঃ নাসির উদ্দিন, পরিচালক (গবেষণা), ব্রি বলেন ব্রিডার সীড প্রত্যয়নের কাজ বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর পক্ষে সম্ভব নয়। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতেও ব্রিডার সীড প্রত্যয়ন হচ্ছে না। বিনার পরিচালক সদস্য ডঃ আনোয়ারুল কাদের শেখ বলেন ব্রিডার সীড বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কর্তৃক প্রত্যয়নের দরকার নেই। ডঃ লুৎফর রহমান, বলেন ব্রিডার সীডের প্রত্যয়ন বিশ্বের কোথাও হয় না সেখানে বাংলাদেশে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কর্তৃক ব্রিডার সীড প্রত্যয়নের প্রশ্নই ওঠে না। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বরং ভিত্তি বীজ প্রত্যয়নের কাজ শুরু করতে পারে। এ পর্যায়ে জনাব মোঃ মোসলেহ উদ্দিন, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বলেন এসসিএ ১৯৭৬ সন থেকে ভিত্তি বীজ প্রত্যয়নের কাজ করে আসছে। বর্তমানে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী ধান,গম,পাট এর ব্রিডার সীড প্রত্যয়ন কাজ করতে সক্ষম। ব্রিডার সীড প্রত্যয়ন না হলে ঐ অ-প্রত্যায়িত ব্রিডার সীড হতে পরবর্তী পর্যায়ে ভিত্তি বীজ প্রত্যয়ন দেশের আইন অনুযায়ী করা যায় না। কাজেই ব্রিডার সীড প্রত্যয়ন অবশ্যই হওয়া দরকার। তাছাড়া মাঝে মাঝে নিম্ন মানের বীজ ব্রিডার সীড হিসেবে বিএডিসিকে সরবরাহ করা হয়েছে। ইক্ষু গবেষণার পরিচালক ডঃ শেখ মোঃ এরফান আলী বলেন ব্রিডার সীড প্রত্যয়ন হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। অন্যথায় ভাল ভিত্তি বীজ বর্ধন হবে না। অনেক সদস্যই ব্রিডার সীড প্রত্যয়নের বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। আলোচনান্তে নিম্নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ ক) ব্রিডার সীড প্রত্যয়ন হতে হবে।

গ) ব্রিডার সীডকে কিভাবে প্রত্যয়ন করবে তার নির্দিষ্ট সুপারিশ তৈরীর জন্য ডঃ নজমুল হুদা, বীজ উইং কে আহ্বায়ক করে এবং ডঃ লুৎফর রহমান, বিএইউ ও ডঃ আনোয়ারুল কাদের শেখ, বিনা কে সদস্য করে একটি উপ-কমিটি তৈরী করা হলো। উক্ত কমিটি অতিসত্ত্বর এ ব্যাপারে একটি প্রতিবেদন কারিগরি কমিটির সদস্য সচিব বরাবরে পেশ করবে।

আলোচ্য বিষয়-৫ ঃ বার্লি ও কেনাফ ফসলের মাঠ মান ও বীজমান।

বর্তমানে বার্লি ও কেনাফ ফসলের মাঠ মান ও বীজ মান নির্ধারিত নেই। এ দু'টি ফসলের গবেষকগণ জাত ছাড়করণের আবেদনের সংগে মাঠ ও বীজ মানের প্রস্তাব নিয়মানুযায়ী করেছিলেন। যথাসময়ে ফসল দু'টির জাত ছাড়করণ হয়েছে। কিন্তু প্রস্তাবিত মান অনুমোদন এখনও বাকী আছে। নিয়মানুযায়ী কোন ফসলের প্রথম জাত ছাড়করণের সময় এর মাঠ ও বীজমান অনুমোদন হওয়ার কথা। বার্লি ও কেনাফ ফসলের প্রস্তাবিত মাঠ ও বীজ মানের বিষয়ে চেয়ারম্যান মহোদয় সকল সদস্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে সকল সদস্য প্রস্তাব দু'টি অনুমোদনের পক্ষে মত দেন।

সিদ্ধান্ত ঃ বার্লি ও কেনাফ ফসলের প্রস্তাবিত মাঠ ও বীজমান অনুমোদন করার জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডকে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৬ ঃ ফসলের জাত ছাড়করণ।

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হতে পাট, ডাল ও ধান ফসলের মোট ৭ (সাত) টি আবেদন পাওয়া গিয়েছে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের প্রার্থী জাতগুলোর আবেদন নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

৬.১ বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের পাট ও কেনাফ ফসলের জাত অনুমোদন।

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট পাট ও কেনাফ ফসলের চারটি জাত অনুমোদনের জন্য আবেদন করেছে। প্রার্থী জাতগুলোর গুণাবলী সভায় আলোচনা করা হয়। এদের বিবরণ ও গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

৬.১.১ বিজেআরআই তোষা পাট-৩ (ও এম-১)।

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট উগান্ডা হতে 'ও এম-১' জাতটি সংগ্রহ করে শুদ্ধ নির্বাচনের মাধ্যমে এ জাতটি উদ্ভাবন করেছেন। এ জাতটি ও-৯৮৯৭ জাতের মত চৈত্র মাসে সমগ্র বাংলাদেশে আবাদযোগ্য। আঁশের ফলন ও-৯৮৯৭ এর চেয়ে ২% বেশী এবং আঁশের মান তুলনামূলকভাবে উন্নত। রোগবালাই কম হয়। নীচু ও মধ্যম জমিতে আবাদ চলে। গাছের ফুল ও ফলের বৈশিষ্ট ও-৯৮৯৭ এর মতই। নাবী (খরিফ-২) আবাদ করে বীজ উৎপাদন করতে হবে। বীজের রং অন্য সকল তোষা পাটের মত নীলাভ নয়, দেশী পাট বীজের মত কালচে বাদামী রংয়ের। সভায় সদস্যগণ জাতটি আশু বপনযোগ্য এবং আঁশের উন্নত মানের জন্য সারাদেশে আবাদের জন্য ছাড়করণের পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

৬.১.২ বিজেআরআই দেশী পাট-৫ (বিজেসি ৭৩৭০) ঃ

জাতটি ডি-১৫৪ ও সি সি-৪৫ এর মধ্যে সংকরায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবন করেছে। এ জাতের পাট সারাদেশে খরিফ-১ মৌসুমে আবাদযোগ্য। ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি হতে বপন করা যায় এবং এর আঁশ ১০৫-১১৫ দিনে বাত্তি হয়। আঁশের ফলন সি সি-৪৫ অপেক্ষা ৭% বেশী। এ জাতের বিশেষ সুবিধা হলো সহজে বীজ উৎপাদন করা যায়। আগাম ফুল আসে না, কান্ড পচা ও এনথ্রাক্স রোগ প্রতিরোধ করতে সক্ষম। পোকা মাকড় প্রতিরোধ ক্ষমতাও বেশী। উপস্থিত সদস্যগণ প্রার্থী জাতের গুণাবলী পর্যালোচনা করে ইতিপূর্বের অনুমোদিত জাতের চেয়ে অধিক সম্ভাবনাময় বিবেচনা করে ছাড়ের জন্য সুপারিশ করেন।

৬.১.৩ বিজেআরআই দেশী পাট-৬ (বিজেসি-৮৩) ঃ

জাতটি সিভিএল-১ ও ফুলেশ্বরী জাতের মধ্যে সংকরায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবন করেছে। এ জাত খরিফ-১ মৌসুমে সারাদেশে আবাদযোগ্য। এর ফলন, গাছের বৈশিষ্ট সিভিএল-১ এর অনুরুপ। তবে পাতার কিনার ঢেউ খেলান হওয়ায় সিভিএল-১ হতে আলাদা করা যায়। রোগ সহনশীলতা সিভিএল-১ অপেক্ষা বেশী। সহজে বীজ উৎপাদন করা যায়। জাতটির বিশেষ গুণ হচ্ছে এর জীবনকাল ১০-১৫ দিন অর্থাৎ সিভিএল-১ অপেক্ষা ৩০-৪০ দিন কম, গাছের গড় উচ্চতা বেশী এবং দ্রুত বর্ধনশীল। সভায় এর গুণাবলী নিয়ে আলোচনা হয় এবং সল্প মেয়াদী জাত হিসেবে ছাড়ের জন্য সদস্যগণ সুপারিশ করেন।

৬.১.৪ বিজেআরআই কেনাফ-২ (এইচ সি-৯৫) ঃ

ইরান থেকে সংগৃহীত আর ৪২৮ লাইন এর একক গাছ নির্বাচন ও বিশুদ্ধকরণ পদ্ধতিতে এ জাতটি বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবন করেছেন। জাতটি পাহাড়ী ঢালু জমি, হাওড় ও চরাঞ্চলের অনুর্বর বেলে জমি এবং উপকূলীয় মাঝারি লবনাক্ত জমিতে আবাদ উপযোগী। চৈত্রের প্রথম হতেই বপন করা যায় এবং ১২০-১৫০ দিনে আঁশ বাত্তি হয়। ফলন এইচ-সি-২ অপেক্ষ ৩.৮৭% বেশী (গড়ে ৩.১১ টন/হেঃ) এবং আগাম বপণে তুলনামূলকভাবে ভাল ফলন হয়। মধ্যম মানের ছত্রাক ও নিমাটোড রোগ সহিষ্ণু। জাতটির গাছের বৈশিষ্ট দেখে এইচ-সি-২ জাত হতে আলাদা করা যায়। সহজে বীজ উৎপাদন করা যায়। সকল সদস্য এ জাতের আবাদ উপযোগিতা ও অন্যান্য গুণাবলীর জন্য ছাড়করণের পক্ষে মত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ ক) বিজেআরআই তোষা পাট-৩, বিজেআরআই দেশী পাট-৫, বিজেআরআই দেশী পাট-৬ এবং বিজেআরআই কেনাফ-২ জাতগুলো অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডকে সুপারিশ করা হলো।

৬.২ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের খেসারীর জাত অনুমোদন।

বাংলাদেশে কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট খেসারী ফসলের দু'টি জাত ছাড়করণের আবেদন করেছে। প্রার্থী জাত দু'টির গুণাবলী সভায় আলোচনা করা হয়। এদের বিবরণ ও গৃহীত সিদ্ধান্ত উল্লেখ করা হলো ।

৬.২.১ বারি খেসারী-১ (৮৬০৩) ঃ

বাংলদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর ডাল গবেষণা কেন্দ্র ভারতীয় নীল বড়ফুলের কম বিষাক্ততা সম্পন্ন এবং নাম অজানা এক সাদা বড় ফুলের বেশী বিষাক্ততা সম্পন্ন জাতের মধ্যে সংকরায়নের মাধ্যমে এ জাতটি উদ্ভাবন করেছে। জাতটি সারাদেশে রবি মৌসুমে আবাদ করা যাবে। এর জীবনকাল ১১০-১১৫ দিন, স্থানীয় জাতের সমান। বীজ বেশ বড় এবং ডালে বিষাক্ত রাসায়নিকের

পরিমাণ (BOM) ০.০১৩৭ মিঃ গ্রাম/ গ্রাম বা স্থানীয় জাত অপেক্ষা ৭৪.৫% কম। ফলন সরকারী গবেষণা খামারে স্থানীয় জাতের চেয়ে ৪০% বেশী হলেও অনফার্ম ট্রায়ালে স্থানীয় জাতের প্রায় সমান।

৬.২.২ বারি খেসারী-২ (৮৬১২) ঃ

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ডাল গবেষণা কেন্দ্র ভারতীয় নীল বড় ফুলের কম বিষাক্ততা সম্পন্ন এবং নাম অজানা সাদা বড় ফুলের বেশী বিষাক্ত দু'টি জাতের মধ্যে সংকরায়নের মাধ্যমে উদ্ভাবন করেছে। জাতটি সারাদেশে রবি মৌসুমে আবাদযোগ্য। এর জীবনকাল ১১০-১১৫ দিন, স্থানীয় জাতের সমান। বীজ বেশ বড় এবং ডালে বিষাক্ত রাসায়নিক পরিমাণ (BOM) ০.০০৬ মিঃ গ্রাম/গ্রাম যা স্থানীয় জাতের চেয়ে ৮৬.৬% কম। ফলন স্থানীয় জাতের চেয়ে গবেষণা ফর্মে প্রায় ৪০% বেশী এবং অনফার্ম ট্রায়াল-এ স্থানীয় জাতের প্রায় সমান পাওয়া গেছে। উপাত্ত যাচাই কালে দেখা যায় বারি খেসারী-(৮৬০৩) এং বারি খেসারী- ২ (৮৬১২) প্রার্থী জাত দু'টি একই প্যারেনটেজ হতে উদ্ভাবিত এবং এদের গাছের ফলের বৈশিষ্ট প্রায় একই রকম। গাছ বা বীজের মিশ্রণ হলে আলাদা করার কোন উপায় নেই। এ দু'টি জাতের মধ্যে ৮৬১২ এর বিষাক্ত রসায়নিকের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম। সদস্যগণ বারি খেসারী-২ (৮৬১২) কে বারি খেসারী-১ নামে ছাড়করণের পক্ষে মত দেন এবং প্রস্তাবিত বারি খেসারী-১ (৮৬০৩) এর উপকূলীয় অঞ্চলে আবাদ উপযোগিতাসহ অন্যান্য পরীক্ষা সম্পন্ন করা প্রয়োজন বলে মনে করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ

৬.২ ক) সর্বনিম্ন বিষাক্ত রাসায়নিকের পরিমাণ সম্পন্ন লাইন ৮৬১২ কে বারি খেসারী-১ নামে সারাদেশে আবাদের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডকে অনুমোদন প্রদানের সুপারিশ করা হলো।

খ) লাইন ৮৬০৩ এর উপকূলীয় অঞ্চলে আবাদ উপযোগীতা ও অন্যান্য পরীক্ষা সম্পন্ন করার পর পূর্ণাঙ্গ উপাত্তসহ পুনঃ আবেদনের ব্যবস্থা নিতে উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠানকে বলা হলো।

৬.৩ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভাবিত ধান ফসলের জাত অনুমোদন।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কো-অর্ডিনেটেট জেনেটিক রিসার্চ ফর ক্রপ ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট একটি ধানের জাত ছাড়করণের জন্য আবেদন করেছে। প্রার্থী জাতের বিবরণ ও সিদ্ধান্ত নিম্নে দেয়া হলো।

৬.৩.১ বাউ ধান-২ (বাউ-১৬) ঃ

জাতটি নাইজার শাইল এবং ইরি ৫৭৮-২-২ এর সংকরায়নের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়েছে। জাতটি সারাদেশে আমন মৌসুমে আবাদযোগ্য। এর জীবনকাল ১৪০-১৫০ দিন। গড় ফলন ৪.০৮ টন/হেঃ দানা আকর্ষণীয় সোনালী রংয়ের। চালের প্রটিনের পরিমাণ বিআর-১১ এবং বিআর-২৫ অপেক্ষা কম। তবে এ্যামাইলোজের পরিমাণ বেশী। আবেদনের সংগে উপাত্ত এলোমেলো ভাবে উপস্থাপন করার ফলে এর ভাল বা খারাপ দিকগুলো সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। সদস্যগণকে প্রার্থী জাতের গুণাবলী বর্ণনা করার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্রিডার সভায় উপস্থিত না থাকতে পারায় জাতটি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা হতে পারেনি। এ কারণে সকল সদস্য জাতটি ছাড়করণের বিষয়ে পরবর্তী কারিগরি কমিটির সভা পর্যন্ত মূলতবী রাখার মত দেন।

সিদ্ধান্ত ঃ

৬.৩ ক) প্রার্থী জাত বাউ ধান-২ ছাড়করণের বিষয়টি আপাতত স্থগিত রাখা হলো। পরবর্তী কারিগরি কমিটির সভায় উপস্থাপন করতে হবে এবং ব্রিডার কে উক্ত সভায় উপস্থিত থাকতে অনুরোধ জানানো হলো।

আলচ্য বিষয়-৭ বিবিধঃ প্রকৃত আলু বীজের জাত অনুমোদন।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র প্রকৃত আলু বীজের দু'টি জাতের জন্য একটি আবেদনপত্র আলোচনা ও বিবেচনার জন্য চেয়ারম্যান মহোদয়কে দেন। সভাপতি মহোদয় আবেদনটি সম্পূর্ণ এবং নিয়মানুযায়ী যথাযথভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে কিনা জানতে চান। এ পর্যায়ে ডঃ নজমুল হুদা বলেন জাত দু'টির বীজ বিএডিসি গত বৎসর আমদানী করে তাদের খামারে কিছু আবাদ করেছে এবং চাষীদের মাঝে এর বীজের চাহিদা আছে। এ বৎসর বিএডিসি আরও বীজ আমদানী করতে যাচ্ছে। এর আমদানী ও ব্যবহারের ব্যাপারে নির্ধারক মহলে আগ্রহ আছে।

সিদ্ধান্ত ঃ

ক) জাত ছাড়করণের জন্য কোন অসম্পূর্ণ আবেদন করিগরী কমিটিতে কোন অবস্থাতেই উত্থাপন না করতে কমিটির সদস্য-সচিবকে বলা হলো।

খ) অসুবিধা হলে মূল্যায়নের জন্য অনুমোদিত ছক ফসলের ভিন্নতা সাপেক্ষে ফসলওয়ারী পরবর্তীতে সমন্বয় করা যেতে পারে।

গ) একমাস পরে প্রকৃত আলু বীজের জাত ছাড়করণের সার্বিক আবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে বিবেচনার জন্য একটি বিশেষ সভা হতে পারে এবং ঐ সভায় এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

স্বাক্ষর
(গোলাম আহমেদ)
সদস্য-সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী।

স্বাক্ষর
(ডঃ এম এস ইউ চৌধুরী)
চেয়ারম্যান
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও নির্বাহী সহ-সভাপতি
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ

৮-৫-৯৫ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ২৭তম সভায় উপস্থিত সদস্যদের নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠানের নাম

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	প্রতিষ্ঠানের নাম
১।	ডঃ এম এ হামিদ মিয়া সদস্য-পরিচালক(শস্য), ভারপ্রাপ্ত	বিএআরসি
২।	ডঃ মোঃ নাসির উদ্দিন ভারপ্রাপ্ত পরিচালক (গবেষণা)	বিআরআরআই
৩।	মোঃ গোলাম রসূল সিনিয়র মার্কেটিং অফিসার	তুলা উন্নয়ন বোর্ড
৪।	মোঃ নুরুল ইসলাম ব্যবস্থাপক (প্রোগ্রাম)	বিএডিসি
৫।	আনোয়ারুল হক (ভিপি)	এসএসবি
৬।	মোঃ নাসির উদ্দিন ভূঁইয়া দল নেতা, মূল্যায়ন টিম ও অতিরিক্ত পরিচালক, (সরেজমিন)	ডিএই ডিএই
৭।	ডঃ লুৎফুর রহমান	বিএইউ
৮।	সাদেকা আওরংগজেব পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)	বিজেআরআই
৯।	ডঃ মোঃ নজমুল হুদা, প্রধান বীজতত্ত্ববিদ	কৃষি মন্ত্রণালয়
১০।	ডঃ আনোয়ারুল কাদের শেখ পরিচালক	বিনা
১১।	ডঃ শেখ মোঃ এরফান আলী পরিচালক	এসআরটিআই
১২।	মোঃ মোসলেহ্ উদ্দিন পরিচালক	বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী

Cultivation status report of different varieties of rice in Bangladesh in the year, 1993-94.

Crops	Sl. No	Vareity	Area in acre	%
1	2	3	4	5
AUS (HYV)	1.	BR-3	334226	21.44
	2.	BR-1	232080	14.89
	3.	BR-14	221020	14.18
	4.	BR-9	136696	8.77
	5.	BR-2	130260	8.36
	6.	Purbachi	122210	7.80
	7.	BR-8	63438	4.07
	8.	BR-21	55252	3.54
	9.	IR-8	39902	2.56
	10.	BR-16	18392	1.18
	11.	BR-12	13249	0.85
	12.	BR-15	11222	0.72
	13.	BR-7	7794	0.50
	14.	IR-50	7700	0.49
	15.	BR-20	7014	0.45
	16.	Parija	62267	4.00
	17.	IR-28	5000	0.32
	18.	BR-23	3117	0.20
	19.	Parija	2182	0.14
	20.	BR-6	1945	0.12
	21.	Iratom-24	1350	0.08
	22.	Usha	1675	0.11
	23.	Ratna	1091	0.07
	24.	IR-20	30	-
	25.	Swarna	05	-
	26.	Others	79559	5.11
AUS (HYV)	**Total**	-	**1558676**	**100**

Crops	Sl. No	Variety	Area in acre	%
1	2	3	4	5
AUS (LIV)	1.	Hasikalmi	883567	26.39
	2.	Dharial	312800	9.34
	3.	Kataktara	261340	7.81
	4.	Parangi	222145	6.63
	5.	Saitta	154878	4.63
	6.	Kalomanik	103129	3.08
	7.	Marichabati	70018	2.09
	8.	Dumra	64900	1.94

	9.	Narikel Zuri	51003	1.52
	10.	Matirchak	48366	1.45
	11.	Falbadami	44532	1.33
	12.	Laksmilata	42182	1.26
	13.	Goria	38372	1.15
	14.	Ausbaka	37940	1.13
	15.	Bailam Aus	35266	1.05
	16.	Kola	32450	0.97
	17.	Soni	31878	0.95
	18.	Chengri	24712	0.74
	19.	Karandhal	24379	0.74
	20.	Others	864247	25.82
AUS (LIV)	**Total**	-	**33,48,104**	**100**

Crops	Sl. No	Variety	Area in acre	%
1	2	3	4	5
B.AMAN (HYV)	1.	Habigonj-4-20-22	6000	100
	Total		**6000**	**100**
B.Aman(LIV)	1.	Dhala Aman	163101	9.27
	2.	Laksmidigha	129500	7.35
	3.	Habi-12	104115	5.91
	4.	TilBajal	95100	5.49
	5.	Ajaldigha	81066	4.61
	6.	Hijaldigha	51250	2.91
	7.	Bazal	19424	1.10
	8.	Saitta	25000	1.42
	9.	Others	1091762	62,03
	Total	-	**1760318**	**100**

Crops	Sl. No	Variety	Area in acre	%
1	2	3	4	5
	1.	BR-3	1440348	25.00
BORO (HYV)	2.	BR-14	1164929	20.22
	3.	Purbachi	626653	10.87
	4.	BR-1	425130	7.38
	5.	IR-8	231592	4.02
	6.	Ratna	214249	3.71
	7.	Pajam	174515	3.03
	8.	BR-8	145548	2.53
	9.	Parija	207978	3.51
	10.	BAU-63	118636	2.06
	11.	BR-16	130616	2.27

12.	BR-11	111704	1.94
13.	BR-9	105654	1.83
14.	Iratom	120793	2.09
15.	Usha	88023	1.53
16.	BR-24	45800	0.80
17.	BR-12	42944	0.75
18.	BR-10	38765	0.67
19.	Habigong	34208	0.59
20.	BR-15	33449	0.58
21.	BR-17	31296	0.54
22.	BR-19	29342	0.51
23.	BR-18	27132	0.47
24.	BR-4	4705	0.17
25.	BR-2	9263	0.16
26.	BR-6	54259	0.94
27.	Swarna	1650	0.03
28.	IR-50	12206	0.21
29.	BR-5	97	0.00
30.	Taifa	20,000	0.35
31.	BR-7	16110	0.28
32.	579 (Indian)	6890	0.12
33.	IR-20	11189	0.19
34.	BR_20	10	-
35.	Others	30031	0.53
Total		**57,60,713**	**100**

Crops	Sl. No	Variety	Area in acre	%
1	2	3	4	5
BORO (LIV)	1.	Tepi	140213	16.41
	2.	Khaiya	126807	14.85
	3.	Kaliboro	98749	11.57
	4.	Jagal	57059	6.68
	5.	Saitta	56736	6.65
	6.	Gosi	45335	5.31
	7.	Sunga	3.458	3.57
	8.	Akhnisail	30,000	3.52
	9.	Chaity Boro	19906	2.52
	10.	Murali	4000	0.47
	11.	Shailboro	4000	0.47
	12.	Others	240465	28.16
	Total		**853728**	**100**

Crops	Sl. No	Variety	Area in acre	%
1	2	3	4	5
AMAN (HYV)	1.	BR-11	3415040	49.86
	2.	BR-10	1056032	15.42
	3.	Pajam	6273671	9.16
	4.	BR-3	602789	8.80
	5.	BR-14	193663	2.83
	6.	BR-4	180547	2.64
	7.	BR-23	143749	2.10
	8.	BR-2	119857	1.75
	9.	Swarna	99739	1.46
	10.	IR-20	64709	0.95
	11.	BR-5	47064	0.69
	12.	BR-8	27061	0.40
	13.	BR-20	20392	0.30
	14.	BR-1	14820	0.22
	15.	BR-12	7898	0.12
	16.	Indian	10433	0.15
	17.	Binasail	4038	0.06
	18.	Parija	2244	0.03
	19.	Purbachi	2069	0.03
	20.	BR-6	1399	0.02
	21.	BR-21	1190	0.02
	22.	Nayapajam	490	-
	23.	IR-50	379	-
	24.	IR-8	296	0.02
	25.	BR-9	250	-
	26.	IR-5	20	-
	27.	BR-26	16	-
	28.	Others	57532	0.84
	Total		**6848990**	**100**

Crops	Sl. No	Variety	Area in acre	%
1	2	3	4	5
AMAN (LIV)	1.	Nazirsail	449330	9.93
	2.	Moirgal	393693	8.70
	3.	Latisail	229475	5.07
	4.	Indrosail	127145	2.81
	5.	Rajasail	099336	2.19
	6.	Kajalsail	97500	2.16
	7.	Balam	54079	1.20
	8.	Binni	44634	0.99
	9.	Kartiksail	033000	0.73
	10.	Panisail	30000	0.67

11.	Agurpak	25000	0.56
12.	Kalijira	25155	0.56
13.	Lalbalam	22825	0.51
14.	Sapahar	20500	0.46
15.	Gainda	20049	0.44
16.	Bosi	16257	0.36
17.	Basful	14130	0.31
18.	Badshabhog	11348	0.25
19.	Katribhog	06045	0.14
20.	Others	2818828	62.25
Total		**4528379**	**100**

SUMMERY OF STATUS REPORT

Sl No.	Name of Crops	HYV-Area In acre	LV-Area in acre	Total (acre)
1.	AUS	15,58,676	33,48,104	49,06,780
2.	AMAN	68,48,990	45,28,379	1,13,77,369
3.	B.AMAN	6,000	17,60,318	17,66,318
4.	BORO	57,60,713	8,53,728	66,14,441
	Total	**1,41,74,379**	**1,04,90,429**	**2,46,64,908**

PROPOSED FIELD AND SEED STANDARD OF BARLEY *(Hordeum valgarel)*

Field Standard

Criteria:	Breeder	Foundation	Cretified
1. Isolation deistance (Metre)	3.00	3.00	3.00
2. Other Varieties (Max.%)	-	0.15	0.50
3. Other crops (Max.%)	-	0.05	0.10
4. Obnoxious weeds (Max.%)	-	0.05	0.10
5. Diseases (Infection by seed-borne) pathogen: Max.No. of infected plants).			
I) Loose smut *(Ustilago tritici)* (Seeds should be collected after roguing out all infected plants)	0.60	10 plants/ha	25 plants/ha

Seed Standard

Criteria:			
1. Pure seed (Min.%)	99.0	98.50	98.00
2. Seed of other crops (Max%)	-	0.50	0.50
3. Obnoxious weed seed (Max.No)-	10kg	12kg	
4. Inert materials (Max.%)	1.00	1.00	1.50
5. Germination (Min.%)	90.00	80.00	80.00
6. Moisture content (Max.%)	12.00	12.00	12.00
7. Diseases (Infection by seed-borne pathogen : Max.% of infected seeds).			
II) Loose smut (Ustilago tritici).	0.10	0.11	0.50

PROPOSED FIELD AND SEED STANDARD OF KENAF (*Hibiscus cannabinus L.*) AND MESTA (*H. sabdariffa L.*)

Field Standard

Criteria:	Breeder	Foundation	Certified
1. Isolation distance (Metre) For H. cannabinus and H. sabdoniffa	60 60	40	
2. Other varieties (Max.%)	0.00	0.00	0.00
3. Other crops (Max.%)	0.00	0.00	0.00
4. Obnoxious weeds (Max.%)	0.00	0.00	0.00
5. Disease (Infection by seed-borne) pathogen: Max. No. of infected. plants.% Stem rot *(Macrophomina phaseolina)*	0.00	1.00	2.00

Seed standard

Criteria:			
1. Pure seed (Min.%)	9.50	99.00	98.00
2. Seed of other crops (Max No.)	0.00	0.00	0.00
3. Obnoxious weed seeds (Max No.)	0.00	0.00	0.00
4. Inert materials (Max.%)	0.50	1.00	2.00
5. Germination (Min.%)	90 80	80	
6. Moisture content (Max.%)	10 10	10	
7. Diseases (Infection by seed-borne) pathogen. Max. of infected seeds,% macrophomina phaseolina)	0.00	1	2

জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির অষ্টাবিংশ/২৮তম সভার কার্যবিবরণী

০৪/১২/৯৫ ইং তারিখে সকাল ১০ ঘটিকায় ডঃ এম এস ইউ চৌধুরী, চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এবং নির্বাহী সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ এর সভাপতিত্বে বিএআরসি সম্মেলন কক্ষে কারিগরি কমিটির ২৮তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতে সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকল সদস্যদের স্বাগত জানান এবং সদস্যদের নির্ধারিত আলোচ্য বিষয়ে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখার অনুরোধ করেন। এ ছাড়া তিনি সকলকে ইতিপূর্বে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের পূর্বেই অনুমান ভিত্তিক প্রতিক্রিয়া উপস্থাপন না করতে অনুরোধ করেন। যদি কোন সিদ্ধান্ত বাস্তব প্রয়োগে সত্যই অসুবিধা হয় তখন প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত পরিবর্তন পরিমার্জন করা যেতে পারে বলে তিনি উল্লেখ করেন। অতঃপর তিনি কমিটির সদস্য-সচিবকে আলোচ্য বিষয় উত্থাপন করতে বলেন ঃ

কারিগরি কমিটির উপস্থিত সদস্যগণের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' এ দেয়া হলো। সভায় আলোচিত বিষয়গুলো সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ কারিগরি কমিটির ২৭তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করণ।

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী'র ১২/৫/৯৫ইং তারিখের ৬৯৮ (১৫) সংখ্যক স্মারকে কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ২৭তম সভার কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট সদস্যদের নিকট বিতরণ করা হয়। কার্যবিবরণী বিতরনের পর এর উপর কোন সদস্যের নিকট হতে কোন মন্তব্য/আপত্তি পাওয়া যায়নি। এছাড়া সভাপতি মহোদয়ের আহ্বানেও অদ্যকার সভায়ও কোন সদস্য কোন আপত্তি আছে বলে উল্লেখ করেননি। কার্যবিবরনীটি যথাযথভাবে লিখা এবং বিতরণ করা হয়েছে বলে সকলেই মত ব্যক্ত করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ ৮/৫/৯৫ইং তারিখের ২৭তম কারিগরি কমিটির কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হলো।

আলোচ্য বিষয় ২ ঃ কারিগরি কমিটির ২৭তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তাবায়ন ঃ

কারিগরি কমিটির ২৭তম সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতির বিবরণ সদস্য সচিব পড়ে শুনান। চেয়ারম্যান মহোদয় অগ্রগতির উপর সদস্যদের মতামত আহ্বান করলে সদস্যগণ সুপারিশ অনুযায়ী বার্লি ও কেনাফ ফসলের মাঠ, মান ও বীজমান এবং আঁশ জাতীয় ফসলের চারটি এবং খেশারীর একটি জাত জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় অনুমোদিত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। তাছাড়া অগ্রগতির যে সকল বিষয়ে সভায় আলোচনা হয় তার বিবরণ ও সিদ্ধান্ত নিম্নে ২.১ অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হলো।

২.১ কারিগরি কমিটিতে কৃষক সংগঠনের প্রতিনিধি নিয়োগ।

কারিগরি কমিটির ২৭তম সভায় রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত চাষীদের পরিবর্তে কৃষক সংগঠনের প্রতিনিধি নিয়োগের মূল সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর-কে কৃষক সংগঠন হতে উপযুক্ত প্রতিনিধি মনোনয়ন দেওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত হয়েছিল। তৎপর জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৪তম সভায় উক্ত সিদ্ধান্ত অনুমোদন করা হয়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পরিচালক (সরেজমিন) কৃষক প্রতিনিধি হিসেবে জনাব ফজলুল হক সরকার, গ্রাম-ব্রাম্মনচক, জেলা-চাঁদপুর কে মনোনয়ন দিয়েছেন। আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নের সিদ্ধান্ত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ ক) জনাব ফজলুল হক সরকার, গ্রাম ঃ ব্রাম্মনচক, ডাকঘর ঃ নিশ্চিন্তপুর জেলা- চাঁদপুর, কে কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর সদস্য নিয়োগ করা হলো।

খ) পত্রের মাধ্যমে সদস্য-সচিব, কারিগরি কমিটি তাঁর নিয়োগের বিষয়টি জানিয়ে দেবেন।

২.২ মাঠ মূল্যায়ন দল ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরণ।

কারিগরি কমিটি ২৭তম সভার সুপারিশের প্রেক্ষিতে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৪তম সভায় মাঠ মূল্যায়ন দল নেতাগণের মূল্যায়ন প্রতিবেদন পরিচালক (সরেজমিন), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী এর নিকট প্রেরণের সিদ্ধান্ত অনুমোদন করা হয়েছে। তৎপর তিনি প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহ একত্রীভূত করে কারিগরি কমিটির সদস্য-সচিবের নিকট প্রেরণ করবেন। এ বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে উপস্থিত অনেক সদস্য মূল্যায়নের অগ্রগতির বিষয়ে জ্ঞাত থাকার জন্য পদ্ধতিতে ব্যবস্থা রাখার কথা বলেন। বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ ক) কারিগরি কমিটির সদস্য-সচিব সংশ্লিষ্ট আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানকে অবগতির জন্য মূল্যায়ন দল নেতাদের বিতরণ পত্রের অনুলিপি প্রদান করবেন।

খ) মাঠ মূল্যায়ন দল নেতাগণ যথাশিঘ্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন পরিচালক (সরেজমিন), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে পাঠাবেন এবং তার অনুলিপি ফটোকপি সংশ্লিষ্ট আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান এবং সদস্য-সচিব, কারিগরি কমিটি কে পাঠাবেন।

গ) সদস্য-সচিব, কারিগরি কমিটি মূল্যায়নের মনিটরিং করবেন যাতে সময়মত মূল্যায়ন হয় ও প্রতিবেদন পাওয়া যায়।

২.৩ ধানের আবাদের ষ্ট্যাটাস রিপোর্ট বিতরণ ঃ

ধানের আবাদের ষ্ট্যাটাস রিপোর্ট বিতরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে সভাপতি মহোদয় কোন কোন জাতের স্বল্প পরিমাণ আবাদ থাকলেও বংশানুক্রমে বীজ পরিবর্ধনের ব্যবস্থা নেই বলে উল্লেখ করেন। এ অবস্থায় শুধু জাতের দীর্ঘ তালিকার প্রয়োজন আছে কিনা সে বিষয়ে মতামত আহবান করেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং নিম্নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্তঃ ক) ধানের ষ্ট্যাটাস রিপোর্ট তৈরী বিষয়ক কাজের জন্য কৃষি সম্প্রাসারণ অধিদপ্তরকে ধন্যবাদ জানান হলো।

খ) ফসলের ছাড়কৃত জাতের একটি তালিকা সংরক্ষণ করা হবে।

গ) ঘোষিত ফসলের ছাড়কৃত জাতের তালিকা হতে একটি রিকমেনড্‌ট লিষ্ট তৈরী করতে হবে।

২.৪ বীজ মান পুণঃ নির্দ্ধারণ।

কারিগরি কমিটির ২৫তম সভায় বর্তমানে দেশের বিভিন্ন ফসলের বীজমানে শিথিলতার বিষয়টি পুনঃ বিবেচনা করে বীজ মান পুনঃ নির্ধারনের বিষয়ে সুপারিশের জন্য পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কে আহবায়ক এবং বিএডিসি, বীজ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও সীডম্যান্স সোসাইটি এর প্রতিনিধি নিয়ে একটি পাঁচ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তীতে এ কমিটিতে ধান গবেষণা, গম গবেষণা, ইক্ষু গবেষণা, টিসিআরসি ও পাট গবেষণা প্রতিষ্ঠাসমূহ হতে প্রতিনিধি নিয়োগের সিদ্ধান্ত হয়। এ কমিটি ইতোমধ্যে একটি সভা করেছে এবং ধান, পাট ও গম ফসল নিয়ে কাজ করেছে। কিন্তু কোন সুপারিশ এখনও তৈরী করতে পারেনি। আলোচনা শেষে নিম্নের সিদ্ধান্ত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ ক) কমিটিকে আপততঃ ধান, পাট, গম, আলু ও আখ ফসল নিয়ে কাজ করতে অনুরোধ করা হলো।

খ) কমিটিকে সুপারিশ তৈরীর কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

২.৫ ব্রিডার বীজ প্রত্যয়ন।

বিগত ২৭তম সভায় ব্রিডার বীজ প্রত্যয়ন করতে হবে এমন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল এবং কে কিভাবে প্রত্যয়ন করবে সে বিষয়ে সুপারিশের জন্য ডঃ নজমুল হুদা, প্রধান বীজ তত্ত্ববিদ, বীজ উইং কে আহ্বায়ক এবং ডঃ লুৎফর রহমান, প্রফেসর, উদ্ভিদ প্রজনন ও কৌলিতত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, এবং ডঃ এ কিউ শেখ, পরিচালক, বাংলাদেশ আণবিক কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট কে সদস্য করে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। কমিটির সুপারিশ পাওয়া যায়নি বিধায় এ বিষয়ে আলোচনান্তে নিম্নের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ ক) কমিটিকে দ্রুত সুপারিশ প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো।

২.৬ বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বা উৎপাদকের বীজ প্রত্যয়ন।

কারিগরি কমিটির ২৭তম সভায় প্রচলিত বীজ বিধিতে নির্ধারিত ফি নিয়ে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বা উৎপাদকের বীজ প্রত্যয়নের অনুমোদন দেয়ার জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ রাখা হয়েছিল। কিন্তু এ বিষয়ে বিগত জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। উপস্থিত সদস্যগণ জাতীয় বীজ নীতির আলোকে বীজ প্রত্যয়ন উৎসাহিত করার জন্য দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে বেসরকারী খাতের বীজ প্রত্যয়ন সেবার আওতাভূক্ত করণের সপক্ষে পুনরায় মত প্রকাশ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ ক) বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে জাতীয় বীজ নীতি এবং বর্তমানে প্রচলিত আইন অনুযায়ী বেসরকারী খাত পর্যন্ত প্রত্যয়ন সেবা সম্প্রসারিত করার অনুমতি প্রদানের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডকে পুনঃ অনুরোধ করা হলো।

৩.১ বাউ ধান-২ (বাউ-১৬)

জাতটি বাংলাদশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ স্থানীয় নাইজারশাইল এবং ইরি ৫৭৮-১৭৫-২-২ এর মধ্যে সংকরায়ণের মাধ্যমে উদ্ভাবন করেছেন। জাতটি আমন মৌসুমে দেশের সকল অঞ্চলে আবাদযোগ্য। গড় জীবন কাল ১৪০-১৫০ দিন। গড় ফলন ৪.০৮ টন/হেঃ। রাসায়নিক সার প্রয়োগ ছাড়াও ভাল ফলন পাওয়া যায়। এ জাতের হেলে পড়ার প্রবণতা নেই। জাতটি আলোক সংবেদনশীল এবং চালে এ্যমাইলোজের পরিমাণ বেশী থাকায় ভাত রান্নায় সুবিধা হয় এবং ভাত ঝরঝরে হয়। ধানের রং সোনালী এবং আকর্ষণীয়। মূল্যায়ন দলনেতা জাতটির কিছু কিছু সুফল আছে বলে তার প্রতিবেদনের উল্লেখ করেছেন।

সিদ্ধান্ত ঃ ক) জাতটি সারা দেশে আমন মৌসুমে আবাদের জন্য ছাড় করা যেতে পারে।

৩.২ এসআরটিআই আখ-২৮ (আই ৫২৫-৮৫)

জাতটি বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট সি,ও-১৫৮ এবং সি, ও-৫৩০ জাতের সাথে সংকরায়নের মাধ্যমে উদ্ভাবন করেছেন। এ জাতের ফলন ঈশ্বরদী-১৬ জাত অপেক্ষা ২৯% বেশী এবং রোগাক্রমণের সম্ভাবনা ঈশ্বরদী-১৬ অপেক্ষা কম। জলাবদ্ধতা, খরা ও বন্যা সহিষ্ণুতার দিক থেকেও এ জাতটি ঈশ্বরদী-১৬ অপেক্ষা উন্নত। কিন্তু জাতটি ঈশ্বরদী-১৬ অপেক্ষা দেরীতে পরিপক্ক হয় (মিডিয়াম ম্যাচিউরিটি)। মাঠ মূল্যায়ন দলনেতা জাতটি চাষী পর্যায়ে আবাদের জন্য লাভজনক হবে বলে মতামত দিয়েছেন।

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত ব্রিডারকে হাল নাগাদ অনুমোদিত জলাবদ্ধতা, খরা ও বন্যা সহিষ্ণু জাতের চেয়ে কতটা ভাল সে বিষয়ে তথ্য জানতে চান এবং অতি পুরাতন ঈশ্বরদী-১৬ জাতের সংগে তুলনা করে ইতোমধ্যে অনেকগুলো জাত ছাড়করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেন। কাজেই সমসাময়িক কালের জাতের সংগে তুলনা করে উপাত্ত উত্থাপনের অনুরোধ করেন। বিস্তারিত আলোচনায় প্রস্তাবিত

এসআরটিআই আখ-২৮ জাতটি শর্তসাপেক্ষে ছাড়করণের সুপারিশ করা হলো। এ ব্যাপারে এর পূর্বে জলাবদ্ধতা, খরা, বন্যা, সহিষ্ণুতা ও রোগবালাই প্রতিরোধকারী বিষয়ে ইতোপূর্বে ছাড়কৃত এবং উক্ত গুণাবলি সম্বলিত জাতের সংগে তুলনামূলক উপাত্ত সরবরাহ পাওয়া গেলেই আবেদন জাতীয় বীজ বোর্ডে পাঠনো যেতে পারে বলে অনেকে মত দেন। ইতোমধ্যে এ সংক্রান্ত তথ্য এসআরটিআই দাখিল করেছেন।

সিদ্ধান্ত ঃ ক) প্রস্তাবিত এস আর টি আই আখ-২৮ জাত ছাড়করণের সুপারিশ করা হলো।

৩.৩ আলুর জাত ছাড়করণ (প্রকৃত আলু বীজ)।

কারিগরি কমিটির ২৭তম সভায় কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র এইচ পি এম-১১/৬৭ এবং এইচ পি এম-৭/৬৭ ভারতীয় জাত দুটির ছাড়করণের একটি আবেদন সভায় উপস্থাপন করেন। আবেদন সম্পূর্ণভাবে প্রদানের অনুরোধ করা হয় এবং সম্পূর্ণ আবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে এক মাস পর একটি বিশেষ সভা করার সিদ্ধান্ত হয়। তৎপর বিএআরআই কর্তৃক গত ৯/৭/৯৫ইং তারিখে পুনরায় অসম্পূর্ণ আবেদন পেশ করলে প্রতিটি জাতের জন্য একটি আবেদন এবং মূল্যায়ন বিষয়ে মতামতসহ পুনরায় আবেদন দাখিল করতে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী হতে গত ইং ০৬/০৮/৯৫ইং তারিখে পত্র দেয়া হয়। কিন্তু বিএআরআই (টিসিআরসি) সংশোধিত আবেদন জমা দেননি। সভায় উক্ত জাতের আবেদন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং নিম্নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ ক) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কে পূর্ণাংগ আবেদন জমা দেয়ার জন্য পুনরায় অনুরোধ করা হলো।

খ) টিসিআরসি কে উক্ত জাতের মাঠ মূল্যায়নের ব্যবস্থা করার জন্য উদ্যোগ নিতে বলা হলো।

গ) বিভিন্ন ফসলের হাইব্রিড জাত ছাড়করণের পদ্ধতি সুপারিশ করার জন্য পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট নিম্নোক্ত কমিটি গঠন করা হলো।

১.	ডঃ নাসির উদ্দিন, পরিচালক (গবেষণা), ব্রি	-	আহবায়ক
২.	জনাব জি এম মঈন উদ্দিন, মহা-ব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি	-	সদস্য
৩.	ডঃ নজমুল হুদা, প্রধান বীজতত্ত্ববিদ, বীজ উইং	-	সদস্য
৪.	ডঃ লুৎফর রহমান, অধ্যাপক, উদ্ভিদ প্রজনন ও কৌলিতত্ত্ব বিভাগ, বিএইউ	-	সদস্য
৫.	মনির উদ্দিন খান, অতিরিক্ত পরিচালক বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী	-	সদস্য

অতঃপর সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সদস্যগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষর-
(মনির উদ্দিন খান)
সদস্য-সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী।

স্বাক্ষর-
(ডঃ এম এস ইউ চৌধুরী)
চেয়ারম্যান
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
নির্বাহী সহ সভাপতি
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ।

৪/১২/৯৫ইং তারিখ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ২৮তম সভায় উপস্থিত সদস্যদের তালিকা ঃ

ক্রঃ নং	নাম	পদবী ও প্রতিষ্ঠান
১।	জনাব ডঃ মোঃ নজমুল হুদা	প্রধান বীজতত্ত্ববিদ, কৃষি মন্ত্রণালয়
২।	জনাব লুৎফর রহমান	প্রফেসর, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
৩।	জনাব ডঃ এ বি এম আব্দুল্লাহ	পরিচালক, বিজেআরআই
৪।	জনাব জি এম মঈনুদ্দিন	মহা ব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি
৫।	জনাব ডঃ এম.এ. হামিদ মিয়া	সদস্য-পরিচালক (শস্য), বিএআরসি
৬।	প্রফেসর ডঃ ইসমাইল হোসেন মিঞা	ইপসা

৭।	ডঃ মোঃ নাসির উদ্দিন	পরিচালক
৮।	ডঃ আলী আহমেদ	পরিচালক (গবেষণা), বিএআরআই
৯।	মোঃ গোলাম রসুল	সিনিয়র মার্কেটিং অফিসার, তুলা উন্নয়ন বোর্ড
১০।	প্রফেসর এ.কে. পাটোয়ারী	প্রফেসর, বাংলদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
১১।	ডঃ এম.এ. সামাদ মিয়া	প্রিন্সিপাল প্লান্ট ফিজি্ওলিষ্ট, এসআরটিআই
১২।	মোঃ শরিফুর রহমান	প্রিন্সিপাল ইক্ষু রোগতত্ত্ববিদ, এসআরটিআই
১৩।	ডঃ আঃ আউয়াল	প্রধান ইক্ষু প্রজননবিদ (গ্রেড-১), এসআরটিআই
১৪।	ডঃ শেখ মোঃ এরফান আলী	পরিচালক, এসআরটিআই,
১৫।	মোঃ নাসির উদ্দিন ভূঁইয়া	অতিরিক্ত পরিচালক, সরেজমিন, ডিএই
১৬।	ডঃ মোঃ ইকবাল আখতার	প্রধান জেষ্ঠ্য কর্মকর্তা, বিএআরআই
১৭।	ডঃ মোঃ আরিফ উল আলম	প্রধান কীটতত্ত্ববিভাগ, এসআরটিআই

জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ঊনত্রিংশ/২৯তম এবং বর্ধিত সভার কার্যবিবরণী

গত ০৯/০৬/৯৬ইং (২৬/০২/১৪০৩ বাং) ও ৩০/৬/৯৬ইং (১৬/০৩/১৪০৩ বাং) তারিখ সকাল ১০ ঘটিকায় ডঃ এম এস ইউ চৌধুরী, চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এবং নির্বাহী সভাপতি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ এর সভাপতিত্বে বিএআরসি সম্মেলন কক্ষে কারিগরি কমিটির যথাক্রমে ২৯তম সভা এবং এর বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের এবং কর্মকর্তাগনের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' ও 'খ' দেয়া হলো।

চেয়ারম্যান মহোদয় সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যপত্র অনুযায়ী নির্ধারিত আলোচ্যসূচি অনুসারে বিষয়গুলো উপস্থাপনের জন্য কমিটির সদস্য-সচিব ও বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর পরিচালক জনাব গোলাম আহমেদ কে অনুরোধ করেন। আলোচনায় বিষয় অনুসারে আলোচনা এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ কারিগরি কমিটির ২৮তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ ও গৃহীত সিদ্ধান্তের অগ্রগতি।

১ (ক) ঃ ২৮তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করণ।

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ২৮তম সভার কার্যবিবরণী বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ২৩/১২/৯৫ইং তারিখের ১৫৫৪ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে কমিটির সদস্যদের নিকট বিতরণ করা হয়। উক্ত কার্যবিবরণীর ওপর অদ্যাবধি কোন মন্তব্য, মতামত বা আপত্তি পাওয়া যায়নি।

সিদ্ধান্ত ঃ ২৮তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হলো।

১ (খ) ঃ ২৮তম সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তাবায়নের অগ্রগতি।

১। জানব ফজলুল হক সরকার, গ্রাম-ব্রাহ্মনচক, পোঃ নিশ্চিন্তপুর, জেলা-চাঁদপুর কে কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড, এর সদস্য নিয়োগের বিষয়টি বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ২০-১-৯৬ইং তারিখের ৯৩ সংখ্যক স্মারকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

২। মাঠ মূল্যায়ন দলনেতাগণকে ২৮তম সভার মাঠ মূল্যায়নের প্রতিবেদন পরিচালক (সরেজমিন) এর মাধ্যমে প্রেরনের সিদ্ধান্ত জানানো হয়েছে এবং বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী মনিটরিং এর দায়িত্ব যথাসম্ভব পালন করছে।

৩। ধানের আবাদের ষ্ট্যাটাস রিপোর্টের বিষয়ে সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্য এ সভায় পুনরায় বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়েছে।

৪। ব্রিডার বীজ প্রত্যয়নের বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়ন কমিটির প্রতিবেদন পাওয়া গেছে।

৫। বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা বেসরকারী উৎপাদকের বীজ প্রত্যয়ন সম্পর্কে কারিগরি কমিটির সুপারিশ জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৫তম সভায় অনুমোদন করা হয়েছে।

৬। কারিগরি কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত এসআরটি আইআখ-২৮ জাতীয় বীজ বোর্ড অনুমোদন করেছে এবং বাউ ধান-২ এর সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ যাচাই করে প্রতিবেদন প্রস্তুত ও পরবর্তী বোর্ড সভায় উত্থাপনের জন্য কারিগরি কমিটিকে অনুরোধ জানিয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরি কমিটির ২৮তম সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি সন্তোষজনক বলে বিবেচনা করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ ধানের আবাদের ষ্ট্যাটাস রিপোর্ট

২ (ক) কারিগরি কমিটির ২৮তম সভা ২.৩ আলোচ্যসূচির (খ) ও (গ) সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ফসলের ছাড়কৃত জাতের তালিকা সংরক্ষণ ও উক্ত তালিকা হতে ধানের জাতসমূহের একটি রিকমেনডেট লিষ্ট তৈরী করার সিদ্ধান্ত আছে। কিন্তু এই কাজের দায়িত্ব কাউকে দেয়া হয়নি। তাছাড়া বর্তমান বীজ নীতিতে জাতের ডি-নটিফিকেশনের ব্যবস্থা অন্তর্ভূক্ত আছে। রিলিজড ভ্যারাইটির তালিকা এবং ধানের জাতসমূহ হতে রিকমেনডেড লিষ্ট তৈরীর বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ ক) ফসলের ছাড়কৃত জাতের তালিকা তৈরী, সংরক্ষণ এবং কার্যার্থে সকলকে বিতরণের দায়িত্ব বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে দেয়া হলো।

খ) ধানের ছাড়কৃত জাতের মধ্যে রিকমেনডেড লিষ্টের খসড়া তৈরীর দায়িত্ব বাংলাদেশ ধান গবেষনা ইনস্টিটিউট কে দেয়া হলো। তাঁরা জাতগুলোর দেশের এ্যাগ্রো-ইকোলজিকাল অঞ্চলে চাষীদের নিকট গ্রহণ-যোগ্যতা এবং আঞ্চলিক উপযোগিতার বিষয় বিবেচনায় রেখে তৈরী করবে এবং কমিটির সদস্য সচিবের নিকট দাখিল করবে যাতে পরবর্তী সভায় আলোচনা করা যায়।

গ) কমিটির ২৭তম সভায় আলোচিত সার্ভে লিষ্ট এবং ব্রি কর্তৃক প্রস্তুত রিকমেনডেড লিষ্ট আগামী সভায়-সদস্য সচিব উত্থাপন করবেন।

২ (খ) ঃ বীজমান পুন ঃ নির্দ্ধারণ

কারিগরি কমিটি ২৫তম সভায় বর্তমান বিভিন্ন ফসলের বীজমান কোন কোন ক্ষেত্রে শিথিল আছে বিবেচনা করে ধান, গম, পাট, আলু ও আখ ফসলের বীজমান পুণঃ নির্ধারনের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। কারিগরি কমিটির ২৮তম সভার এবং বীজমান পুনঃ নির্ধারণ

কমিটির ১ম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কমিটির সদস্য সংখ্যা ৪ (চার) থেকে ১০ (দশ) এ সম্প্রসারণ করার প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছিল। অদ্যাবধি এ বিষয়ে প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। কমিটির কনভেনার ও পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী সভাকে জানান ইতোমধ্যে কমিটির সদস্য সংখ্যা সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১০ জনে সম্প্রসারণ করা হয়েছে এবং কমিটির দ্বিতীয় সভায় ধান, গম, পাট ও আলু বীজের মানের উপর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বাকী কাজ দ্রুত সম্পন্ন করে প্রতিবেদন প্রদান করা হবে।

সিদ্ধান্ত ঃ দ্রুত প্রতিবেদন প্রদান করার জন্য কমিটিকে পুনরায় অনুরোধ করা হলো এবং নটিফাইড সকল ফসলের জন্যই প্রতিবেদন তৈরী করতে হবে।

২ (গ) ব্রিডার বীজ প্রত্যায়ন।

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৩তম সভার সিদ্ধান্ত ৭ (১) এ কারিগরি কমিটিকে ব্রিডার বীজ প্রত্যয়নের বিষয়ে নির্দিষ্ট সুপারিশ পেশ করতে বলা হয়। সে অনুযায়ী কারিগরি কমিটির ২৭ তম সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে ব্রিডার বীজ প্রত্যয়ন হতে হবে সিদ্ধান্ত হয়। তবে কিভাবে প্রত্যয়ন করা হবে সে বিষয়ে সুপারিশ করার জন্য একটি উপ-কমিটি গঠন করে দেয়া হয়।

উক্ত উপ-কমিটি এ বিষয়ে তাঁদের প্রতিবেদনে ব্রিডার বীজ প্রত্যয়নে মাঠ পরিদর্শন কাজ যৌথ কমিটির মাধ্যমে এবং বীজ পরীক্ষা ও ট্যাগ ইসুর কাজ একক ভাবে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর দ্বারা সম্পন্ন করার সুপারিশ করেছেন (পরিশিষ্ট 'গ')। যদিও জাতীয় বীজ নীতি ও বীজ আইন অনুযায়ী কাজটি বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর।

বিষয়টির ওপর বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং দেখা যায় যৌথ মাঠ পরিদর্শন ব্যবস্থা কৌশলগত কারণে যথা একই ফসলে ভিন্ন ভিন্ন জাতের ফসলের বিভিন্ন গ্রোথ ষ্টেজে একাধিকবার পরিদর্শন করা দরকার হবে এবং কমিটির সদস্যদের একত্র করে বারে বারে মাঠ পরিদর্শনরে মাধ্যমে সঠিকভাবে মাঠ পরিদর্শনের সম্পন্ন করা অসুবিধা হবে। নিয়ামানুয়ায়ী বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে ব্রিডার কে সংগে নিয়েই মাঠ পরিদর্শন করতে হবে। দেশের বর্তমান বীজ আইনে কাজটি বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর দ্বারাই হওয়া উচিৎ এবং বর্তমানে তাঁদের কাজের সুবিধাদিও আছে। এছাড়া ইতিপূর্বে জাত উদ্ভাবন প্রতিষ্ঠান এবং যৌথ কমিটির তদারকের মাধ্যমে ব্রিডার সীডের প্রত্যয়ন ব্যবস্থাও সফল বা কর্যকর হয়নি। এ সকল দিক বিবেচনা করে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

১) ধান, গম, পাট এর ব্রিডার সীড প্রত্যয়ন এখনই শুরু করা যেতে পারে।

২) ব্রিডার সীড দেশের প্রচলিত প্রত্যয়ন পদ্ধতি অনুযায়ী বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে প্রত্যয়ন করার অনুমতি প্রদান করার সুপরিশ করা হলো এবং ব্রিডার বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে নির্ধারিত ফি দিয়ে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীতে আবেদন করে প্রত্যয়ন নিতে অনুরোধ করা যেতে পারে।

২ (ঘ) ঃ ফসলের হাইব্রিড জাত ছাড়করণের পদ্ধতি তৈরী।

বিগত কারিগরি কমিটির ২৮তম সভায় প্রকৃত আলু বীজের দুটি বিদেশী জাত (এইচ পি এম ১১/৬৭ এবং এইচ পি এম ৭/৬৭) এর ছাড়করণের বিষয়ে টিসিআরসি কে মাঠ মূল্যায়নের ব্যবস্থাকরণের জন্য বলা হয়েছিল। মূল্যায়ন শেষে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটকে ছাড়করণের জন্য পূর্ণাংগ আবেদন জমা দিতে অনুরোধ করা হয়েছিল। তাছাড়া ফসলের হাইব্রিড জাত ছাড়করণের পদ্ধতি সুপারিশ করার জন্য পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু বারি থেকে প্রকৃত আলু বীজের জাত ছাড়করণের আবেদন এবং হাইব্রিড জাত ছাড়করন পদ্ধতির সুপারিশ প্রণয়ণ কমিটি থেকে এখনও সুপারিশ পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৫তম সভায়ও আলোচনা হয়েছে এবং হাইব্রিড জাত ছাড়করণের পদ্ধতি আগামী সভায় পেশ করার জন্য তাগিদ দেয়া হয়েছে। তাছাড়া বীজ ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি জনাব কমল ব্যানার্জীকে উক্ত কমিটিতে কো-অপট করার জন্য বোর্ড অনুরোধ করেছে। এ বিষয়গুলো সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং নিয়মানুযায়ী ইতোমধ্যে মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে বলে পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী সভাকে জানান।

সিদ্ধান্ত ঃ

১) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটকে প্রকৃত আলু বীজের উক্ত জাত দু'টি ছাড়করণের পূর্ণাংগ আবেদন জমা দিতে পুনঃতাগিদ দেয়া হলো।

২) হাইব্রিড ছাড়করণের পদ্ধতি সুপারিশ প্রণয়ন কমিটিকে দ্রুত প্রতিবেদন পেশ করতে অনুরোধ করা হলো এবং জনাব কমল ব্যানার্জীকে এ কমিটিতে সদস্য হিসেবে কো-অপট করার জন্য উক্ত কমিটির আহবায়ক কে অনুরোধ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৩ ঃ বাউ ধান-২ (বাউ-১৬) ছাড়করণ।

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৫তম সভায় প্রস্তাবিত বাউ ধান-২ জাতটি প্রচলিত জাতসমূহের সাথে তুলনামূলক বিচারে সুবিধা অসুবিধাসমূহ যাচাই করে প্রতিবেদন প্রস্তুত ও পরবর্তী বোর্ড সভায় তা উত্থাপনের জন্য কারিগরি কমিটিকে অনুরোধ করেছেন। এ বিষয়ে উল্লেখ্য যে, কারিগরি কমিটির ২৮ তম সভায় প্রস্তাবিত জাতটি ধানের আকর্ষণীয় সোনালী রং, চালে এ্যামাইলোজের পরিমাণ বেশী, গাছ হেলে না পড়া, ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ ও সেচ ছাড়া তুলনামূলকভাবে ভাল ফলন পাওয়া যায় ইত্যাদি বিষয়গুলি বিবেচনা করে জাতীয় বীজ বোর্ডকে

ছাড়করণের অনুরোধ করা হয়েছিল। এ সভায় ব্রিডার এর উপস্থিতিতে সার ও সেচ ছাড়া তুলনামূলকভাবে অন্য আধুনিক জাতের চেয়ে ভাল ফলন ও অন্যান্য সুবিধা অসুবিধার বিবরণ তৈরী করার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচন হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ ডাঃ এ কে পাটোয়ারী, প্রফেসর, বিএইউ কে প্রচলিত জাতসমূহের সাথে তুলনামূলক বিচারে সুবিধা-অসুবিধার উপাত্তসহ তুলনামূলক বিবরণী কারিগরি কমিটির সদস্য সচিব এর বরাবরে প্রেরণ করতে অনুরোধ করা হলো। এ বিষয়ে অচিরেই একটি বর্ধিত সভায় আলোচনার জন্য পেশ করতে সদস্য-সচিবকে অনুরোধ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৪ ঃ বীজ আমদানীকালে বন্দরে বীজমান যাচাই।

জনাব মোঃ আবদুল হামিদ মিয়া, সদস্য-পরিচালক (শস্য), বিএআরসি অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, বীজ আমদানীকালে উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং এর বন্দরে পদায়িত কর্মকর্তা সংগনিরোধ পরীক্ষার কাজ করেন। যেহেতু বীজ, ডালপালা বা অংগ- প্রত্যংগ দেশে পরবর্তীতে চাষ করার জন্য আমদানী করা হয়ে থাকে সেই হিসেবে আমদানী করা বীজের মান যাচাই করার কাজ বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর। কাজেই বীজ প্রত্যয়ন ও সংগনিরোধ পরীক্ষার কাজ ভিন্ন দুইটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পাদনের চেয়ে একই প্রতিষ্ঠানে থাকা যুক্তিসংগত এবং উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং ও বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে একীভূত করলে ভাল হয়। উল্লেখ্য যে জাতীয় বীজ পলিসিতে আমদানীর সময় সংগনিরোধ পরীক্ষা ব্যতীত অন্য সকল নিয়ন্ত্রণ ক্রমান্বয়ে প্রত্যাহারের কথা বলা হয়েছে। বর্তমান আমদানী নীতিতে বীজ আলুর আমদানীর ক্ষেত্রে বীজমান যাচাইয়ের সুযোগ রাখা হয়েছে এবং বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী সে দায়িত্ব পালন করছে। কিন্তু বীজ আমদানী ও রপ্তানীর ক্ষেত্রে বীজমান প্রত্যয়নের কোন শর্ত সংগনিরোধ বিধিতে রাখা হয়নি যদিও বীজ অধ্যাদেশে আমদানী ও রপ্তানীর ক্ষেত্রে কঠোর শর্ত আরোপ করা আছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ ১) আপাতত বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী ও উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং একীভূত করণের কোন প্রস্তাব সরকারের নিকট প্রেরণ সংগত নয়।

আলোচ্য বিষয়-৫ ঃ মান ঘোষিত বীজের পোষ্ট মার্কেট মান নিয়ন্ত্রণ।

জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৩৫তম সভায় সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাকে মানঘোষিত বীজ বিতরণের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। জাতীয় বীজ নীতি এবং বীজ বিধি মালায় উক্ত বীজের মান নিয়ন্ত্রণ এবং মান সম্পর্কে জাতীয় বীজ বোর্ডকে অবহিত করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী তাদের সামর্থের মধ্যে পোষ্ট মার্কেট মান যাচাই ও প্রতিবেদন প্রণয়নের মাধ্যমে তাদের ওপর অর্পিত কাজ শুরু করতে ইচ্ছুক। বিস্তারিত আলোচনাকালে ট্রুথফুল্লী লেবেলড্ বীজের ক্ষেত্রেও চাষীদের শিক্ষার মান বিবেচনা করে দেশের শস্য উৎপাদন ব্যবস্থা নিরাপদ রাখার প্রয়োজনে ফসলের সর্বনিম্ন বীজ মান ধার্য থাকা দরকার। কোন কোন সদস্য মনে করেন পোষ্ট কনট্রোল বা আইন প্রয়োগের কারণে সীড ডিলারগণ অনুৎসাহিত হতে পারেন। বিস্তারিত আলোচনা ও সুবিধা অসুবিধার বিষয় বিবেচনা করে নিম্নে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ আপাতত বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে স্পট মার্কেট সার্ভে এবং সীড ডিলারদের মাধ্যমে বাজারজাতকৃত বীজের নমুনা ক্রয় ও বিশ্লেষণ করে সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য রিপোর্ট তৈরীর কাজের দায়িত্ব দেয়ার জন্য বীজ বোর্ডকে দেয়ার সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৬ ঃ বিনা দেশী পাট ২ ছাড়করণ।

বিনা দেশী পাট ২ (সি-২৭৮) প্রস্তাবিত জাতটি বাংলাদেশ আণবিক কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বিজেআরআই এর উদ্ভাবিত সিভিএল-১ জাতের বীজ সোডিয়াম এ্যাজাইড রাসায়নিক প্রয়োগের মাধ্যমে বংশ ধারা পরিবর্তন করে উদ্ভাবন করেছে। জাতটি আংশিক আলোক সংবেদনশীল। ফলে মার্চ মাসের ১লা তারিখ হতে বপন করলেও আগাম ফুল আসে না। জাতটি চারা অবস্থায় দ্রুত বর্ধনশীল। গাছ সিভিএল-১ জাত অপেক্ষা মজবুত ফলে ঝড়ে ভেংগে পড়ার সম্ভাবনা থাকে না, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশী যেমন ঃ কান্ড পচা রোগ, বিছা ও নেমাটোড, এর আক্রমণ প্রতিরোধ অনেকাংশে সক্ষম। আঁশের মান ভাল, প্রায় তোষা পাটের মত। ফলন অন্যান্য সাদা পাটের জাতের চেয়ে বেশী, যদিও অনফার্ম ট্রায়ালে ৪-১২% বেশী। গড়ে ৫০% ফুল আসার সময় ১৪৩ দিন সিভিএল-১ এর তুলনায় প্রায় ১৫ দিন পরে। উক্ত তথ্য তাদের আবেদনে উল্লেখ করেছেন। মূল্যায়ন দলনেতা প্রস্তাবিত জাতটি সারা দেশে ব্যাপক চাষাবাদের জন্য জাত হিসাবে ছাড় করার পক্ষে মত দিয়েছে। আবেদনের উল্লেখিত তথ্য পর্যালোচনা করা হয় এবং নিম্নের সিদ্ধান্ত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ ১) বিনাকে প্রস্তাবিত জাতটির ফলন ও অন্যান্য ভাল গুণসমূহের উপাত্ত আবেদন ছকের চাহিদা অনুযায়ী সাজিয়ে আবেদন সদস্য-সচিবের নিকট পুনঃজমা দিতে অনুরোধ করা হলো।

২) সদস্য-সচিবকে বর্ধিত সভায় আবেদন পেশ করতে অনুরোধ করা হলো।

অতঃপর অপরাহ্ন ১২.১৫ মিনিটে চেয়ারম্যান মহোদয় উপস্থিত সদস্যদের ধন্যবাদ জানিয়ে সভা মুলতবী ঘোষণা করেন এবং বর্ধিত সভা ৩০-৬-৯৬ইং তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হবে বলে সকলকে জানান।

৩০-৬-৯৬ইং তারিখ সকাল ১০.০০ টায় বিএআরসি সম্মেলন কক্ষে ডঃ এম,এস,ইউ চৌধুরী, চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর সভাপতিত্বে ২৯তম সভার বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আলোচ্য বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নে দেয়া হলো ঃ

আলোচ্য বিষয়-৭ ঃ বাউ ধান-২ (বাউ-১৬) ছাড়করণ।

কারিগরি কমিটির ২৮তম সভায় প্রস্তাবিত জাতটির গুণাগুণের উপর বিস্তারিত আলোচনার পর ধানের আকর্ষনীয় সোনালী রং, চালে এ্যামাইলোজের পরিমাণ বেশী, গাছ হেলীয়া না পড়ার ক্ষমতা, রাসায়নিক সার ও সেচ ছাড়া তুলনামূলকভাবে কোন কোন প্রচলিত জাতের চেয়ে ভাল ফলন পাওয়া যায় ইত্যাদি বিবেচনা করে জাতীয় বীজ বোর্ডকে জাতটি ছাড়করণের সুপারিশ করা হয়েছিল। জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৩৫তম সভায় এ জাতের ছাড়করণের বিষয়ে আলোচনা হয় এবং সভায় প্রচলিত জাতগুলির সাথে তুলনামুলক বিচার, উক্ত গুনাবলী ও প্রস্তাবিত জাতটি তুলনামূলক সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ যাচাই করে প্রতিবেদন প্রস্তুত ও পরবর্তী বোর্ড সভায় তা উত্থাপনের জন্য কারিগরি কমিটিকে অনুরোধ করা হয়।

জাতীয় বীজ বোর্ড এর উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে কারিগরি কমিটির ৯-৬-৯৬ তারিখে ২৯তম সভায় প্রস্তাবিত বাউ ধান-২ জাতটি গুণাবলীর বিষয়ে পুনরায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। এ সভায় প্রস্তাবিত জাতের সম্মানিত ব্রিডার উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি গুণাবলীর বিষয়ে পুনরায় কমিটিকে ব্যাখ্যা দেন। কমিটি ব্রিডার এর যুক্তি ও উপাত্ত বিশ্লেষণ করেন এবং তাঁকে (ব্রিডার) প্রস্তাবিত জাতটি যে সকল গুণাবলীর জন্য ছাড়করণ করা যেতে পারে তার একটি বিবরণী দাখিল করতে অনুরোধ করেন। যাতে ৩০-০৬-৯৬ তারিখে বর্ধিত সভায় পুনঃ আলোচনা করে ব্যবস্থা নেয়া যায়। ব্রিডার উল্লিখিত গুণাবলীর সংগে সংশ্লিষ্ট উপাত্তসহ আবেদন জমা দিয়েছেন (পরিশিষ্ট-'ঘ')। আবেদনের উপাত্ত নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় দেখা যায় যে, প্রস্তাবিত জাতটি কম সার প্রয়োগে নাইজারশাইল এর চেয়ে ভাল ফলন পাওয়া যায় এবং দেরীতে বপন এবং কম সার প্রয়োগেও তুলনামুলকভাবে ভাল ফলন হয়। তাছাড়া জাতটির গাছের উচ্চতা, ফুল আসার সময়, ম্যাচিউরিটি ডেইজ, ষ্ট্যাবিলিটি %, বি আর-১১ থেকে কম (টেবিল-৭ দেখা যেতে পারে)। প্রোটিন কনটেন্ট, চালে এ্যামাইলোজ কনটেন্ট ও সীড ওয়েট বি আর-১১, বি আর-২৫ অপেক্ষা বেশী। রোগ ও কোন কোন পোকামাকড় এর আক্রমণ এ জাতে কম হয়। মূল্যায়ন কমিটি প্রস্তাবিত জাতটির কিছু কিছু সুফল আছে বিধায় ছাড়করণের পদক্ষেপ দেয়া যায় বলে মত দিয়েছেন (পরিশিষ্ট-'ঙ') উক্ত গুণাবলী বিবেচনা করে জাতটি ছাড়করণের পক্ষে সকলে মত দেন এবং নিম্নের সিদ্ধান্ত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ ১) প্রস্তাবিত বিএইউ আর-২ লাইন উন্নত জাত হিসেবে আমন মৌসুমে সারাদেশে আবাদের জন্য বাউ-ধান-২ নামে ছাড়রণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডকে সুপারিশ করা হলো।

২) আগামী জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় ডঃ এ কে পাটোয়ারী, প্রফেসর, ডিপার্টমেন্ট অব জেনেটিকস এন্ড প্লান্ট ব্রিডিং, বিএইউ, ময়মনসিংহ কে আমন্ত্রণ জানাতে অনুরোধ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৮ ঃ বিনা দেশীপাট-২ (সি-২৭৮) ছাড়করণ।

জাতটি বাংলাদেশ আণবিক কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) বিজেআরআই এর উদ্ভাবিত সিভিএল-১ জাতের বীজ সোডিয়াম এ্যাজাইড রাসায়নিক প্রয়োগের মাধ্যমে বংশ ধারা পরিবর্তন করে উদ্ভাবন করেছেন। জাতটি আংশিক আলোক সংবেদনশীল, ফলে মার্চ মাসের ১লা তারিখ হতে বপন করলেও আগাম ফুল আসে না। গাছ সি ভিএল-১ জাতের চেয়ে মজবুত ফলে ঝড়ে ভেংগে পড়ার সম্ভাবনা থাকে না। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশী যেমন- কান্ড পঁচা রোগ, বিছা ও নিমাটোড এর আক্রমণ প্রতিরোধে অনেকাংশে সক্ষম। অন্যান্য দেশী পাটের চেয়ে ৭.৬৭% ফলন বেশী। গাছের উচ্চতা, গোড়ার ব্যাসার্ধ সিভিএল-১ অপেক্ষা বেশী। চারা অবস্থায় নাইট্রোজেন সার গ্রহণ ক্ষমতা অন্যান্য দেশী পাটের জাতের চেয়ে ৪ গুণ বেশী ফলে চারা গাছের দ্রুত বৃদ্ধি হয়। ফুল আসার ধরণ ডিটারমিনেট টাইপের। এ জাতের গুণাবলীর বিষয়ে বিগত ৯-৬-৯৬ তারিখে কারিগরি কমিটির ২৯তম সভায় আলোচনা হয়েছে। তৎপর বাংলাদেশ আণবিক কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কে আবেদন পত্রের চাহিদা অনুযায়ী উপাত্ত সাজিয়ে ৪৮ কপি দাখিল করার জন্য বলা হয়েছিল। তৎপর বিনা আবেদন/পরিমার্জন করে পুনঃ জমা দিয়েছে (পরিশিষ্ট-'চ')। প্রস্তাবিত জাতের আঁশের রং উজ্জল, ফলন বেশী, কাটিং কম, সর্বোপরি আগাম বপনের সুবিধা ইত্যাদি কারণে সকল সদস্য জাতটি ছাড়করণের পক্ষে মত দেন। তাছাড়া মাঠ মূল্যায়ন কমিটি জাতটি দেশের পাট উৎপাদন এলাকায় আবাদের উপযোগী বলে মতামত দিয়েছেন (পরিশিষ্ট-'ছ')।

সিদ্ধান্ত ঃ জাতটি-কে সারা পাট উৎপাদন এলাকায় আবাদের জন্য বিনা দেশী পাট-২ নামে ছাড়করণের সুপারিশ করা হলো।

অতপর সভায় কোন আলোচনা না থাকায় সকাল ১১.৩০ টায় চেয়ারম্যান মহোদয় উপস্থিত সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষর-
(গোলাম আহমেদ)
সদস্য-সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী।

স্বাক্ষর-
(ডঃ এম এস ইউ চৌধুরী)
চেয়ারম্যান
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
নির্বাহী সভাপতি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ।

৯/৬/৯৬ইং তারিখে কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড, এর ২৯ তম সভায় উপস্থিত সদস্য/ কর্মকর্তাদের তালিকা ঃ

ক্রঃ নং	নাম	পদবী ও প্রতিষ্ঠান
১।	ডঃ মোঃ নজমুল হুদা	প্রধান বীজতত্ত্ববিদ, কৃষি মন্ত্রণালয়
২।	জনাব চন্দ্রশেখর সাহা	অবঃ পরিচালক, বিনা
৩।	জনাব কে এম শামসুজ্জামান	এসএসও, বিনা
৪।	জনাব এম এ সামাদ	সীডমেন্স সোসাইটি
৫।	জনাব জি এম মঈনুদ্দীন	মহাব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি
৬।	ডঃ তুলসী দাস	সিএসও এবং প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, ব্রি
৭।	জনাব এম এনামুল হক	পরিচালক, সরেজমিন উইং, ডিএই
৮।	জনাব আবদুল মুত্তালিব	সিএসও (ব্রিডিং), বিজেআরআই
৯।	জনাব এ এইচ এম দেলওয়ার হোসেন	সিএসও (এগ্রোনমী), এসআরটিআই
১০।	ডঃ এ কে পাটোয়ারী	প্রফেসর, বাকৃবি.
১১।	ডঃ মোহাম্মদ আলী	অধ্যাপক, ইপসা
১২।	জনাব মোঃ রুহুল আমীন সরকার	অতিরিক্ত পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড
১৩।	জনাব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন	সিনিয়র ভ্যারাইটি টেষ্টিং অফিসার, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
১৪।	ডঃ মোঃ নাসির উদ্দিন	পরিচালক (গবেষণা) ব্রি
১৫।	জনাব মনির উদ্দিন খান	অতিরিক্ত পরিচালক, বীপ্রএ, গাজীপুর
১৬।	জনাব গোলাম আহমেদ	পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী

৩০/৬/৯৬ইং তারিখে, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ২৯তম সভার বর্ধিত সভায় উপস্থিত, সদস্য/কর্মকর্তাদের তালিকা ঃ

ক্রঃ নং	**নাম**	**পদবী ও প্রতিষ্ঠান**
১।	ডঃ মোঃ নাসির উদ্দিন	পরিচালক (গবেষণা), ব্রি
২।	জনাব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন	মান নিয়ন্ত্রণ অফিসার, বীপ্রএ
৩।	জনাব কে এম শামসুজ্জামন	এসএসও, বিনা
৪।	ডঃ আঃ খালেক পাটোয়ারী	প্রফেসর, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
৫।	ডঃ মোহাম্মদ আলী	অধ্যাপক, ইপসা
৬।	ডঃ এ বি এম আব্দুল্লাহ	পরিচালক (কৃষি), বিজেআরআই
৭।	ডঃ আঃ আউয়াল	প্রধান ইক্ষু প্রজননবিদ (গ্রেড-১) ইক্ষু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট
৮।	জনাব জিএম মঈনুদ্দীন	মহা-ব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি
৯।	জনাব লুৎফর রহমান	প্রফেসর, কৌঃউঃপ্রঃ বিভাগ, বাকৃবি
১০।	জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম	পরিচালক (গবেষণা), বিএআরআই
১১।	জনাব মোঃ রুহুল আমিন সরকার	অতিরিক্ত পরিচালক, তুলা উন্নন বোর্ড
১২।	ডঃ মোঃ নূর হোসেন	পিএসও,সিডিবি
১৩।	জনাব মোঃ মাজহারুল হক	অতিরিক্ত পরিচালক (সরেজমিন), ডিএই
১৪।	জনাব মোঃ মনির উদ্দিন খাঁন	অতিরিক্ত পরিচালক, বীপ্রএ
১৫।	জনাব গোলাম আহমেদ	পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী

জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ত্রিংশ/৩০তম সভার কার্যবিবরণী

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বোর্ড এর ৩০তম সভা গত ১৫/০১/৯৭ ইং (০২/১০/১৪০৩ বাং) তারিখ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় ডঃ এম এ হামিদ মিয়া, সদস্য-পরিচালক (শস্য), বিএআরসি ও সদস্য কারিগরি কমিটি জাতীয় বীজ বোর্ড এর সভাপতিত্বে বিএআরসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। কারিগরি কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাহী সভাপতি ডঃ জহরুল করিম মন্ত্রণালয়ে বিশেষ কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে ডঃ এম এ হামিদ মিয়া সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় উপস্থিত সদস্য ও কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' তে দেয়া হলো।

সভার শুরুতে সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান এবং কার্যপত্রে নির্ধারিত আলোচ্যসূচি অনুসারে বিষয়গুলো উপস্থাপনের জন্য কমিটির সদস্য-সচিব ও বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর পরিচালক জনাব গোলাম আহমেদ কে অনুরোধ করেন। আলোচ্য বিষয় অনুসারে সংক্ষিপ্ত আলোচনা এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ কারিগরি কমিটির ২৯তম সভার কার্যবিবরণী পরিসমর্থনকরণ।

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ২৯তম সভার কার্যবিবরণী বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ০৮/০৭/৯৬ইং তারিখের ৭৬২ নং স্মারকের মাধ্যমে কমিটির সদস্যদের নিকট বিতরণ করা হয়। উক্ত কার্যবিবরণীর ওপর অধ্যাবধি কোন মন্তব্য বা মতামত কোন সদস্যের নিকট থেকে পাওয়া যায়নি। এ ছাড়া অদ্যকার সভায়ও কোন সদস্য মন্তব্য করেননি।

সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরি কমিটির ২৯তম সভার কার্যবিবরণী পরিসমর্থণ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ কারিগরি কমিটির ২৯তম সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি।

ক) ফসলের ছাড়কৃত জাতসমূহের তালিকা তৈরী, সংরক্ষণ এবং কার্যার্থে বিতরণের দায়িত্ব বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে দেয়া হয়েছিল (সিদ্ধান্ত ঃ ২ (ক) (১))। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী ইতোমধ্যে জুন/৯৫ পর্যন্ত ছাড়কৃত জাতের তালিকা তৈরী করে সকলকে বিতরণ করেছে।

খ) ধানের ছাড়কৃত জাতসমূহ দেশের বিভিন্ন এগ্রো-ইকোলজিক্যাল জোনে চাষীদের নিকট কতটা গ্রহণযোগ্য এবং উপযোগিতা বিবেচনায় রেখে রিকমেন্ডেড লিষ্ট তৈরী করে কারিগরি কমিটির সদস্য সচিবের নিকট পেশ করতে "ব্রি" কে অনুরোধ করা হয়েছিল (সিদ্ধান্তঃ ২ (ক) (২))। এ ছাড়া সদস্য-সচিব কে ২৮তম সভায় আলোচিত সার্ভে লিষ্ট এবং ব্রি কর্তৃক তৈরী রিকমেন্ডেড লিষ্ট অত্র সভায় উত্থাপন করতে বলা হয়েছিল (সিদ্ধান্ত ঃ২ (ক) (৩)। কিন্তু ব্রি থেকে এতদসংক্রান্ত রিকমেন্ডেট লিষ্ট পাওয়া না যাওয়ায় এ সভায় বিষয়টি উত্থাপন করা যাচ্ছে না। এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থার জন্য ব্রি কে অনুরোধ করা হয়।

গ) বীজমান পুনঃনির্ধারণ কমিটিকে নোটিফাইড ফসলের বীজমান ও মাঠমান পুনঃনির্ধারণ করে প্রতিবেদন তৈরী ও সভায় পেশ করার জন্য বলা হয়েছিল। কমিটি প্রতিবেদন তৈরী করেছে। এ সভায় বিষয়টি ৬নং আলোচ্য সূচীতে উত্থাপন করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ সুপারিশ অনুমোদনের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করা হলো।

ঘ) ফসলের হাইব্রিড জাত ছাড়করণ পদ্ধতির সুপারিশ প্রণয়ন কমিটিকে দ্রুত কাজ সম্পন্ন করতে অনুরোধ করা হয়েছিল। ইতিমধ্যে কমিটি তাঁদের সুপারিশ দাখিল করেছে। বিষয়টি এ সভায় আলোচ্যসূচি-৪ উত্থাপন করা হয়েছে।

ঙ) প্রকৃত আলু বীজের দু'টি জাত ছাড়করণের জন্য পূর্ণাঙ্গ আবেদন জমা দিতে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান কে অনুরোধ করা হয়েছিল। বারি থেকে আবেদন পাওয়া গেছে। বিষয়টি আলোচ্যসূচি-৭ এ উত্থাপন করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ

২.১ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি একটি বিষয় বাদে সন্তোষজনক বিবেচনা করা হলো।

২.২ দেশের এগ্রো-ইকোলজিক্যাল জোন ওয়ারী ধানের জাতসমূহের চাষীদের নিকট গ্রহণযোগ্যতা এবং উপযোগিতার নিরেখে একটি রিকমেন্ডেড লিষ্ট এপ্রিল/৯৭ তারিখের মধ্যে তৈরী করার দায়িত্ব একক ভাবে ব্রি এর পরিবর্তে আলোচনা ক্রমে নিম্নের কমিটিকে দেয়া হলো।

ব্রি	(প্রতিনিধি)	আহবায়ক
বিনা	(প্রতিনিধি)	সদস্য
বিএইউ	(প্রতিনিধি)	সদস্য
এসআরডিআই	(প্রতিনিধি)	সদস্য
ডিএই	(প্রতিনিধি)	সদস্য-সচিব

অতিসত্বর এ বিষয়ে এসসিএ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে।

আলোচ্য বিষয়-৩ ঃ কারিগরি কমিটির সুপারিশ জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদনের অগ্রগতি।

ক) বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীতে আবেদন করে ব্রিডার বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কে দেশের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী প্রত্যয়ন নেওয়া এবং বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে ধান, গম ও পাট এর ব্রিডার বীজ প্রত্যায়ন করার অনুমতি দিতে জাতীয় বীজ বোর্ডকে সুপারিশ করা হয়েছিল। জাতীয় বীজ বোর্ড বিগত ৩৬তম সভায় কারিগরি কমিটির সুপারিশ অনুমোদন করেছে এবং আলু ও আখের ব্রিডার বীজ প্রত্যয়নের বিষয়ে কারিগরি কমিটিকে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য অনুরোধ করেছে। আলু ও আখের বীজ প্রত্যয়ন বিষয় ও সভার আলোচ্যসূচি-৫ এ উত্থাপন করা হয়েছে।

খ) আপাতত বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কে স্পট মার্কেট সার্ভে এবং সীড ডিলারদের মাধ্যমে বাজারজাতকৃত বীজের নমুনা ক্রয় এবং বিশ্লেষণ করে সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য প্রতিবেদন তৈরীর অনুমতি প্রদানের সুপারিশ জাতীয় বীজ বোর্ডকে করা হয়েছিল। জাতীয় বীজ বোর্ড মান ঘোষিত বীজের মান পরীক্ষণের উদ্দেশ্যে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে স্পট মার্কেট সার্ভে করার অনুমতি দিয়েছে এবং ফলাফল জাতীয় বীজ বোর্ড কে অবহিত করতে বলেছে।

গ) কারিগরি কমিটির ২৯তম সভায় ধান ও পাটের যথাক্রমে বাউ ধান-২ ও বিনা দেশী পাট-২ ছাড়করণের সুপারিশ জাতীয় বীজ বোর্ডকে করা হয়েছিল। জাতীয় বীজ বোর্ড বাউ ধান-২ জাতটি আমন মৌসুমে সারা দেশে আবাদের জন্য ছাড় করেছে। বিনা দেশী পাট-২ জাতটির আঁশের উজ্জলতা, কাটিং কম এবং আঁশের বৈশিষ্টসমূহ কোয়ালিফাই করে কারিগরি কমিটিকে সুপারিশ প্রদানের জন্য অনুরোধ করেছে। বিনা দেশী পাট-২ সংক্রান্ত বিষয় এ সভায় আলোচ্যসূচি-৮ এ উত্থাপন করা হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়-৪ ঃ ফসলের হাইব্রিড জাত ছাড়করণের পদ্ধতি অনুমোদন।

কারিগরি কমিটির ২৮তম সভায় (সিদ্ধান্তঃ ৩.৩ (গ) হাইব্রিড জাতসমূহের ছাড়করণের পদ্ধতি সুপারিশ করার জন্য পরিচালক (গবেষণা), ব্রি কে আহবায়ক করে একটি পাঁচ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছিল। জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৫তম সভায় এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে এবং পদ্ধতি পেশ করার জন্য তাগিদ দেয়া হয়েছে।

কমিটি ইতোমধ্যে তাঁদের সুপারিশ দাখিল করেছে 'পরিশিষ্ট 'খ'। পদ্ধতিতে কমিটি নোটিফাইড ফসলের ক্ষেত্রে দুই বৎসরে জাতের মূল্যায়ন কাজ সম্পন্ন করার প্রস্তাব রেখেছে। প্রথম বৎসর আগাম ফলন পরীক্ষা এবং ২য় বৎসর মাল্টিলোকেশন ও অনফার্ম পরীক্ষার মাধ্যমে জাত এর উপযুক্ততা ও বীজ বোর্ডের অন্যান্য শর্ত পূরণ সাপেক্ষে ছাড়করনের সুপারিশ করেছে। নন নোটিফাইড ফসলের হাইব্রিড জাত মন্ত্রণালয়ের বীজ উইং এ নিবন্ধীকরণের মাধ্যমে ছাড়করণ হতে পারে বলে কমিটি জানিয়েছে। পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনা কালে ব্রি এর প্রতিনিধি সভাকে জানায় যে ইতিমধ্যে প্রাইভেট সীড ডিলারদের নিকট হতে বিদেশী হাইব্রিড ধানের জাতের নমুনা পরীক্ষার জন্য ব্রি প্রস্তাব পেয়েছে। পরীক্ষার কাজও শুরু করতে হচ্ছে। পদ্ধতি অনুমোদন না হওয়া পর্যন্ত এ পরীক্ষা কার্যক্রম শুরু করা সমিচীন নয়। সভার সকল সদস্য নোটিফাইড ফসলের কল্পে হাইব্রিড জাত আমদানীর ক্ষেত্রে যে আইন তৈরীর কথা প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে বলা হয়েছে সে আইন তৈরীর উপর গুরুত্ব দেন এবং পদ্ধতি ও আইন তৈরী হওয়ার পূর্বে পরীক্ষা ও আমদানীর অনুমতি দেয়া যুক্তিযুক্ত হবে না বলে সভায় একমত পোষণ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

৪.১ "হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন ও ছাড়করণ পদ্ধতি" অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডকে সুপারিশ করা হলো।

৪.২ ব্রি কে প্রাইভেট সীড ডিলারদের অনুরোধে আপততঃ হাইব্রিড জাত টেষ্ট কার্যক্রম না করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

৪.৩ নিয়ন্ত্রিত ফসলের বিদেশী জাতের বীজ আমদানীর পূর্বে প্রস্তাবিত পদ্ধতির ২নং প্রস্তাব অনুযায়ী দেশের বীজ আইন ও সংগনিরোধ বিধি, এর আওতায় প্রয়োজনীয় আইন/বিধি তৈরী হওয়া দরকার। আইন/বিধি অনুমোদন না হওয়া পর্যন্ত বীজের জাত ছাড়করণের জন্য নিয়ন্ত্রিত ফসলের হাইব্রিড বীজ আমদানীর অনুমতি না দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে অনুরোধ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৫ ঃ আলু এবং আখের মৌল বীজ প্রত্যয়ন

কারিগরি কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ধান, গম ও পাটের ব্রিডার বীজ দেশের বর্তমান প্রচলিত প্রথায় বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে প্রত্যয়ন করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি বীজনীতির ঘোষণা অনুসারে আলু ও আখের মৌল বীজ প্রত্যয়ন করার বিষয়ে পৃথক সুপারিশ প্রণয়নের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৬ তম সভায় সিদ্ধান্ত ঃ ৩ (গ) (২) তে কারিগরি কমিটিকে অনুরোধ করা হয়েছে। আলু বীজ ফসলের শুধু মাঠ পরিদর্শন কার্যক্রম কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত পাঁচ সদস্যের একটি স্ট্যান্ডিং কমিটির মাধ্যমে চালু আছে। আখের জন্য মৌল বা অন্য কোন শ্রেণীর বীজ এখন প্রত্যয়ন করার কোন কার্যক্রম নেই। তবে ভিত্তি, রেজিষ্টার্ড ও প্রত্যায়িত শ্রেণীর বীজ বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প সংস্থা নিজেই উৎপাদন ও মান সংরক্ষণ করছে। বর্তমানে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর আলু বীজ প্রত্যয়ন করার জন্য জনবল আছে। দক্ষতা বৃদ্ধির প্রক্রিয়া একটি প্রকল্পের মাধ্যমে চালু আছে। কিন্তু আখের বিষয়ে কোন অভিজ্ঞতা নেই। সভায় বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর বর্তমান সুবিধা এবং জাতীয় বীজ বোর্ডের সুপারিশ ও বীজ নীতির প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ আলু এবং আখের বীজ প্রত্যয়নের বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য সদস্য পরিচালক (শস্য) বিএআরসি কে আহ্বায়ক করে এসসিএ, এসআরটিআই, বিএসএআইসি, টিসিআরসি, বিএডিসি এবং ডিএই হতে একজন করে প্রতিনিধি নিয়ে একটি কমিটি করা হলো। কমিটিতে এসসিএ সদস্য-সচিব এর দায়িত্ব পালন করবে। আগামী মার্চ মাসের মধ্যে কমিটি সুপারিশ তৈরী সম্পন্ন করবে।

আলোচ্য বিষয়-৬ ঃ বীজমান পুনঃনির্ধারণ প্রতিবেদন বিবেচনা।

কারিগরি কমিটির ২৫তম সভায় বর্তমানে ফসলের বীজমান কোন কোন ক্ষেত্রে শিথিল আছে বিবেচনা করে ধান, গম, পাট, আলু ও আখের বীজ ও মাঠমান পুনঃনির্ধারণের জন্য ১০ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটিতে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর পরিচালককে আহ্বায়ক এবং বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়, ডিএই, বিএডিসি, বিআরআরআই, গম গবেষণা কেন্দ্র, টিসিআরসি, এসআরটিআই, বিজেআরআই ও এসএসবি এর প্রতিনিধি ছিলেন। কমিটি তাদের প্রতিবেদন দাখিল করেছেন (পরিশিষ্ট-গ)। প্রতিবেদনে ঘোষিত ৫টি ফসলের মাঠমান ও বীজমান এর কোন ক্ষেত্রে শিথিল মান কিছুটা শক্ত ও শক্তমান শিথিল করা হয়েছে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। বিএডিসি'র প্রতিনিধি সভায় প্রস্তাবিত পুনঃনির্ধারিত মান কার্যপোযোগী বলে মনে করেন এবং বিএডিসি'র উক্ত মান প্রয়োগে অসুবিধা হবে না বলে জানান। সভায় প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে দেশে তা বর্তমানে প্রয়োগ উপযোগী বলে বিবেচনা করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ ধান, গম, পাট, আলু এবং আখের প্রস্তাবিত পুনঃনির্ধারিত মাঠমান ও বীজমান অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডকে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৭ ঃ প্রকৃত আলু বীজের জাত এইচ পি এস-৭/৬৭ এবং এইচ পি এস- II /৬৭ এর অনুমোদন।

কারিগরি কমিটির ২৮তম সভায় প্রকৃত আলু বীজের ভারতীয় এইচ পি এস-৭/৬৭ এবং এইচ পি এস- II /৬৭ জাত দু'টি ছাড়করণের জন্য টিসিআরসিকে মাঠ মূল্যায়নের ব্যবস্থাকরণের জন্য বলা হয়েছিল। অপর দিকে কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিশেষ অনুমতি সাপেক্ষে ভারত থেকে বীজ আমদানী করে বিএডিসি উক্ত জাতের বীজ চাষীদের নিকট বিতরণ করে আসছে। পাশাপাশি টিসিআরসি মূল্যায়নের জন্য গত মৌসুমে দেশের বিভিন্ন স্থানে ট্রায়াল স্থাপন করেছিল। মাঠ মূল্যায়ন দল উক্ত জাতদ্বয়ের মূল্যায়ন সম্পন্ন করেছে এবং টিসিআরসি ইতিমধ্যে জাত দু'টির ছাড়করণের আবেদন করেছে। জাতদ্বয়ের গুণাবলী নিম্নরুপ।

এইচ পি এস- ৭/৬৭ ঃ জাতটি সি আই পি অঞ্চলের এস ডাব্লিউ ও এ, নতুন দিল্লী, ভারত হতে সংগ্রহ করা হয়েছে। জাতটি ১০০±৫ দিনের। বাংলাদেশে এর সকল ফলন ও কৃষিতাত্বিক পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। জাতটির বিশেষ গুণাবলীর মধ্যে এর হলুদ শাস, হলুদ উজ্জল খোশা ও ডিম্বাকৃতি। এর ফলন ডায়মন্ড জাতের সমতুল্ল অথচ আবাদ খরচ ৩০-৫০% কম। ভাইরাস রোগ হয় না এবং অন্যান্য বালাই বহুলাংশে কম।

এইচ পি এস- II /৬৭ ঃ এ জাতটির উৎপত্তিস্থল এবং অন্যান্য গুণাবলী এইচ পি এস-৭/৬৭ এর অনুরুপ। তবে এ জাতটি এইচ পি এস-৭/৬৭ হতে ফুল ও আলুর আকৃতি দিয়ে আলাদা করা যায়। এইচ পি এস-II/৬৭ এর আলুর আকৃতি গোল-ডিম্বাকৃতির এবং এর ফুল সাদা।

উক্ত গুণাগুণ বিবেচনা করে জাত দু'টি ছাড় করার পক্ষে সকল সদস্য মত ব্যক্ত করেন। কিন্তু মাঠ মূল্যায়ন প্রতিবেদন ডিএই থেকে না পাওয়ায় ছাড়করণের সুপারিশ আপাতত স্থগিত রাখা হলো।

সিদ্ধান্ত ঃ এইচ পি এস-৭/৬৭ এবং এ পি এস- II /৬৭ এর মাঠ মূল্যায়ন প্রতিবেদন ডিএই কে জরুরীভাবে প্রদানের অনুরোধ করা হলো। টিসিআরসি'র সংশ্লিষ্ট ব্রিডারকে এ বিষয়ে ডিএই কে সহযোগিতা করতে অনুরোধ করা হলো। মাঠ মূল্যায়ন প্রতিবেদন পাওয়ার পর কারিগরি কমিটির পরবর্তী সভায় প্রস্তাবিত জাত দুটি ছাড়করণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

আলোচ্য বিষয়-৮ ঃ বিনা পাট-১ (স-২৭৮) ছাড়করণ।

কারিগরি কমিটির ২৯তম সভায় বিনা পাট-২ ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডকে সুপারিশ করা হয়েছিল। বাংলাদেশ আণবিক কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট দেশী পাটের সিভিএল -১ জাতের বীজ সোডিয়াম এ্যাজাইড রাসায়নিক প্রয়োগের মাধ্যমে কৌলিক পরিবর্তন করে উদ্ভাবন করেছে। জাতটি বিশেষ বৈশিষ্টের মধ্যে আগাম বপনযোগ্যতা, কান্ড পচা রোগ, বিছা ও নিমোটোড এর আক্রমণ প্রতিরোধ অনেকাংশে সক্ষম এবং অন্যান্য দেশী পাটের চেয়ে আঁশের ফলন ৭.৬৭% বেশী। আঁশের রং ও কাটিং এর বিষয়ে বিনার বক্তব্য যথাযথ উপাত্ত বা টেস্ট রেজাল্টের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত না থাকায় জাতীয় বীজ বোর্ড কারিগরি কমিটিকে উক্ত বিষয়ে উপাত্ত যাচাই করে পুনরায় জাতীয় বীজ বোর্ডে সিদ্ধান্তের জন্য প্রেরণ করতে অনুরোধ করেছেন।

বিনা ইতোমধ্যে আঁশের ১০টি বৈশিষ্টের পরীক্ষার ফলাফল এ সভায় বিবেচনার জন্য দাখিল করেছেন (পরিশিষ্ট-ঘ)। উক্ত ফলাফলে দেখা যায় ট্যানাসিটি, লিনিয়ার ডেনসিটি, লোডব্রেক ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যে প্রার্থী জাতটি সিভিএল -১ অপেক্ষা ভাল। আঁশের মান নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। পর্যালোচনা করে দেখা যায় প্রস্তাবিত জাতের গড় পড়তা আঁশের মান এর বিষয়ে সিভিএল-১ এর সাথে যে পার্থক্য আছে তা নগণ্য। তাছাড়া অন্যান্য গুণাগুণ সিভিএল-১ অপেক্ষা ভাল।

সিদ্ধান্ত ঃ জাতটির আগাম বপনযোগ্যতা, রোগ বালাই প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং ফলন বেশী ইত্যাদি গুণাগুণ বিবেচনা করে সারাদেশে আবাদের জন্য ছাড় করার পক্ষে পুনরায় জাতীয় বীজ বোর্ডকে অনুরোধ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৯ ঃ প্রকৃত আলু বীজের জাত ছাড়করণ পদ্ধতি।

জাতীয় বীজ বোর্ডের সিদ্ধান্তক্রমে ডঃ এম এ হামিদ মিয়া সদস্য-পরিচালক (শস্য), বিএআরসি এর নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের কমিটি প্রকৃত আলু বীজ আমদানীর পদ্ধতি সুপারিশ তৈরী করেছেন। টিসিআরসি নির্দ্ধারিত টিপি এস জাত মূল্যায়ন ও ছাড়করণ পদ্ধতি অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত সময়ে মল্যায়ন সমাপ্ত করার সুপারিশ করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতে এক মৌসুমে পরীক্ষার সন্তোষজনক ফলাফলের উপর ভিত্তি করে আমদানীকারককে বীজ আমদানী ও বাজারজাতের অনুমতি প্রদানের সুপারিশ করা হয়েছে। এ কাজের জন্য ১০,০০০/= (দশ হাজার) টাকা ফি নির্ধারণ করা হয়েছে। বাজারজাতের পর কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের ব্লক সুপারভাইজার জাতের পারফরমেন্সের তথ্য ডিএই কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে টিসিআরসি, সীড উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় এবং বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীতে পাঠানোর কথা বলা হয়েছে। কিন্তু চাষী পর্যায়ে পারফমেন্স খারাপ হলে কি করণীয় হবে সে বিষয়ে কোন কথা সুপারিশে বলা নেই। তবে ফসলের আবাদ জাতের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হলে আমদানীকারক কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্থ চাষীকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা বলে হয়েছে। কিন্তু ক্ষতির পরিমাণ নিরুপন বা ক্ষতি পূরণের টাকার পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় নাই। শুধু ক্ষতির কারণ চিহ্নিতকরণের জন্য আমদানীকারক এবং ডিএই কর্মচারী এর যৌথ পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে (পদ্ধতি পরিশিষ্ট-ঙ)।

সভায় টিপিএস আলুর জাত আমদানীর পদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। চাষীর স্বার্থ এবং ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণের বিষয়ে পদ্ধতিতে উল্লেখিত ৭ অনুচ্ছেদ এর আওতায় একটি গাইড লাইন তৈরী প্রয়োজন বলে সকলে মত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ

৯.১ প্রস্তাবিত পদ্ধতিটি প্রকৃত আলু বীজের আমদানী পদ্ধতি" হিসাবে অনুমোদন করা যেতে পারে।

৯.২ বীজের কারণে আবাদ ক্ষতিগ্রস্থ হলে চাষীকে ক্ষতিপূরণের টাকা নির্ধারণের জন্য ডিএই একটি গাইড তৈরী করবে এবং বীজ উইং, কষি মন্ত্রণালয় এর অনুমোদন সাপেক্ষে তা কার্যার্থে সকল কে বিতরণ করবে।

আলোচ্য বিষয়-১০ঃ মাঠ মূল্যায়ন দলের কার্যক্রম পর্যালোচনা।

দেশে বর্তমানে ৯টি অঞ্চলের জন্য ৯টি মাঠ মূল্যায়ন দল রয়েছে। এ সকল দল নতুন ছকপত্র অনুযায়ী মাঠ মূল্যায়ন কাজ করেছে। ছক পত্রের ১ম অংশে ব্রিডার কর্তৃক পূরণ করে বীজ বপনের পরপরই কারিগরি কমিটির সদস্য-সচিবের নিকট প্রদানের জন্য বলা হয়েছে। মূল্যায়ন দলকে ফসলের তিনটি বৃদ্ধি পর্যায়ে কম পক্ষে তিন বার পরিদর্শন ও ছক পত্রের তিনটি অংশের প্রশ্নপত্রের উত্তর নোট করে তৎপর সাধারণ মতামত লিখে স্বাক্ষরসহ মৌসুম শেষে পরিচালক (সরেজমিন), ডিএই এর কাছে প্রেরণ করতে অনুরোধ করা হয়েছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী মূল্যায়ন কাজ সময়মত সঠিকভাবে সম্পন্ন হওয়ার জন্য মূল্যায়ন দলের সাথে সরাসরি যোগাযোগসহ সকল প্রয়াস চালাচ্ছে এবং মূল্যায়ন দলের সদস্যদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। ইতিমধ্যে মূল্যায়ন দলের তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে দলের সদস্যরা মাঠ মূল্যায়ন ছক পত্র ফসলওয়ারী এবং কার্য উপযোগী করে তৈরীর তাগিদ দিয়েছে এবং ব্রিডারের দেওয়া তথ্য সুনির্দিষ্টভাবে পূরণ করতে এবং বপনের পর পরই দলের নিকট প্রেরণের প্রয়োজন বলে জানিয়েছে। তাঁরা প্রতিটি দলের জন্য বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী হতে মনোনীত সদস্যকে দলের সদস্য-সচিবের দায়িত্ব প্রদানের কথাও বলেছে। ইতোমধ্যে বীজ উইং, কষি মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে নতুন জাতের কার্যকরিতা যথাযথভাবে মূল্যায়নের জন্য মাঠ মল্যায়ন পদ্ধতি রিভিউ করা হচ্ছে।

সভায় ব্রি এবং বারি এর প্রতিনিধিগণ মাঠ মূল্যায়ন টিম কর্তৃক মূল্যায়ন সম্পন্ন হওয়ার পর মাঠ মূল্যায়ন প্রতিবেদন পরিচালক (সরেজমিন), ডিএই এর নিকট প্রেরণের ফলে অযথা সময়ক্ষেপণ হচ্ছে এবং এর ফলে জাত ছাড়করণে বিলম্ব হচ্ছে বলে উল্লেখ করেন। ডিএই এর প্রতিনিধিও প্রতিবেদন সরাসরি কারিগরি কমিটির সদস্য-সচিব বারাবরে প্রেরণের পক্ষে মত দেন। সভার অন্যান্য সদস্যও ফসলওয়ারী ছক পত্র তৈরী ও পদ্ধতি সহজীকরণের জন্য প্রতিবেদন সরাসরি সদস্য-সচিবের বরাবরে প্রেরণে সুবিধা হবে বলে মনে করেন। তাছাড়া মাঠ মূল্যায়ন কাজ সমন্বয়ের দায়িত্ব বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর। কাজেই বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকেই সমন্বয়ের কাজ করতে দেয়া উচিত বলে সভায় মত প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ নোটিফাইড ফসলের প্রতিটির জন্য মাঠ মূল্যায়ন ছক পত্র ও জাত ছাড়করণ আবেদনপত্র তৈরী আগামী ৩০শে এপ্রিল এর মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। এর জন্য নিম্নের কমিটি গঠন করা হলো।

১) সদস্য-পরিচালক (শস্য), বিএআরসি	আহবায়ক
২) গম গবেষণা কেন্দ্রের ১জন প্রতিনিধি	সদস্য
৩) বাংলাদেশ ধান গবেষনা ইনস্টিটিউট এর ১জন প্রতিনিধি	সদস্য
৪) টিসিআরসি এর ১জন প্রতিনিধি	সদস্য
৫) বিএসআরআই এর ১ জন প্রতিনিধি	সদস্য
৬) বিজেআরআই এর ১জন প্রতিনিধি	সদস্য
৭) এসসিএ এর ১জন প্রতিনিধি	সদস্য-সচিব

খ) নয়টি মাঠ মূল্যায়ন টিমের নেতা এখন হতে মাঠ মূল্যায়ন শেষে প্রতিবেদন সরাসরি সদস্য-সচিব, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড ও পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বরাবরে প্রেরণ করবেন এবং পত্রের ও প্রতিবেদনের অনুলিপি পরিচালক (সরেজমিন), ডিএই কে দিবেন।

গ) এখন হতে মাঠ মূল্যায়ন টিমে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর প্রতিনিধি সদস্য সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন। এ ব্যাপারে কমিটির চেয়ারম্যানের অনুমোদন সাপেক্ষে সংশোধিত মাঠ মূল্যায়ন টিমের তালিকা বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী সকলকে বিতরণ করবে।

আলোচ্য বিষয়-১১ ঃ বিবিধ।

ব্রি এর প্রতিনিধি তাদের চারটি প্রার্থী জাতের ছাড়করণের বিষয়ে কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ব্রি তাঁদের চারটি জাতের মূল্যায়ন গত আমন মৌসুমে সারা দেশে সম্পন্ন হয়েছে বলে জানান। প্রার্থী জাতসমূহের জন্য আবেদনপত্রও তৈরী করা হয়েছে। অদ্যকার সভায় সুযোগ দিলে ব্রি তা উত্থাপন করতে আগ্রহী। ডিএই প্রতিনিধি জানান মূল্যায়ন প্রতিবেদন সকল টিমের নিকট হতে এখনও পাওয়া যায় নি। কাজেই মূল্যায়ন প্রতিবেদন জরুরী ভাবে সংগ্রহের চেষ্টা করা হচ্ছে। সভায় অনেক সদস্য মনে করেন মূল্যায়ন প্রতিবেদন পাওয়ার পর একটি বিশেষ সভা প্রয়োজনে আহ্বান করা যেতে পারে। ব্রি আগামী আমন মৌসুমে বীজ উৎপাদন কর্মসূচী গ্রহণের জন্য উক্ত জাতসমূহ ছাড়করণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রয়োজন বলে সভা কে জানান। বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ ডিএই জরুরীভাবে মূল্যায়ন প্রতিবেদন কারিগরি কমিটির সদস্য-সচিবের নিকট প্রেরণ করবে। প্রতিবেদন তৈরীতে ব্রি, ডিএই কে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবে।

খ) মূল্যায়ন প্রতিবেদন পাওয়ার পর ব্রি কারিগরি কমিটির সদস্য-সচিবের নিকট বিশেষ সভা আয়োজনের জন্য প্রস্তাব করবে এবং এসসিএ সংশ্লিষ্ট ধানের জাতের এবং টিসিআরসি এর প্রকৃত আলু বীজের জাত ছাড়করণের বিষয় উক্ত বিশেষ সভায় উত্থাপন করবে।

আর আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষর
(গোলাম আহমেদ)
সদস্য-সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজন্সী।

স্বাক্ষর
(ডঃ এম এ হামিদ মিয়া)
সভাপতি
ও
সদস্য-পরিচালক (শস্য)
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ।

"পরিশিষ্ট-ক"

১৫/০১/৯৭ ইং তারিখে কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৩০ তম সভায়

উপস্থিত সদস্যের তালিকা

ক্রঃ নং	নাম	পদবী ও প্রতিষ্ঠান
১।	ডঃ মোঃ ইকবাল আক্তার	প্রধান বৈঃ কর্মকর্তা, বারি
২।	ডঃ তুলসী দাস	প্রধান, উঃ প্রজনন বিভাগ, ব্রি
৩।	ডঃ এ.বি. সাখাওয়াত হোসেন	মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বারি
৪।	জনাব কে. এম. শামসুজ্জামান	পিএসও, টিআইএমএ
৫।	ডঃ এ.বি.এম. আব্দুল্লাহ	পরিচালক (কৃষি) বিজেআরআই
৬।	জনাব এ,এইচ, কিউ আহমেদ	ব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি
৭।	জনাব মোঃ জালাল উদ্দিন	উপ-পরিচালক (বীজ পরীক্ষা), বিএডিসি
৮।	জনাব মোহাম্মদ আবু ইছা	উ-পরিচালক, ডিএই
৯।	জনাব নুর মোহাম্মদ মিয়া	কোঅর্ডিনেটর (ভিসিইউ), এসসিএ
১০।	জনাব মোঃ আনোয়ারুল কাদের শেখ	মহাপরিচালক, বিনা
১১।	জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম	প্রধান বীজতত্ত্ববিদ, কৃষি মন্ত্রণালয়
১২।	জনাব সৈয়দ সারোয়ার হোসেন	সহঃ বীজতত্ত্ববিদ, কৃষি মন্ত্রণালয়
১৩।	জনাব মোঃ আবু বাকার	পরিচালক (গঃ) ভারপ্রাপ্ত, ব্রি
১৪।	জনাব মোঃ খায়রুল বাশার	প্রধান (ভারপ্রাপ্ত), জিআরএস, ব্রি
১৫।	জনাব মোঃ আঃ ছালাম	পিএসও, ব্রিডিং, ব্রি
১৬।	জনাব মোঃ ফজলুল হক সরকার	কৃষক প্রতিনিধি

ফসলের হাইব্রিড জাত ছাড়করণ পদ্ধতি প্রণয়ন সম্পর্কিত ১৬-৬-৯৬ইং তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী (পরিশিষ্ট-খ)

গত ১৬-৬-৯৬ইং তারিখ ১০.০০ ঘটিকায় ফসলের হাইব্রিড জাত ছাড়করণ পদ্ধতি প্রণয়ন সম্পর্কিত এক সভা ব্রি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (গবেষণা) ডঃ মোঃ নাসির উদ্দিন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় নিম্নলিখিত কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

১। জনাব জি এম মঈনুদ্দিন, মহাব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি, দিলকুশা, ঢাকা।
২। ডঃ মোঃ নজমুল হুদা, প্রধান বীজতত্ত্ববিদ, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। জনাব মোঃ মনির উদ্দিন খান, পি এস সিও, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর।
৪। ডঃ তুলশী দাস, সিএসও, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ ব্রি, গাজীপুর। (পর্যবেক্ষক)
৫। ডঃ এ ডব্লিউ জুলফিকার, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, ব্রি, গাজীপুর, (পর্যবেক্ষক)।
৬। জনাব খায়রুল বাশার, উর্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, জেনেটিক রিসোর্স এন্ড সীড বিভাগ, ব্রি, গাজীপুর (পর্যবেক্ষক)।
৭। জনাব খন্দকার এনামুল কবীর, সিনিয়র লিয়াজো অফিসার, ব্রি, গাজীপুর (পর্যবেক্ষক)।

পরিচালক (গবেষণা) সভার শুরুতে বিগত ১৭-৪-৯৬ইং তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৫তম সভার কার্যবিবরণীর আলোচ্য বিষয়-৬ এর প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ফসলের হাইব্রিড জাত ছাড়করণ পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা শুরু করার অনুরোধ জানান। অতঃপর ব্যবসায়িক ভিত্তিতে হাইব্রিড ধান ও অন্যান্য ফসলের হাইব্রিড বীজ আমদানী ও ছাড়করণ সম্পর্কিত নিম্নলিখিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বীজ আমদানী ঃ

১। জাতীয় বীজ আইনের আলোকে অন্য দেশ থেকে আমদানির মাধ্যমে সার্বিক মূল্যায়নপূর্বক অথবা দেশের অভ্যন্তরে গবেষণার মাধ্যমে উদ্ভাবিত এই দুই ভাবে হাইব্রিড জাত এদেশে চাষের জন্য অনুমোদন করা যেতে পারে।

২। হাইব্রিড জাত আমদানি বা প্রবর্তনের নামে এ দেশের কৃষকরা যাতে প্রতারিত না হয় সে দিকে লক্ষ্য রেখে জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা দরকার।

৩। প্রাথমিক মূল্যায়ন ও পরীক্ষার জন্য বীজ আমদানি করতে আগ্রহী আমদানিকারককে উদ্ভিদ সংগনিরোধ আইন অনুসরণসাপেক্ষে প্রাথমিকভাবে ফসলভেদে বিভিন্ন পরিমাণ, তবে ধানের ক্ষেত্রে মোট ২০ (বিশ) কেজি হাইব্রিড বীজ আমদানির অনুমতি দেয়া যেতে পারে।

৪। জাত অনুমোদন ও ছাড়করণের পর প্রতি বছর সংশ্লিষ্ট বীজ ব্যবসায়ীকে অনুর্ধ ১০০ (একশত) টন হাইব্রিড ধানের বীজ উদ্ভিদ সংগনিরোধ আইন অনুসরণ সাপেক্ষে আমদানির অনুমতি দেয়া হবে। বীজ আমদানির চেয়ে স্থানীয়ভাবে হাইব্রিড জাতের বীজ উৎপাদনকে উৎসাহ প্রদান ও জোরদার করতে হবে।

হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন ও ছাড়করণ পদ্ধতি ঃ

৫। ধানের ক্ষেত্রে প্রথম বছর বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং বিএডিসি কর্তৃক পরিচালিত প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান ৫টি করে মোট ১০টি স্থানে Advance Yield Trial এর মাধ্যমে আমদানিকৃত হাইব্রিড বীজের প্রাথমিক উপযোগিতা যাচাই করা হবে এবং উপযুক্ত বিবেচিত হলে পরবর্তী বছর Multi-location and on-farm trial evaluation এর জন্য সুপারিশ করা হবে।

৬। দ্বিতীয় বছরে উপরোল্লিখিত সুপারিশের ভিত্তিতে ২৪টি location- বিএডিসি ও আমদানী কারক সংস্থা পরিচালিত Multi-location trail এবং On farm trial field evaluation (প্রতিটি ১০টি location) এর মাধ্যমে উক্ত জাতের উপযুক্ততা ও বীজ বোর্ডের অন্যান্য শর্ত সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে জাত অনুমোদন ও ছাড়করণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৭। তৃতীয় বছর জাত অনুমোদনের পর বীজ বর্ধন ও উৎপাদনের জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৮। Trial ও Evaluation সম্পর্কিত কাজ ও আনুষ্ঠানিকতা ২ বছরের মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে।

৯। জাত ছাড়করণের পূর্বে হাইব্রিড ধানের সিএমএস (CMS) এবং রেষ্টোরার (Restorer) প্যারেন্টদ্বয়ের উৎস (source) ও এগ্রোনোমিক বৈশিষ্ট (Agronomic characteristics) ইত্যাদি মূল্যায়ন প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ করতে হবে।

১০। ক) গমের হাইব্রিড এর এদেশে সম্ভাবনা কম তবুও গমের ক্ষেত্রে হাইব্রিড ধানের মতই ছাড়করণ পদ্ধতি অনুসরন করতে হবে। খ) আলুর হাইব্রিড ছাড়করণ পদ্ধতি টিপিএস এর মত হবে। গ) পাটের হাইব্রিডের প্রয়োজনীয়তা এখনো দেখা দেয়নি। ভবিষ্যতে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। ঘ) অন্যান্য ফসলের হাইব্রিড জাত জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক নিবন্ধনকৃত হতে হবে।

১১। Trail ও Evaluation এর জন্য সংশ্লিষ্ট আমদানিকারককে একটি নির্ধারিত পরিমাণ ফান্ড যোগান দিতে হবে।

১২। গবেষণার কাজে ব্যবহৃত বীজ/জার্মপ্লাজম আমদানী আগের মতই অব্যাহত থাকবে।

সভাপতির পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদের মাধ্যমে সভার কাজ শেষ হয়।

স্বা/-
(ডঃ এম নাসির উদ্দিন)
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর।

"পরিশিষ্ট-খ"

বীজমান পুনঃ নির্ধারণ কমিটির প্রতিবেদন নভেম্বর, ১৯৯৬

কমিটি গঠন ঃ

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড, এর ২৫তম সভার ৪.৩ সিদ্ধান্তবলে প্রথমে পাঁচ সদস্যের কমিটি করা হয়। পরবর্তীতে কারিগরি কমিটি ২৭তম সভার ২.৫ সিদ্ধান্ত এবং বীজমান পুনঃনির্ধারণ কমিটির ১ম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কমিটির সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করে নিম্নের কমিটি করা হয়।

পুনঃ নির্ধারণ কমিটির সদস্য

১। জনাব গোলাম আহমেদ, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী	আহ্বায়ক
২। জনাব এম এ সামাদ, সহ-সভাপতি, এসএসবি	সদস্য
৩। জনাব এ এইচ কিউ আহমেদ, ব্যবস্থাপক (বীপ্রস), বিএডিসি	সদস্য
৪। জনাব মোঃ নজমুল হুদা, প্রধান বীজতত্ত্ববিদ, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫। জনাব মোহাম্মদ আবু ইছা, উপ-পরিচালক (সরেজমিন) ডিএই	সদস্য
৬। প্রধান, জেনেটিক রিসোর্স ও বীজ বিভাগ, ব্রি	সদস্য
৭। জনাব আজিম উদ্দিন আহমেদ, পিএসও, প্রজনন বিভাগ, বিজেআরআই	সদস্য
৮। ডঃ আব্দুল আউয়াল, প্রধান ইক্ষু প্রজননবিদ, এসআরটিআই	সদস্য
৯। ডঃ মোঃ ইকবাল আক্তার, পিএসও, টিসিআরসি, বারি	সদস্য
১০। জনাব মোঃ রহিমুল্লা, পিএসও, গম পরীক্ষা ষ্টেশন, বারি	সদস্য

কমিটির কার্য পরিধি ঃ

১। ধান, গম, পাট, আলু এবং আখ এর মান পুনঃনির্ধারণ করে সুপারিশ কারিগরি কমিটিতে পেশ করা।

কমিটির কর্ম তৎপরতা ঃ

কমিটি ধান, গম, পাট, আলু ও আখ এর বীজমান ও মাঠমান পর্যালোচনা ও দেশে প্রয়োগ উপযোগী করার জন্য তিনটি সভায় যথাক্রমে ০২-০৫-৯৫, ১৬-০৫-৯৬ এবং ৯৩-১১-৯৬ তারিখে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর সদর দপ্তরে মিলিত হন। সভায় উক্ত ফসলের বর্তমান মান ছাড়াও ভারত, শ্রীলংকা, যুক্তরাজ্য, ন্যাদারল্যান্ড, চীন, আইজেও এবং বিএসএফআইসি এর মান পর্যালোচনা করা হয়। তাছাড়া আপত্তিকর আগাছার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ফসলের গবেষণা ইনস্টিটিউট হতে তালিকা ও মতামত সংগ্রহ করা হয়। কমিটি আলোচনাকালে দেখতে পান যে ভিত্তি ও প্রত্যায়িত শ্রেণির বীজ মান ও মাঠমান এর কোন কোন প্যারামিটারে সাধারণভাবে বলা আছে, আবার কোন কোন প্যারামিটার বেশ শিথিল। অপর দিকে ব্রিডার শ্রেণীর মান বেশ উচ্চ। উক্ত বিষয়গুলো বিবেচনার রেখে বাংলাদেশে প্রয়োগের উপযোগী করে বীজমান ও মাঠমান কিছু কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। উল্লেখ্য, বিএডিসির প্রতিনিধি মান পুনঃনির্ধারণে কারিগরি সহযোগিতা করলেও পরিবর্তনের বিপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন।

কমিটির সুপারিশ ঃ

ধান, গম, পাট, আলু এবং আখের প্রস্তাবিত পুনঃ নির্ধারিত মান পরিশিষ্ট-'ক' উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত পুনঃনির্ধারিত মান কারিগরি কমিটিতে আলোচনা করে পরবর্তী ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

স্বাক্ষর
(গোলাম আহমেদ)
আহবায়ক
বীজমান পুনঃনির্ধারণ কমিটি
ও পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর- ১৭০১।